মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নির্দেশিকা

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ

প্রারম্ভিকা

মানিলন্ডারিং (Money Laundering) এবং সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন (Terrorist Financing), যার ইংরেজী সংক্ষিপ্ত রূপ (ML/TF), সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসেবে ক্রমবিস্তার লাভ করছে। এই দুইটি অপরাধমূলক কর্মকান্ড একযোগে প্রতিরোধে বিশ্বের নীতিনির্ধারকগণ প্রতিনিয়ত যতই প্রতিরোধ নির্দেশিকা প্রবর্তন করছেন, মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নকারীগণ তাদের অপরাধমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় ততই নিত্য নতুন পন্থা বা কৌশল অবলম্বন করছে। মানিলন্ডারিং (Money Laundering) এবং সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন (Terrorist Financing) যে কোন দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক কর্মকান্ডে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে। মানিলন্ডারিং এমন একটি পদ্ধতি যা অসৎ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অবৈধ অর্থ উপার্জনের অভিপ্রায়ে অপরাধ সৃষ্টি/কর্মকান্ডে মূল ভূমিকা পালন করে। অপরাধীরা মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থ প্রাথমিকভাবে অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে গোপনীয়তার সাথে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে বেনামীকরণ করে। পরবর্তীতে মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে অর্জিত ঐ অর্থ মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, সন্ত্রাসী, অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ী, অসৎ সরকারি কর্মকর্তা এবং অন্যান্যদের অবৈধ কার্যকলাপ পরিচালনায় সহায়তা/বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে। এটা সরকারি রাজস্ব হ্রাস করে এবং পরোক্ষভাবে সৎ করদাতাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাছাড়া সরকারি কর আদায়ের ক্ষেত্রেও অসুবিধার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

বিশ্বে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে প্রতিরোধ নির্দেশিকা প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান Financial Action Task Force (FATF) প্রাথমিকভাবে এই দুইটি অপরাধমূলক কর্মকান্ড একযোগে প্রতিরোধে ইতোপূর্বে প্রণীত ৪৯টি প্রতিরোধ নির্দেশিকা নতুন করে পর্যবেক্ষণান্তে ২০১২ সালে ৪০টি সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার ইতোপূর্বে জাতীয় সংসদে একটি আইন পাশ করেছেন, যা 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০০৯' নামে পরিচিত। পরবর্তীতে 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০০৯' বাতিল করে Capital Market Intermediaries (CMI) বা পুঁজিবাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই আইনের আওতাভুক্ত করে কতিপয় সংশোধনীসহ 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২' প্রণয়ন করা হয়। পক্ষান্তরে, সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার ইতোপূর্বে জাতীয় সংসদে একটি আইন পাশ করেছেন, যা 'সন্ত্রাস বিরোধী আইন-২০০৯' নামে পরিচিত। পরবর্তীতে 'সন্ত্রাস বিরোধী আইন-২০০৯' এ কতিপয় সংশোধনী এনে 'সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২' প্রণয়ন করা হয়।

এটা সহজেই অনুমেয় যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কার্যকরী সহযোগিতা ব্যতিরেকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনসহ অন্যান্য সরকারি সংস্থা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২' এবং 'সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২' এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক এর বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিকে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে এই আইন দুইটির প্রয়োগ, বাস্ত বায়ন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক-এর বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক ৩০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে জারিকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার নং-০৬/২০১২ এর মাধ্যমে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ এর সংশোধনীসহ) এর যথাক্রমে ২৩(ঘ) এবং ১৫(জ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত "Guidelines on prevention of money laundering & combating financing of terrorism for capital market intermediaries" শীর্ষক গাইড লাইন্সের নির্দেশনা ন্যূনতম মানদন্ড বিবেচনায় পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট হিসেবে (১) স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার (২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার, (৩) সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান এবং (৪) সম্পদ ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিজ নিজ ব্যবসার ক্ষেত্র, ব্যাপ্তি, প্রকৃতি, কার্যাবলী ও ঝুঁকি পর্যালোচনাকরত নিজস্ব গাইডলাইন্স প্রণয়ন করে স্ব স্ব পরিচলনা পর্ষদ/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংক-এর বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত উক্ত সার্কুলারের নির্দেশনা মোতাবেক 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২' এবং 'সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২' এর বিধানাবলী পরিপালনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত গাইডলাইন্সের আলোকে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কর্তৃক **মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নির্দেশিকা** তৈরী করা হলো। একটি বিষয় অনস্বীকার্য যে, মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সচেতন হলেই চলবে না। যারা প্রতিষ্ঠানের নিম্ন/নিচের সারিতে আছেন, তাঁদেরও এর মূল্যবোধ গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। এজন্য আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে বিষয়বস্তু সহজবোধ্য করার প্রয়াসে প্রতিরোধ নির্দেশিকাটি বাংলায় প্রণয়ন করা হল।

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ অনুমোদিত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নির্দেশিকা প্রণয়ন কমিটি

০১.	মিজ্ পারভীন সুলতানা	উপ-প্রধান কর্মকর্তা	আহ্বায়ক
০২.	মিজ্ তানজীনা আহসান	সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার	সদস্য
০৩.	জনাব মুহাম্মদ কামাল হোসেন	সিস্টেম এনালিস্ট	সদস্য
০৪.	জনাব কাজী আসাদুজ্জামান	এক্সিকিউটিভ অফিসার	সদস্য
০৫.	জনাব মোঃ মুশফিকুর রহমান	এক্সিকিউটিভ অফিসার	সদস্য
০৬.	জনাব.মোঃ ইলিয়াস মিয়া	সিনিয়র অফিসার	সদস্য

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

		সুচিপত্র	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অধ্যায় : মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের মৌলিক ধারণাসমূহ			
১.১	ভূমিকা		০৮
১.২	মানিলন্ডারিং কার্যক্রমের ইতিহাস		০৮
	১.২.১	জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	০৮
	১.২.২	ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স (এফ,এ, টি, এফ)	০৯
	১.২.৩	এগমন্ট গ্রুপ অব ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটস	০৯
	১.২.৪	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ (এপিজি)	০৯
	১.২.৫	ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব সিকিউরিটিজ কমিশনারস্ (আইওএসসিও)	১০
	১.২.৬	জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভার ১২৬৭, ১৩৭৩, ১৫৪০, ১৭১৮, ১৭৩৭ নং ও পরবর্তী সিদ্ধান্তসমূহ	১০
	১.২.৭	মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	১০
১.৩	মানিলন্ডারিং কি		১১
১.৪	সন্ত্রাসী অর্থায়ন কি		১২
১.৫	মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন এর মধ্যে যোগসূত্র		১৩
১.৬	মানিলন্ডারিং-এ জড়িত হওয়ার তিনটি প্রধান কারণ ও পর্যায়		১৩
১.৭	সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন এর কারণ		১৩
১.৮	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করা হয় কেন		১৩-১৪
১.৯	মানিলন্ডারিং এর ধাপ/পর্যায়সমূহ		১৪-১৫
১.১০	আর্থিক ব্যবস্থায় মানিলন্ডারিং এর সংশয়াপন্ন/অরক্ষিত (Vulnerabilities) জায়গাসমূহ		১৫-১৬
১.১১	কিভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করে?		১৬
দ্বিতীয় অধ্যায় : পুঁজিবাজারে মানিলন্ডারিং/ সন্ত্রাসী অর্থায়ন এর সংশয়াপন্ন/অরক্ষিত (Vulnerabilities) জায়গাসমূহ			
২.১	ভূমিকা		১৭
২.২	নির্দিষ্ট ধরণের সিকিউরিটিজ পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে সংশয়াপন্ন/অরক্ষিত (Vulnerabilities) জায়গাসমূহ		১৭
	২.২.১	ব্রোকার-ডিলারস	১৭
	২.২.২	সম্পদ ব্যবস্থাপক, কাস্টোডিয়ান এবং পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপকগণ	১৮
	২.২.৩	ট্রাস্ট, নমিনী এবং অমনিবাস হিসাবসমূহ	১৮
	২.২.৪	শেল কোম্পানিসমূহ	১৮-১৯
	২.২.৫	মার্জিন ট্রেডিং	১৯
	২.২.৬	ট্রান্সফার প্রাইসিং	১৯
	২.২.৭	চেকসমূহ	১৯-২০
	২.২.৮	কম দামী এবং প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর শেয়ারসমূহ	২০
	২.২.৯	শর্ট সেলিং	২১
	২.২.১০	ইনসাইডার ট্রেডিং	২১
	২.২.১১	মার্কেট ম্যানিপুলেশন	২১
	২.২.১২	সিকিউরিটিজ প্রতারণা	২১
২.৩	কার্যকর AML/CFT অবকাঠামোর উপকারিতাসমূহ		২২
তৃতীয় অধ্যায় : আইনের প্রয়োজনীয়তা			
৩.১	আইনের প্রয়োজনীয়তাসমূহ		২৩
৩.২	বাংলাদেশ ব্যাংকের আবেক্ষণিক/তত্ত্বাবধান ক্ষমতা		২৩-২৫
৩.৩	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শাস্তিসমূহ		২৬
৩.৪	সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ এর সংশোধনীসহ) এর আওতায় শাস্তিসমূহ		২৭

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

	সুচিপত্র	পৃষ্ঠা নম্বর
চতুর্থ অধ্যায় : আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর AML/CFT নীতিমালা এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো		
৪.১	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার	২৮
৪.২	প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	২৮-২৯
৪.৩	মানিলন্ডারিং/সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন ইউনিটের কার্যাবলীসমূহ	২৯
৪.৪	AML/CFT Compliance Unit প্রধানের কার্যাবলী	৩০
৪.৫	বিক্রয় প্রতিনিধি (Selling Agent) এর কার্যাবলী	৩০-৩১
৪.৬	ইউনিট সার্টিফিকেট বিক্রয় কার্যের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার কার্যাবলী	৩১
পঞ্চম অধ্যায় : Know Your Client (KYC) নীতি ও পদ্ধতিসমূহ		
৫.১	গ্রাহক অনুমোদন নীতি (Client Acceptance Policy)	৩২
৫.২	গ্রাহক চিহ্নিতকরণ	৩৩-৩৪
৫.৩	একক গ্রাহক	৩৪-৩৫
৫.৪	কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সত্ত্বাসমূহ	৩৫-৩৬
৫.৫	অংশীদারি এবং একত্রীভূত নয় এমন ব্যবসাসমূহ	৩৭
৫.৬	হিসাব পরিচালনায় পাওয়ার অব এটর্নী/নমিনী/অনুমোদিত প্রতিনিধি নির্বাচন	৩৭
৫.৭	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখের পূর্বে খোলা হিসাবসমূহের ক্ষেত্রে করণীয়	৩৭-৩৮
৫.৮	সুবিধাভোগী মালিক Beneficiary Owner (BO)-দের পরিচিতি সনাক্তকরণ এবং যাচাইকরণ	৩৮
৫.৯	তথ্যাদি ও দলিলাদির নির্ভরযোগ্যতা	৩৯
৫.১০	পরোক্ষ যাচাইকরণ	৩৯
৫.১১	গ্রাহকের পরিচিতি সনাক্তকরণের সরল প্রক্রিয়া/বা Simplified Client Due Diligence	৩৯
৫.১২	PEPs সনাক্তকরণ এবং এদের সাথে ব্যবসা পরিচালন	৪০
৫.১৩	অন্যান্য উচ্চমাত্রার ঝুঁকিসমূহ এবং বর্ধিত ডিউ ডিলিজেন্স বা Enhanced Due Diligence পদ্ধতি	৪১
৫.১৪	জাতিসংঘের এবং স্থানীয় সিদ্ধান্তসমূহ পরিপালন করা	৪১
৫.১৫	যথাযথ গ্রাহক পরিচিতি সনাক্তকরণ বা CDD নিরূপণে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব	৪১-৪২
৫.১৬	পুনর্বিবেচনা এবং আধুনিকায়নকরণ	৪২
ষষ্ঠ অধ্যায় : লেনদেন পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ		
৬.১	সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন বা সন্দেহজনক কার্যক্রম প্রতিবেদন বলতে কি বুঝায়?	৪৩
৬.২	STR/SAR এর আলোকে অবশ্য পরিপালনীয়	৪৪
৬.৩	STR/SAR এর গুরুত্ব	৪৪
৬.৪	কিভাবে সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিতকরণ করা যায়	৪৪-৪৫
৬.৫	লেনদেন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি	৪৫
৬.৬	সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম প্রতিবেদন প্রক্রিয়া	৪৫-৪৬
৬.৭	প্রতিবেদন প্রণয়নে "নিরাপদ নোঙর" প্রক্রিয়া অনুসরণ	৪৭
৬.৮	তথ্য প্রকাশের "হুঁশিয়ারিমূলক" ধারা	৪৮
৬.৯	সন্দেহজনক নির্দেশকসমূহ	৪৮-৫০
সপ্তম অধ্যায় : আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর জন্য অন্যান্য আবশ্যকসমূহ		
৭.১	প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা	৫১
৭.২	নিয়োগ প্রক্রিয়া	৫১
৭.৩	তথ্য সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা	৫২
	৭.৩.১ STR এবং তদন্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংরক্ষণ	৫২
৭.৪	আত্ম-মূল্যায়ন এবং স্বতন্ত্র যাচাইকরণ প্রক্রিয়া	৫৩
৭.৫	তদন্ত প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করা	৫৩
৭.৬	পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী স্কীম প্রণয়ন	৫৩-৫৫

অ্যানেক্সার ১-৫

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

List of Abbreviations

সংক্ষিপ্ত বাংলারূপ	সংক্ষিপ্ত ইংরেজীরূপ	বিস্তারিত ইংরেজীরূপ
এমএল/টিএফ	ML/TF	Money Laundering/Terrorist Financing
এএমএল/সিএফটি	AML/CFT	Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism
বিএফআইইউ	BFIU	Bangladesh Financial Intelligence Unit
এপিজি	APG	Asia Pacific Group on Money Laundering
এটিএ	ATA	Anti Terrorism Act
এটিও	ATO	Anti Terrorism Ordinance
বিবি	BB	Bangladesh Bank
বিডিটি	BDT	Bangladesh Taka
সিএমআই	CMI	Capital Market Intermediaries
সিডিডি	CDD	Client Due Diligence
সিটিসি	CTC	Counter Terrorism Committee
এফএটিএফ	FATF	Financial Action Task Force
এফসিবিএস	FCBs	Foreign Commercial Banks
এফআইউ	FIU	Financial Intelligence Unit
জিওবি	GoB	Government of Bangladesh
আইসিআরজি	ICRG	International Cooperation Review Group
কেওয়াইসি	KYC	Know Your Client
এমএলপিএ	MLPA	Money Laundering Prevention Act
এমএলপিও	MLPO	Money Laundering Prevention Ordinance
এনসিসি	NCC	National Coordination Committee on AML/CFT
এনসিসিটি	NCCT	Non-cooperating Countries and Territories
এসটিআর	STR	Suspicious Transaction Report
এসএআর	SAR	Suspicious Activity Report
ইউএনসিএসি	UNCAC	United Nations Convention Against Corruption
ইউএনওডিসি	UNODC	UN Office on Drugs and Crime
ইউএনএসসিআর	UNSCR	United Nations Security Council Resolution
এফএসআরবি	FSRB	Financial Services Reform Bill

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা

Clients Due Diligence	একটা CMI প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক অনুমোদন/ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন সিদ্ধান্তের ভাল-মন্দ দিক সম্পর্কে নিশ্চয়তামূলক ধারণা দেয়ার প্রয়াসে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণকে গ্রাহক ডিউ ডিলিজেন্স (Clients Due Diligence) বলা হয়। ডিউ ডিলিজেন্স প্রদানের মাধ্যমে 'প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সবধরণের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে' এবং 'আপনার স্বার্থসমূহ সুরক্ষা করা হয়েছে' মর্মে নিশ্চতা প্রদান করা হয়ে থাকে।
Proliferation financing	Proliferation financing বলতে নিউক্লিয়ার, রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্রে অর্থায়ন-কে বোঝানো হয়।
Insider Trading and Market Manipulation	পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির পরিচালক/দায়িত্বশীল পদে আসীন থেকে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির মূল্য সংবেদনশীল তথ্য সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রকাশের আগে আগাম জেনে শেয়ার লেন-দেন এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাজারের সুবিধা গ্রহণ এবং পরবর্তীতে নিজের সুবিধার্থে বাজারকে কৃত্রিমভাবে উঠানো বা নামানোর মাধ্যমে মূল্য-পার্থক্য সৃষ্টির মাধ্যমে বাজার থেকে অস্বাভাবিক মুনাফা তুলে নেওয়াকে Insider Trading and Market Manipulation বলা হয়।
Predicate Offences	Predicate Offences বলতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়নের অন্তর্নিহিত অপরাধসমূহকে বোঝায়। পূর্বে Predicate Offences বলতে মাদক সংক্রান্ত অপরাধকে বিবেচনা করা হত। এখন মাদক সংক্রান্ত অপরাধকে প্রাথমিক Predicate Offences হিসেবে বিবেচনা করে গুরুতর সব ধরণের অপরাধকে Predicate Offences অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
PEPs (Politically Exposed Persons)	PEPs হলো সেই ব্যক্তিবর্গ যারা অন্য একটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত, যেমনঃ রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান, উর্ধ্বতন রাজনীতিবিদ, উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, বিচারক বা সেনাকর্তৃপক্ষ, রাষ্ট্রায়ত্ব কর্পোরেশনের উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ PEPs এর আওতায় পড়েন। মধ্যম বা নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ PEPs এর সংজ্ঞার মধ্যে পড়েন না, তবে PEPs দের পারিবারিক সদস্য এবং/অথবা ঘনিষ্টজনেরা PEP'র আওতাভুক্ত। এছাড়া PEP শুধুমাত্র একজন গ্রাহক নয়, কোন একজন PEP'র হিসাবের সুবিধাভোগীও হতে পারেন।
Legacy Accounts	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী CMI সমূহ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে প্রতিবেদন প্রদানকারী সংস্থা (Reporting Agencies) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুতরাং, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখের পূর্বে স্থাপিত ব্যবসায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে AML/CFT সংক্রান্ত আইন এবং KYC সহ বিভিন্ন আবশ্যকীয় করণীয়সমূহ প্রয়োগ করা হয়নি বলে অনুমিত হয়। কাজেই, যৌক্তিক ধারণা হ'ল, উক্ত তারিখের পূর্বে CMI প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সকল গ্রাহকের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল তাদের পরিচিতি সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে অত্র নির্দেশিকার অনুরূপ যথেষ্ট/সন্তোষজনক দালিলিক প্রমাণাদি সংরক্ষণ করা হয়নি। এ ধরণের পরিস্থিতিতে, বিদ্যমান ব্যবসায়িক সম্পর্কের বিপরীতে হালনাগাদ দালিলিক প্রমাণাদির অপ্রতুলতা CMI প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ঝুঁকি (Operational Risk) এবং অন্যান্য ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে। কাজেই ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখের পূর্বে ব্যবসায়িক সম্পর্ক শুরু করেছে এমন গ্রাহকদের পরিচালিত হিসাবকে অত্র নির্দেশিকায় "লিগ্যাসি হিসাব" হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। লিগ্যাসি হিসাবসংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের পরিচিতি সনাক্তকরণের সহায়ক দালিলিক প্রমাণাদির ক্ষেত্রে বর্তমান KYC প্রক্রিয়ার কোনরূপ অপর্যাপ্ততা রয়েছে কি-না তা CMI প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই পর্যালোচনা/যাচাই/পুনর্বিবেচনা করতে হবে। এই পর্যালোচনা/যাচাই/পুণর্বিবেচনা অবশ্যই ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখের পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা

UNSCR 1267 and its successors	জাতিসংঘ চার্টারের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিরূদ্ধে হুমকিস্বরূপ বিধ্বংসী অস্ত্র (নিউক্লিয়ার, রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্র) ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, দমন এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভায় সদস্য সকল দেশের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ UNSCR 1267 and its Successors হিসেবে পরিচিত।
ফ্রন্ট কোম্পানি	যে সব কোম্পানির নেপথ্যে অপরাধীরা থাকে।
শেল কোম্পানি	'শেল কোম্পানি' বলতে নাম-সর্বস্ব Non-Publicly Traded আইনানুগ কোম্পানি অথবা Limited Liability Company কে বোঝানো হয়, যার কোন বাস্তব অস্তিত্ব বা নিজস্ব কোন ব্যবসা নেই এবং যেটা কোন স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক মূল্য বহন করে না। এইসব কোম্পানি সাধারণত এমনভাবে সাজানো হয় যাতে এগুলোর মালিকানা এবং লেন-দেন সংক্রান্ত তথ্য সহজে গোপন রাখা যায়। এ কারণে শেল কোম্পানিসমূহের লেন-দেন ML/TF এর সংশয়াপন্ন (vulnerable) হিসেবে বিবেচিত হয়।
বিক্রয় প্রতিনিধি(Selling Agent)	অর্থ কমিশনের নির্দেশনা পরিপালন স্বাপেক্ষ, সংশ্লিষ্ট সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ইন্সুরেন্স কোম্পানি, মার্চেন্ট ব্যাংকার, স্টক-ব্রোকার) অথবা ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (Institute of Capital Market) হইতে নির্দিষ্ট কোর্সের সার্টিফিকেটধারী হইবেন;

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

প্রথম অধ্যায়

মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নের মৌলিক ধারণাসমূহ

১.১ ভূমিকা

মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ, অপরাধ চিহ্নিতকরণ এবং চিহ্নিত অপরাধের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন-কে বিশ্ববাসীর নিকট একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য ইস্যু হিসেবে তুলে ধরেছে। নিত্য নতুন জটিল ও সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে এই দুই অপরাধের ক্রমবিকাশ এসব ইস্যুকে আরও জটিল করে তুলেছে।

মানিলন্ডারিং এর সাথে জড়িত কৌশলসমূহের মধ্যে বহুবিধ আর্থিক লেনদেন (Multiple Financial Transactions), বিভিন্ন আর্থিক হাতিয়ার ও মূল্যবাহী সম্পদের ব্যবহার (Use of different financial instruments and other kinds of value-storing assets) অন্যতম। এছাড়া এর সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, হিসাবরক্ষণ কাজে নিয়োজিত ও আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ প্রদানকারিগণ, শেল কর্পোরেশনসমূহ এবং রেমিট্যান্স ও বিভিন্ন ওয়েব নির্ভর পদ্ধতিতে দেশ-বিদেশে অর্থ স্থানান্তরের সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্যতম।

পক্ষান্তরে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে সন্ত্রাসীমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বা এরূপ কাজে উৎসাহ বা সহায়তা প্রদান সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন এর ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যাহোক, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতীয় প্রেক্ষাপট ও উপলক্ষ্যসমূহের উপর ভিত্তি করে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীমূলক কর্মকান্ডকে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে। কেননা সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণের মাধ্যমে যে কোন অপরাধমূলক কর্মকান্ড প্রতিরোধ করাটা সহজ হয়।

অবশ্য অবৈধ অর্থের উৎস আড়াল করা এবং ছদ্মনামে বা বেনামে সেগুলো পরিচালনা করা এই দু'টি বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নের আর্থিক লেনদেন কখনো কখনো অভিন্ন মনে হয়।

মানিলন্ডারিংকারীগণ বৈধ চ্যানেলে অবৈধ অর্থ প্রাথমিক লেনদেন এ অংশগ্রহণ বা প্রবেশের চেষ্টা করে। অন্যদিকে সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নকারীগণ বৈধ বা অবৈধ অর্থ এমনভাবে স্থানান্তরের চেষ্টা করে যেন সেগুলোর উৎস ও চূড়ান্ত ব্যবহার গোপন থাকে। তবে, উভয় ক্ষেত্রেই প্রাপ্তিটা সমান-আর সেটা হচ্ছে Reward বা পুরস্কার। অর্থ যখন লন্ডারিং করা হয় তখন এরূপ কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত অপরাধী/অসৎ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আর্থিকভাবে লাভবান হয়। অবৈধভাবে অর্জিত অর্থের উৎস আড়াল/আবৃত করে রাখার মাধ্যমে পুরস্কৃত হয় এবং পরবর্তীতে আড়ালকৃত সেই অর্থ ছদ্মনামে বা বেনামে পরিচালনার মাধ্যমে প্রকারান্তরে বৈধ হিসেবে প্রদর্শন করে এবং ভোগ বিলাসে ব্যয় করে। একইভাবে সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাদের উৎস আড়াল/আবৃত করে রাখা অর্থ সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীমূলক কর্মকান্ডে ব্যবহার করার মাধ্যমে অবৈধ অভিলাষ চরিত্রার্থের মাধ্যমে পুরস্কৃত হয়।

১.২ মানিলন্ডারিং কার্যক্রমের ইতিহাস

দিনে দিনে ক্রমেই উদ্বেগের বিষয়বস্তু হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠা মানিলন্ডারিং কিংবা সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্ত র্জাতিক সমাজ শুরু থেকেই নানাবিধ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। এই অধ্যায়ে মানিলন্ডারিং কিংবা সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ভূমিকা পালনকারী উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং তাদের সম্পাদিত নির্দেশিকাসমূহ সংক্ষেপে আলোকপাত করা হবে।

১.২.১ জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

জাতিসংঘ হচ্ছে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধকারী সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে জাতিসংঘ একটি সক্রিয় কর্মসূচি পরিচালনা করে যার প্রধান কার্যালয় অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অবস্থিত এবং যা UN Office on Drugs and Crime (UNODC) এর একটি অংশ হিসেবে কাজ করে। ১৯৮৮ সালে ভিয়েনা কনভেনশন এবং ২০০০ সালে পালের্মো কনভেনশন প্রবর্তনের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের সদস্য সকল দেশের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। এছাড়াও জাতিসংঘ চার্টারের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে হুমকি প্রতিরোধে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভায় সদস্য সকল দেশের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে (UNSCR 1267 and its successors, 1373 and the resolutions related to the prevention, suppression and disruption of proliferation of weapons for mass destructions).

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

১.২.২ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স (এফএটিএফ)

১৯৮৯ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত জি-৭ রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে বিশ্বে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নির্দেশিকা প্রণয়নকারী সত্ত্বা হিসেবে **Financial Action Task Force (FATF)** গঠিত হয়। **FATF** মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে প্রাথমিকভাবে নিম্নোক্ত ০৩ (তিন) টি কার্য সম্পাদন করে ঃ

- AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের (প্রত্যক্ষভাবে এবং আঞ্চলিক সংঘের মাধ্যমে) অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা;
- লন্ডারিং প্রবণতা (Trends), কৌশলসমূহ (Techniques) পর্যালোচনান্তে প্রতিরোধ নির্দেশিকা এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- FATF প্রণীত ও স্বীকৃত AML/CFT প্রতিরোধ নির্দেশিকাসমূহ বিশ্বব্যাপি প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন করা।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে একটি সমন্বিত কাঠামো তৈরীর লক্ষ্যে FATF এর উদ্যোগে ১৯৯০ সালে প্রাথমিকভাবে কিছু সুপারিশমালা প্রণয়ন করে বিশ্বব্যাপি প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৬, ২০০৩ এবং সর্বশেষ ২০১২ সালে যুগোপযোগী মানোন্নয়নপূর্বক এগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়। উল্লেখ্য, ২০১২ সালে সংশোধিত সুপারিশমালায় Proliferation Financing (নিউক্লিয়ার, রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্রে অর্থায়ন) কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, একটি অঞ্চলের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে একটি রাষ্ট্র AML/CFT প্রতিরোধে অনেক সময় অর্থ ব্যয় করেও উল্লেখযোগ্য কোন সফলতা অর্জন করতে পারবে না যদি সদস্য রাষ্ট্রসমূহ অপরাধীদের অভয়ারণ্য হয়। সে জন্য FATF এর সুপারিশমালা বাস্তবায়নে FATF ও FSRB এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের উপরে বাধ্যবাধকতা ও কড়াকড়ি আরোপের জন্য FATF এর উদ্যোগে International Co-operation Review Group (ICRG) নামে একটি প্রক্রিয়া ডিজাইন করা হয়। ICRG প্রক্রিয়া মূলত ০২ (দুই) টি কার্য সম্পাদন করে ঃ

- কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কোন হুমকি বা ঝুঁকির উপর আলোকপাত করা এবং প্রয়োজনবোধে FATF এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সভায় উক্ত হুমকি বা ঝুঁকিকে উন্মুক্তভাবে চিহ্নিত করা।
- FATF এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সভায় স্বীকৃত উক্ত হুমকি বা ঝুঁকি প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১.২.৩ এগমন্ট গ্রুপ অব ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটস্

১৯৯৫ সালে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস্ কয়েকটি দেশের সরকারি আর্থিক ইউনিট মিলে এগমন্ট গ্রুপ অব ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটস্ নামে একটি ফোরাম গঠন করে। মূলত এই ফোরামের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের মধ্যে আর্থিক তথ্য ও উপাত্তসমূহ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা আদান-প্রদানের মাধ্যমে এসব দেশের জাতীয় পর্যায়ে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে একটি সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রসারিত করা। ২০০৪ সালে এগমন্ট গ্রুপ এর ইন্টেলিজেন্স কার্যক্রমে সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশ এগমন্ট গ্রুপ এর সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করেছে।

১.২.৪ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ (এপিজি)

১৯৯৭ সালে থাইল্যান্ড এর ব্যাংকক এ ৪০টি রাষ্ট্র মিলে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ (এপিজি) নামে একটি স্বায়ত্বশাসিত ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করে। ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্ব ব্যাংক, অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট, ইউনাইটেড নেশনস্ অফিস অন ড্রাগস এন্ড ক্রাইম, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং এগমন্ট গ্রুপ অব ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটস্ এপিজি-কে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকে। এপিজি মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে এফএটিএফ প্রণীত ৪০টি নির্দেশিকা বাস্ত বায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এছাড়া, এপিজি সন্দেহজনক লেনদেন তদন্ত ও এতদ্সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে দেশসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

১.২.৫ ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব সিকিউরিটিজ কমিশনারস্ (আইওএসসিও)

বিশ্বের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে ১৯৮৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব সিকিউরিটিজ কমিশনারস্ (আইওএসসিও) গঠিত হয়। মূলত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সিকিউরিটিজ লেনদেন সংক্রান্ত আইন, বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন প্রণয়ন ও কমপ্লায়েন্স কার্যক্রম সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এটি গঠন করা হয়। আইওএসসিও এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৭৮ (সাধারণ সদস্য দেশ- ১০৫ টি, সহযোগী দেশ-১১ টি এবং অধিভুক্ত দেশ-৬২ টি)। আইওএসসিও ১৯৯২ সালে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে কিছু সুপারিশমালা অনুমোদন করে।

১.২.৬ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভার ১২৬৭, ১৩৭৩, ১৫৪০, ১৭১৮, ১৭৩৭ নং ও পরবর্তী সিদ্ধান্তসমূহ

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক ১৫ অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে "Sanctions Committee" (যা বর্তমানে ১২৬৭ কমিটি নামে পরিচিত) এর মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের তালেবান ও আলকায়েদা এবং তাদের পরিচালিত অন্যান্য সংগঠনের মালিকানাধীণ সম্পদসমূহ বাজেয়াপ্তকরণের নির্দেশ প্রদান করে। পরবর্তীতে ১১ সেপ্টম্বর, ২০০১ তারিখে আল-কায়েদা যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করার জন্য ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০১ তারিখে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১৩৭৩ নং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তক্রমে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক কনভেনশনসমূহ তাদের দেশীয় আইনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জাতিসংঘের সদস্য সকল রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানানো হয়। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১৫৪০, ১৭১৮ ও ১৭৩৭ নং সিদ্ধান্তে Proliferation Financing (নিউক্লিয়ার, রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্রে অর্থায়ন) প্রতিরোধকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস প্রতিহত করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে সন্ত্রাসীদের সকল অর্থ অনতিবিলম্বে বাজেয়াপ্ত করার এবং সন্ত্রাসীদের অনুসারীগণ বা তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ যেন উক্ত সম্পত্তির সুবিধাভোগী হতে না পারে সেটা নিশ্চিতকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১.২.৭ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশের অর্থনীতিই আজ দোদূল্যমান অবস্থায় বিরাজমান। যার অন্তরালে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকলেও মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন ইতোপূর্বেই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে বর্তমান বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। যার ফলে বিশ্ব অর্থনীতিকে স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বর্তমান উন্নত বিশ্ব মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরনের নীতিমালা প্রণয়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সময় সময় যুগোপযোগী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকার সর্বপ্রথম ২০০২ সালে জাতীয় সংসদে একটি আইন (২০০২ সালের ০৭ নং আইন) পাশ করেন, যা 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০০২' নামে পরিচিত এবং ০৭ এপ্রিল, ২০০২ তারিখে প্রকাশিত গেজেট নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে ৩০ এপ্রিল, ২০০২ তারিখ হতে কার্যকর হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে কতিপয় সংশোধনীসহ 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০০৯' প্রণয়ন করা হয়, যা ৩০ জুন, ২০১০ তারিখে প্রকাশিত গেজেট নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে ১৫ এপ্রিল, ২০০৮ তারিখ হতে কার্যকর বলে গণ্য হয়। পরবর্তীতে 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০০৯' বাতিল করে Capital Market Intermediaries (CMI) বা পুঁজিবাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই আইনের আওতাভুক্ত করে কতিপয় সংশোধনীসহ 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২' প্রণয়ন করা হয়।

পক্ষান্তরে, সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার ইতোপূর্বে জাতীয় সংসদে একটি আইন (২০০৯ সালের ১৬ নং আইন) পাশ করেছেন, যা 'সন্ত্রাস বিরোধী আইন-২০০৯' নামে পরিচিত এবং এই আইনটি ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখে প্রকাশিত গেজেট নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে ১১ জুন, ২০০৮ তারিখ হতে কার্যকর হয়। পরবর্তীতে 'সন্ত্রাস বিরোধী আইন-২০০৯'-এ কতিপয় সংশোধনী এনে 'সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন-২০১২' প্রণয়ন করা হয়, যা ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তারিখে প্রকাশিত গেজেট নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে কার্যকর হয়।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

১.৩ মানিলন্ডারিং কি

নানাভাবে মানিলন্ডারিং কে সংজ্ঞায়িত করা যায়। তবে মানিলন্ডারিং এর মৌলিক সংজ্ঞা হচ্ছে এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অপরাধমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের উৎস আড়াল করা/লুকানো বা নিরীক্ষা সূত্র মুছে ফেলার অভিপ্রায়ে উক্ত অর্থ বেনামিকরণ করা বা ছদ্মপরিচয়ে এর মালিকানা ধারণ করা। The US Customs Service (Department of the treasury) এর মতে "মানিলন্ডারিং এমন একটি পদ্ধতি যা অর্থের প্রকৃত উৎস, হস্তান্তর, স্থানান্তর ও মালিকানা গোপন ও ছদ্মাবরণে রাখার উদ্দেশ্যে যৌক্তিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য অপরাধ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ যা বৈধ তহবিলের সাথে নীত, স্থানান্তরিত, রূপান্তরিত বা একীভূত।" Europian Union মানিলন্ডারিং এর সংজ্ঞা-"সম্পত্তির অবৈধ উৎস গোপন ও ছদ্মাবরণে রাখার অথবা এ ধরণের অপরাধ সংঘটনে জড়িত কোন ব্যক্তিকে তার কাজের জন্য আইনের হাত থেকে কৌশলে রক্ষার উদ্দেশ্যে ভয়ানক/গুরুতর অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের রূপান্তর বা স্থানান্তর। এ ক্ষেত্রে সহায় সম্পদের প্রকৃতি, উৎস হস্তান্তর ও অধিকার বা মালিকানা গোপন ও ছদ্মাবরণে থাকে।" Interpole General Secretariat Assemble (1995) মানিলন্ডারিং এর সংজ্ঞা-"অবৈধ পন্থায় অর্জিত অর্থের পরিচিতি/অবস্থান গোপন বা ছদ্মাবরণ করার প্রচেষ্টা যাতে মনে হয় বৈধ উৎস থেকে অর্থ অর্জিত হয়েছে।" UK Joint Money Laundering Sterling Group এর মতে মানিলন্ডারিং এর সংজ্ঞা "বিচার, সাজা, বাজেয়াপ্তকরণের হাত থেকে রেহাই পেতে অপরাধমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের প্রকৃত উৎস ও মালিকানা গোপন/ছদ্মাবরণে রাখার অশুভ প্রচেষ্টার একটি পদ্ধতি"। US Law অনুযায়ী মানিলন্ডারিং এর সংজ্ঞা-"যে কোন একটি লেনদেন অথবা ধারাবাহিক লেনদেনের সংশ্লিষ্টতা যা একজন অপরাধীকে তার অবৈধ কার্যক্রম থেকে অর্জিত অর্থের সংরক্ষণ, গোপন বা হস্তান্তর করতে সাহায্য করে।" মানিলন্ডারিং এর অপর একটি সংজ্ঞা " নোংরা (অবৈধ) বা কালো টাকাকে পরিচ্ছন্ন সাদা টাকায় রূপান্তর করা"। অতএব, সার্বিকভাবে মানিলন্ডারিং হলো অপরাধমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের উৎসকে গোপন করার প্রক্রিয়া বা কৌশল। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ অনুযায়ী বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং এর সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ

'মানিলন্ডারিং'

ক) নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অপরাধের সাথে সম্পৃত্ত সম্পত্তিজ্ঞাতসারে স্থানান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তর ঃ

১) অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ গোপন বা ছদ্মাবৃত্ত করা; অথবা
২) সম্পৃক্ত অপরাধ সংগঠনে জড়িত কোন ব্যক্তিকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে সহায়তা করা।

খ) বৈধ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিদেশে পাচার করা;

গ) জ্ঞাতসারে অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করিবার উদ্দেশ্যে উহার হস্তান্তর, বিদেশে প্রেরণ বা বিদেশ হইতে বাংলাদেশে প্রেরণ বা আনয়ন করা;

ঘ) কোন আর্থিক লেনদেন এইরূপভাবে সম্পন্ন করা বা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা যাহাতে এই আইনের অধীণ উহা রিপোর্ট করিবার প্রয়োজন হইবে না;

ঙ) সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করা বা সহায়তা করিবার অভিপ্রায়ে কোন বৈধ বা অবৈধ সম্পত্তির রূপান্তর বা স্থানান্তর বা হস্তান্তর করা;

চ) সম্পৃক্ত অপরাধ হইতে অর্জিত জানা সত্ত্বেও এই ধরণের সম্পত্তি গ্রহণ, দখলে নেওয়া বা ভোগ করা;

ছ) এইরূপ কোন কার্য করা যাহার দ্বারা অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করা হয়;

জ) উপরে বর্ণিত যে কোন অপরাধ সংঘটনে অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ত থাকা, অপরাধ সংঘটনে ষড়যন্ত্র করা, সংঘটনের প্রচেষ্টা অথবা সহায়তা করা, প্ররোচিত করা বা পরামর্শ প্রদান করা।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

১.৪ সন্ত্রাসী অর্থায়ন কি

যে কোন ধরণের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে আর্থিক সহায়তা প্রদান অথবা এরূপ কাজে উৎসাহ প্রদানকারী, পরিকল্পনা প্রণয়নকারী বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পৃক্ততা রয়েছে এমন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান সন্ত্রাসী অর্থায়ন বোঝায়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশকৃত সন্ত্রাস প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন-২০১২ অনুযায়ী বাংলাদেশে সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধ এর সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ

ক) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বা জ্ঞাতসারে অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বাকে অর্থ, সেবা, বস্তুগত সহায়তা (Material Support), বা অন্য কোন সম্পত্তি সরবরাহ করেন বা সরবরাহের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যাহাতে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্ত্বা বা গোষ্ঠী বা সংগঠন কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি বা উক্ত সত্ত্বা সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন;

খ) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বা জ্ঞাতসারে অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বার নিকট হইতে অর্থ, সেবা, বস্তুগত সহায়তা (Material Support), বা অন্য কোন সম্পত্তি গ্রহণ করেন যাহাতে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্ত্বা বা গোষ্ঠী বা সংগঠন কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি বা উক্ত সত্ত্বা সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন;

গ) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বা জ্ঞাতসারে অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বার জন্য অর্থ, সেবা, বস্তুগত সহায়তা (Material Support), বা অন্য কোন সম্পত্তির ব্যবস্থা করেন যাহাতে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্ত্বা বা গোষ্ঠী বা সংগঠন কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি বা উক্ত সত্ত্বা সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন;

ঘ) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বা জ্ঞাতসারে অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বাকে অর্থ, সেবা, বস্তুগত সহায়তা (Material Support), বা অন্য কোন সম্পত্তি সরবরাহ বা গ্রহণ বা ব্যবস্থা করিবার ক্ষেত্রে এমনভাবে প্ররোচিত করেন যাহাতে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্ত্বা বা গোষ্ঠী বা সংগঠন কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি বা উক্ত সত্ত্বা সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন;

ঙ) উপ-ধারা (ক) হইতে (ঘ) এ বর্ণিত অপরাধে কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি অনধিক বিশ বৎসর ও অন্যূন চার বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমাণ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, সেই পরিমাণ অর্থদন্ডও উক্ত ব্যাক্তিকে আরোপ করা যাইবে;

চ) (১) উপ-ধারা (ক) হইতে (ঘ) এ বর্ণিত অপরাধে কোন সত্ত্বা দোষী সাব্যস্ত হইলে ধারা ১৮ এর বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির তিনগুণ মূল্যের সমপরিমাণ বা ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, সেই পরিমাণ অর্থদন্ডও আরোপ করা যাইবে; এবং

(২) উক্ত সত্ত্বার প্রধান, তাহাকে চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে ডাকা হউক না কেন, তিনি অনধিক বিশ বৎসর ও অন্যূন চার বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমাণ বা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, সেই পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

১.৫ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন এর মধ্যে যোগসূত্র ঃ

মানিলন্ডারিং কিংবা সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন উভয় ক্ষেত্রেই টাকার উৎস ও ব্যবহার গোপন করার কৌশল অবলম্বন করা হয়। মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন বৈধ বা অবৈধ যে কোনভাবে হতে পারে। বৈধ উৎস হতে অর্জিত তহবিল হিসেবে মূলত সন্ত্রাসীরা উপহার অথবা অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত নগদ অর্থ অথবা সম্পদকে ব্যবহার করে। তবে বৈধ বা অবৈধ যেভাবেই তহবিল অর্জিত হোক না কেন সন্ত্রাসীকার্যে ব্যবহারের লক্ষ্যে এর উৎস গোপন রাখার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা উৎস গোপন করা সম্ভব হলে সেটি পুনঃপুনঃ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায়। ফলে ঝুঁকির মাত্রা বহুগুণে বেড়ে যায়। অন্যদিকে, সন্ত্রাসীপক্ষ তহবিলের উৎস গোপন রাখে যেন তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড রাষ্ট্রপক্ষের নজর এড়িয়ে যায় এবং তারা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে।

১.৬ মানিলন্ডারিং-এ জড়িত হওয়ার তিনটি প্রধান কারণ ও পর্যায়ঃ

প্রথমত ঃ অর্থ এমন একটি জীবনী শক্তি যার বিনিময়ে যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যয় নির্বাহ এবং কার্যকরী মূলধন পুনর্ভরণসহ অবৈধ স্বার্থোদ্ধার শেষে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রয়াসে এবং অবৈধ কার্যক্রমের ভবিষ্যত স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে অসাধু/অসৎ কর্মকর্তাদের সেবা ক্রয় এবং চাকচিক্যময় বিলাসী জীবনযাপনের খরচ যোগান দেয়া হয়। বর্ণিত প্রক্রিয়ায় অর্থ খরচের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়ে অপরাধীগণ আইনগত বৈধতা অর্জনের চেষ্টা করে।

দ্বিতীয়ত ঃ অবৈধভাবে অর্থ ও সম্পদের উৎস অপরাধীদের অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সাক্ষ্য বহন করে। অবৈধ অর্থ ও সম্পদের কারণে ভবিষ্যতে কোনরূপ বিচারের সম্মুখীন হতে হবে না এমন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য অপরাধীরা তাদের সম্পদের উৎস আড়াল করে অথবা বিকল্প হিসেবে সম্পদের ছদ্ম মালিকানা ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে।

তৃতীয়ত ঃ অপরাধমূলক কার্যক্রম থেকে অর্জিত আয়/পরিসম্পদ অনেক ক্ষেত্রে তদন্ত ও বাজেয়াপ্তকরণের সম্ভাবনা থাকে। অবৈধ আয়কে সন্দেহ ও বাজেয়াপ্তকরণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অপরাধীরা তাদের প্রকৃত আয়কে গোপন করে প্রকারান্তরে আইনসিদ্ধ করে।

১.৭ সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন এর কারণ

মূলত একটি উগ্রপন্থী দলকে তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত করা বা এর ব্যাপ্তি বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদানই সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন বা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়নের কারণ। আর্থিক সহায়তা অথবা এরূপ প্রচেষ্টায় সম্পৃক্ততা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হতে পারে এবং সহায়তাকৃত অর্থ রাষ্ট্র পক্ষের অগোচরে অল্প অল্প করে কয়েক দফায় প্রদান করা হতে পারে।

১.৮ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করা হয় কেন

১.৮.১ মানিলন্ডারিং অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা ও সামাজিক কর্মকান্ডে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে। মানিলন্ডারিং এমন একটি প্রক্রিয়া যা অপরাধকে সম্পত্তির মূল্যমান সম্পন্ন করে তোলে। এটি মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, সন্ত্রাসী, অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ী, অসৎ সরকারি কর্মকর্তা এবং অন্যান্যদের অবৈধ কার্যকলাপ পরিচালনায় সহায়তা করে অথবা এরূপ অপরাধের বিস্তারকে উৎসাহিত করে। এর ফলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে সরকারের ব্যয় (উদাহরণস্বরূপঃ মাদকাসক্ত রোগ নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন) অনেকখানি বেড়ে যায়। বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তিগত বিকাশের কারণে মানিলন্ডারিং অপরাধের আওতা বিশ্বব্যাপি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অপরাধের নানামুখি ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

১.৮.২ মানিলন্ডারিং এর ফলে সরকারের রাজস্ব আয় হ্রাস পায়, যা পরোক্ষভাবে সৎ করদাতাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে। কর ফাঁকি দেওয়া অবৈধ অর্থ যদি আইনগত বৈধতা অর্জন করে তবে আদায়যোগ্য করের কার্যকর হার বৃদ্ধি পায়। এছাড়া দুর্নীতির কারণে সরকারের বর্ধিত ব্যয়ভার মেটানোর জন্য করদাতাদের বেশী পরিমাণে কর দিতে হয়। আবার যারা কর ফাঁকি দেয় তাদের কারণে আমরা যারা কর প্রদান করে থাকি তাদের বেশী কর দিতে হয়। ফলে জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয়ও উর্ধ্বমুখে ধাবিত হয়।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

১.৮.৩ মানিলন্ডারিং সম্পদ ও পণ্যের প্রকৃত মূল্যের বিকৃতি ঘটিয়ে সম্পদের সুষম বন্টনকে বাধাগ্রস্ত করে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটা নড়বড়ে দায় এবং দুর্দশাপন্ন সম্পদ কাঠামো সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। এর ফলে একটি অস্থিতিশীল আর্থিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং সার্বিকভাবে সিস্টেমেটিক ঝুঁকি বা বাজার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি, প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যায় এবং বিনিয়োগকারীর আস্থাহীনতার কারণে আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়।

১.৮.৪ ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে মানিলন্ডারিং এর অন্যতম সর্বাধিক ক্ষতিকর প্রভাব প্রাইভেট সেক্টর এ অনুভূত হয়। কখনো কখনো মানিলন্ডারিংকারীরা ফ্রন্ট কোম্পানিকে (যে সব কোম্পানির নেপথ্যে অপরাধীরা থাকে) ব্যবহার করে, যার মাধ্যমে তারা অপরাধ হতে অর্জিত সম্পদ লুকানোর জন্য বৈধ ও অবৈধ উভয় তহবিলের সমন্বয় ঘটায়। এসব ফ্রন্ট কোম্পানিতে অঢেল অবৈধ তহবিল প্রবেশের সুযোগ থাকে, যার মাধ্যমে ফ্রন্ট কোম্পানিগুলো ভর্তুকি মূল্যে (বাজারমূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্যে) তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বাজারজাত করতে সক্ষম হয়। ফলে আইনানুগ বৈধ কোম্পানিগুলোর ব্যবসা কঠিন হয়ে পড়ে এবং প্রাইভেট সেক্টরের ব্যবসা অবশেষে দুস্কৃতকারীদের দখলে চলে যায়।

১.৮.৫ কেউই নিশ্চিত জানেনা যে বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থায় ঠিক কি পরিমাণ "Dirty" অর্থ রয়েছে, তবে পরিমাণটা নিঃসন্দেহে অনেক বড়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এর প্রাক্কলন অনুযায়ী বিশ্বে মানিলন্ডারিং এর পরিমাণ বিশ্ব জিডিপি'র ২ থেকে ৫ শতাংশ অথবা ন্যূনতম ৮০০ বিলিয়ন থেকে ১.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে পারে। কোন কোন দেশে লন্ডারিংকৃত অর্থের পরিমাণ তাদের বার্ষিক জাতীয় বাজেটকে অতিক্রম করে। ফলে এসব দেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বস্তুতপক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রমপুঞ্জিভূত লন্ডারিংকৃত অর্থ ও সম্পদ দেশীয় বাজার এমনকি অর্থনীতিকে পর্যন্ত কোনঠাসা করে ফেলে।

১.৮.৬ মানিলন্ডারিং এর আর্থ-সামাজিক ক্ষতিকর প্রভাবে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বাজার, সরকার এবং জনগণের পরিবর্তে দুস্কৃতকারীদের দখলে চলে যায়। এছাড়া মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে দুস্কৃতকারীদের দখলে যে পরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষমতা চলে যায়, সমাজের সর্বস্তরের প্রত্যেকটি উপাদানে তার অশুভ প্রভাব পড়ে।

১.৮.৭ দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনকে মানিলন্ডারিং এর চড়া মাশুল গুনতে হয়। কেননা দুর্নীতিকে আইনসঙ্গত করার জন্য লন্ডারিং এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থ জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলার জন্য ব্যবহার করা হতে পারে। কর্মকর্তা ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে ঘুষ/উৎকোচ লেনদেন সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে এবং সমাজের মানবিক মূল্যবোধ অন্তঃসারশূণ্য হয়ে পড়ে। ফলে সামষ্টিকভাবে নৈতিকতা হ্রাস পেয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রমেই আরো দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কাজেই বাধা না পেলে মানিলন্ডারিং এর অন্তর্নিহিত দুর্নীতি আরও উৎসাহ পাবে।

১.৮.৮ মানিলন্ডারিং এর কারণে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সব নিস্প্রভ হয়ে যাক আর দেশের সুনাম ক্ষুন্ন হয়ে যাক বিশ্বায়নের যুগে কোন জাতি এটা মেনে নেবে না। মানিলন্ডারিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আস্থা নষ্ট করে এবং মানিলন্ডারিং এর অন্ত র্নিহিত দুর্নীতি যেমন ঃ প্রতারণা, জাল টাকা, ভেজাল মেশানো, মাদক ব্যবসা, চোরাকারবার, অবৈধ অস্ত্র ব্যবসা, সন্ত্রাস ইত্যাদি যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুনাম এবং ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে। শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ নয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বার্থেই মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ প্রয়োজন। কেননা মানিলন্ডারিং এর দায়ে কলঙ্কিত হয়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সংবাদ মাধ্যমে পর্যন্ত দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঝুঁকি তো রয়েছেই, বাজারে তাদের সুনাম এমনকি দেশেরও সুনাম ক্ষুন্ন হয়। কলঙ্কিত একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে সেটা সংশোধন করা কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য হয়, অথচ Anti-Money Laundering (AML) control এর মাধ্যমে এটা সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।

১.৯ মানিলন্ডারিং এর ধাপ/পর্যায়সমূহ

১.৯.১ মানিলন্ডারিং এর নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নেই। মানিলন্ডারিং বিস্তারের পদ্ধতি হচ্ছে বিলাসসামগ্রী (যেমন ঃ বাড়ি, গাড়ি অথবা স্বর্ণালংকার ইত্যাদি) ক্রয় করে আবার বেশী দামে বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ওয়েব নির্ভর আন্তর্জাতিক আইনানুগ স্বীকৃত কোন ব্যবসার মাধ্যমে অথবা কোন শেল কোম্পানির মাধ্যমে (নাম-সর্বস্ব আইনানুগ কোম্পানি যার নিজস্ব কোন ব্যবসা নেই) পাচার করা। কিছু কিছু অপরাধ আছে (যেমন ঃ ঘুষ, চাঁদাবাজি, ডাকাতি এবং রাস্তাঘাটে মাদক ব্যবসা) যেগুলো সম্পূর্ণ নগদ অর্থের বিনিময়ে সম্পন্ন হয়। উক্ত নগদ অর্থ পরবর্তীতে কোন না কোনভাবে আর্থিক লেনদেন এ প্রবেশ করাতে হয় যেন এটি সহজে রূপান্তরযোগ্য, গুপ্তাবস্থায় সংরক্ষিত অথবা স্থানান্তরযোগ্য হতে পারে এমন একটি রূপ ধারণ করে। অপরাধীর উদ্ভাবনী কুশলতার উপর মানিলন্ডারিং এর পদ্ধতি নির্ভরশীল এবং দিন দিন এসব পদ্ধতি ক্রমশ অত্যাধুনিক, জটিল ও সুক্ষ্ম হয়ে উঠছে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

১.৯.২ মানিলন্ডারিং একটা মাত্র ধাপে সংঘটিত হয় না, বরং নিম্নোক্ত মৌলিক তিনটি ধাপে আর্থিক ব্যবস্থায় অসংখ্য লেনদেন সংঘটনের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং করা হয় ঃ

১। Placement ঃ অবৈধ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ প্রাথমিক লেনদেন এ অন্তর্ভুক্ত করা বা আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করানো।

২। Layering ঃ নিরীক্ষার যোগসূত্র মুছে ফেলা এবং বেনামিকরণ করার লক্ষ্যে অসংখ্য লেনদেন এর জটিল স্তর সৃষ্টির মাধ্যমে অবৈধ ভাবে প্রাপ্ত অর্থকে এর মূল উৎস হতে পৃথক করা।

৩। Integration ঃ অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ আইনসিদ্ধ করার ব্যবস্থা করা। Layering পদ্ধতি যদি সফল হয় তবে Integration পদ্ধতির মাধ্যমে লন্ডারিংকৃত অর্থ আর্থিক ব্যবস্থায় এমনভাবে ফেরত আনা হয়, যা দেখে স্বাভাবিক/বৈধ ব্যবসায়িক তহবিল মনে হয়।

১.৯.৩ মানিলন্ডারিং এর মৌলিক ধাপ তিনটি স্বতন্ত্র ভাবে সংঘটিত হয়। ধাপসমূহ এক সাথেও কার্যকর হতে পারে, আবার একটার পর একটাও হতে পারে। মৌলিক ধাপ তিনটি কিভাবে ব্যবহৃত হবে তা লন্ডারিং পদ্ধতির পর্যাপ্ততা এবং অসাধু সংঘটনের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে।

১.১০ আর্থিক ব্যবস্থায় মানিলন্ডারিং এর সংশয়াপন্ন/অরক্ষিত (Vulnerabilities) জায়গাসমূহ

১.১০.১ অনেক সময় ধারণা করা হয় যে, মানিলন্ডারিং কেবলমাত্র ব্যাংক এবং হুন্ডি ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু বাস্তবে ব্যাংক এর পাশাপাশি Capital Market Intermediaries সহ ব্যাংক বহির্ভূতআর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহও মানিলন্ডারিং এর সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে। কেননা, নগদ অর্থকে সিকিউরিটিজ এ রূপান্তর হচ্ছে মানি লন্ডারিং এর অন্যতম সনাতন প্রথা।

১.১০.২ কয়েকটি পয়েন্ট এ মানিলন্ডারিং পরিলক্ষিত হয়, যা লন্ডারিংকারীগণও এড়াতে পারেন না এবং এসব পয়েন্ট এ তাদের কার্যক্রম ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এগুলো হলঃ

- নগদ অর্থ প্রাথমিক লেনদেন এ অন্তর্ভুক্ত করা বা আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করানো;
- সীমান্তবর্তী স্থানে নগদ অর্থ প্রবাহ ঘটানো;
- আর্থিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে অথবা আর্থিক ব্যবস্থা হতে অন্যত্র স্থানান্তর।

১.১০.৩ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক যে সব পণ্য ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহক/বিনিয়োগকারীকে বাধ্যতামূলক বাস্তবে হাজির হতে হয় না সেগুলোতে, বিশেষ করে বাস্তবে হাজির না হয়েও যে সব গ্রাহক/বিনিয়োগকারী ব্যবসা পরিচালনা করেন তাদের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মানিলন্ডারিং ঝুঁকি বিদ্যমান রয়েছে বলে বিবেচনা করতে হবে এবং এরূপ ঝুঁকি মোকাবিলায় পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১.১০.৪ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষাকৃত তরল ও বিশেষত উচ্চমূল্যসম্পন্ন পণ্যসমূহ লন্ডারিংকারীরা আদর্শ হিসেবে ব্যবহার করে। কেননা এর মাধ্যমে তারা নগদ অর্থ সহজে অন্য কোন আর্থিক পণ্যে রূপান্তর এবং পরবর্তীতে Layering ও Integration পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে অবৈধভাবে প্রাপ্ত উক্ত অর্থ আইনসিদ্ধ করতে পারে।

১.১০.৫ বৃহত্তর পরিসরে অর্থ হস্তান্তর, প্রেরণ ও ঋণ সেবা প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মানিলন্ডারিং এর প্রত্যেকটি ধাপ (Placement, Layering ও Integration) সংঘটনের উপযুক্ত স্থান হিসেবে লন্ডারিংকারীদের পছন্দের জায়গা হয়ে উঠেছে।

১.১০.৬ Electronic Fund Transfer System মানিলন্ডারিং এর সংশয়াপন্নতা (Vulnerabilities) বৃদ্ধি করেছে। কেননা এর মাধ্যমে এক সুইচ এ ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত (স্থানীয় প্রশাসনের এখতিয়ারের বাইরে) ভিন্ন ভিন্ন হিসাবের মধ্যে সিকিউরিটিজ লেনদেন সংঘটিত হয়।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

১.১০.৭ বৃহত্তর পরিসরে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাংক এবং Capital Market Intermediaries সহ নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মানিলন্ডারিং এর Layering ও Integration ধাপ হিসেবে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১.১০.৮ অত্যাধুনিক, জটিল ও সূক্ষ্ম ক্ষমতাসম্পন্ন পেশাদার সন্ত্রাসী ও মানিলন্ডারিংকারী সংগঠনের ফাঁদে পড়ে কিছু কিছু ব্যাংক এবং Capital Market Intermediaries সহ নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মানিলন্ডারিং ঝুঁকিতে পড়ে যায়। এসব সংগঠন ফ্রন্ট কোম্পানি ও এর নমিনীর ছদ্মাবরণে থেকে বৃহদায়তন মিথ্যা বা প্রতারণামূলক আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের নামে অসৎ পন্থায় প্রাপ্ত/অর্জিত অর্থ এক দেশ হতে অন্য দেশে স্থানান্তর করে। প্রতারণামূলক/অন্তসারশূণ্য/স্ফীত চালান পত্র বানিয়ে আপাতদৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক আইনসিদ্ধ ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের বিভ্রম তৈরী করে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যবহার করে তারবার্তা বা ওয়েব নির্ভর পদ্ধতিতে তারা বিপুল অর্থ স্থানান্তর করে। আবার মেকি/জাল ঋণপত্র (Letters of Credit) ব্যবহারের মাধ্যমে তারা নিরীক্ষা কার্যক্রমের যোগসূত্র মুছে ফেলে। অনেক ফ্রন্ট কোম্পানি তাদের ব্যাংকারকে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে তহবিল যোগানের জন্য ঋণ প্রদানের অনুরোধ জানায়। আন্তর্জাতিক বানিজ্যে সহায়তা প্রদানকারী ব্যাংক সমূহকে এ ধরণের মানিলন্ডারিং মোকাবিলায় পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১.১০.৯ ব্যাংক ও হুন্ডি ব্যবসায়ের তুলনায় বিনিয়োগ ও মার্চেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসায় Placement ধাপে মানিলন্ডারিং তুলনামূলক কম হয়। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড় অংকের তহবিল Capital Market Intermediaries এ সরাসরি জমা প্রদান সম্ভব হয় না। বরং এসব প্রতিষ্ঠানে বড় তহবিল অন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জমা হয়।

১.১০.১০ বিনিয়োগ ও মার্চেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসায় Layering ও Integration ধাপে মানিলন্ডারিং বেশী সংঘটিত হতে দেখা যায়। বিনিয়োগের অনেক Product (যেমনঃ মিউচ্যুয়াল ফান্ড) এর তারল্য ও উচ্চমূল্যবাহীতা লন্ডারিংকারীদের আকৃষ্ট করে। কেননা এর মাধ্যমে তারা নগদ অর্থ সহজে অন্য পণ্যে রূপান্তর এবং Layering ও Integration পদ্ধতির মাধ্যমে অবৈধভাবে প্রাপ্ত উক্ত অর্থ আইনসিদ্ধ করার ব্যবস্থা করতে পারে।

১.১১ কিভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করে?

১.১১.১ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে কার্যকর পদ্ধতিসমূহের মধ্যে অন্যতম হল "Know Your Client (KYC)" পদ্ধতি। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে যে কোন সেবা প্রদানের পূর্বে প্রতিটি বিনিয়োগকারী বা গ্রাহকের পরিচয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে হবে। "KYC" এর মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের গ্রাহক/বিনিয়োগকারীদের জীবন বৃত্তান্ত, ব্যবসায়ের ধরন, লেনদেন এর সম্ভাব্য পরিমাণ ও ধরন এবং অঙ্গীকারসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তাদের নিকট সংরক্ষণ করে। তারা অবশ্যই গ্রাহকের উপর তাদের Due Diligence বহন করবে।

১.১১.২ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রাহক/বিনিয়োগকারীদের হিসাবের বিপরীতে আমানত গ্রহণের প্রক্রিয়া হচ্ছে Placement ধাপে মানিলন্ডারিং সংঘটনের সংশয়াপন্ন (Vulnerable) জায়গা। কাজেই Placement ধাপে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমানত গ্রহণ কার্যক্রম ভালোভাবে মনিটরিং করতে হবে এবং প্রতিবেদনকারী সত্ত্বা বা Reporting Entities (REs) হিসেবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবশ্যই গ্রাহক/বিনিয়োগকারীর যে কোন সন্দেহজনক লেনদেন/ অস্বাভাবিক কার্যক্রম এবং অভ্যন্তরীণ তহবিল স্থানান্তরের বিষয়ে সংঘটিত কার্যক্রমের সুস্পষ্ট উল্লেখসহ বাংলাদেশ ব্যাংক এর বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বরাবর রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

১.১১.৩ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরীক্ষার যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রাহক/বিনিয়োগকারীদের হিসাবের বিপরীতে সংঘটিত লেনদেন এর সমন্বিত তথ্য ও উপাত্তসমূহ ডাটাবেইজ এ সংরক্ষণ করতে হবে যেন মানিলন্ডারিং এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংগঠন সম্পর্কে চাওয়া মাত্র গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও উপাত্তসমূহ পাওয়া যায়।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুঁজিবাজারে মানিলন্ডারিং/সন্ত্রাসী অর্থায়ন এর সংশয়াপন্ন/অরক্ষিত (Vulnerable) জায়গাসমূহ

২.১ ভূমিকা

২০০৮ সালে এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ কর্তৃক সম্পাদিত "পারস্পরিক মূল্যায়ন" সমীক্ষায় বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের কতিপয়খাতকে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়ন এর সংশয়াসম্পন্ন খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ বাংলাদেশের Capital Market Intermediaries (CMI) সমূহকে AML/CFT সংক্রান্ত শাসনব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার জন্য সুপারিশ করে। "পারস্পরিক মূল্যায়ন" সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার CMI কে Reporting Agency বা প্রতিবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ এর যথাক্রমে ২নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে Insider Trading ও Market Manipulation কে Predicate Offences এর আওতাভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২' তে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট হিসেবে ০৪ (চার) ধরণের CMI প্রতিষ্ঠান, যেমন: (১)স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার, (২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার (৩) সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান এবং (৪) সম্পদ ব্যবস্থাপক-কে Reporting Agency বা প্রতিবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে।

২.২ নির্দিষ্ট ধরণের সিকিউরিটিজ পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে সংশয়াপন্ন/অরক্ষিত (Vulnerable) জায়গাসমূহ

সিকিউরিটিজ ব্যবসায় Placement ধাপে মানিলন্ডারিং তুলনামূলক কম হয়। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড় অংকের তহবিল Capital Market Intermediaries এ সরাসরি জমা প্রদান সম্ভব হয় না। এসব প্রতিষ্ঠানে বড় তহবিল অন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জমা হয়। বরং অবৈধ অর্থ Placement ধাপ এর মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থায় জমা প্রদান হয়ে গেলে মানিলন্ডারিংকারীরা Layering ও Integration পদ্ধতির মাধ্যমে অবৈধভাবে প্রাপ্ত অর্থ আইনসিদ্ধ করার জন্য সিকিউরিটিজ পণ্যসমূহকে ব্যবহার করে। তবে বাংলাদেশে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে বড় অংকের তহবিল সরাসরি জমা প্রদানের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ক্রয়ের নজির রয়েছে। এই অধ্যায়ে নির্দিষ্ট ধরণের কিছু সিকিউরিটিজ পণ্যের উপর আলোকেপাত করা হবে যেগুলো মানিলন্ডারিং/সন্ত্রাসী অর্থায়ন এর সংশয়াপন্ন/অরক্ষিত (Vulnerable) জায়গা হিসেবে বিবেচিত।

২.২.১ ব্রোকার-ডিলারস

সিকিউরিটিজের ব্রোকার অথবা ডিলার হলো সিকিউরিটিজ মার্কেটের সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম। ব্রোকার সাধারণত বিনিয়োগকারীর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে এবং বিনিয়োগকারীর পক্ষে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণ করে। কিছু ব্রোকার ও ডিলার নিজস্ব সক্ষমতায় সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পুঁজিবাজারে তারল্য সরবরাহ করে থাকে।

ব্রোকার ডিলারগণ গ্রাহক সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের CDD/KYC এর উপর নির্ভর করে। তাঁরা ধরেই নেয় যে, যেহেতু অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে CDD/KYC সংশ্লিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন শেষে গ্রাহকের ব্যাংক হিসাব খুলেছে, সেহেতু ট্রেডিং হিসাব বা বিও হিসাব খোলার ক্ষেত্রে ML/TF ঝুঁকি নেই। কাজেই তারা স্বীয় প্রতিষ্ঠানে ট্রেডিং হিসাব বা বিও হিসাব খোলার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে CDD/KYC সংশ্লিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে না বা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে না। অনেক সময় অবৈধ অর্থ আমানত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানে নির্বিঘ্নে জমা প্রদান সম্ভব হয়, কারণ ব্রোকার/ডিলারগণ ধরেই নেয় যে, যেহেতু গ্রাহকের হিসাবে জমাকৃত তহবিল অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নামে অংকিত চেক এর মাধ্যমে জমা হচ্ছে, যারা AML/CFT বিধান মেনে চলে, সেহেতু সংশ্লিষ্ট গ্রাহক কোনরূপ ML/TF ঝুঁকি বহন করে না এবং নিজস্ব চিন্তাধারার আলোকে তারা গ্রাহকের হিসাবে জমাকৃত চেক কোনরূপ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে গ্রহণ করে। একবার যদি মানিলন্ডারিংকারী গ্রাহকের হিসাবে অর্থ জমা হয়ে যায়, তবে গ্রাহক অসংখ্য লেনদেন ঘটিয়ে অর্থের উৎস গোপন করতে পারে এবং সিকিউরিটিজ পণ্যসমূহকে ব্যবহার করে Layering ও Integration পদ্ধতির মাধ্যমে আমানত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানে Placement ধাপে জমাকৃত অবৈধ অর্থ অবশেষে আইনসিদ্ধ করতে সক্ষম হয়। সুতরাং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই গ্রাহক সনাক্তকরণের বিষয়ে সঠিক CDD/KYC পদ্ধতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

২.২.২ সম্পদ ব্যবস্থাপক, কাস্টোডিয়ান এবং পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপকগণ

সম্পদ ব্যবস্থাপক, কাস্টোডিয়ান এবং পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপকগণের সাধারণ ভূমিকা হচ্ছে যথাক্রমে বিনিয়োগ পোর্টফোলিও গঠনে পরামর্শ প্রদান করা, দেশী-বিদেশী গ্রাহক/বিনিয়োগকারীদের সিকিউরিটিজ ধারণ করা এবং ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহক/বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে সব ধরণের সম্পদ ও দায় ধারণ ও সংরক্ষণ করা।

পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনায় মূলত প্রতিষ্ঠান-গ্রাহক পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে High Net Worth Client দের আর্থিক সেবা প্রদান অথবা তাদের সম্পদ ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। High Net Worth Client দের প্রদত্ত আর্থিক সেবা পণ্যের মূল্য, জটিলতা ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রকৃতি মানিলন্ডারিংকারীর অবৈধ সম্পদ ব্যবস্থপনা তথা অবৈধ সম্পদের উৎস গোপন করে আইনগত বৈধ সম্পদে পরিণত করার জন্য অপার সম্ভাবনীয় হিসেবে বিবেচিত হয়। সম্পদ ব্যবস্থাপনা, কাস্টোডিয়ান সেবা এবং পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা-তিন ধরণের সেবার ক্ষেত্রেই জাতীয়তা নির্বিশেষে দেশী-বিদেশী High Net Worth Client দের আর্থিক সেবাসমূহ প্রদান করা হয়ে থাকে বিধায় তিন ধরণের সেবাই মানিলন্ডারিং এর সংশয়াপন্ন (Vulnerable) খাত/জায়গা হিসেবে বিবেচিত হয়।

২.২.৩ ট্রাস্ট, নমিনী এবং অমনিবাস হিসাবসমূহ

ট্রাস্ট ও নমিনী হিসাবসমূহ Layering ও Integration ধাপে ML/TF এর সংশয়াপন্ন খাত (Vulnerable) হিসেবে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে একটা সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি হচ্ছে, ব্যক্তি হিসাবের বিপরীতে Beneficial Ownership Information রাখার বাধ্যবাধকতা না থাকাতে শেল কোম্পানির নেপথ্যে অথবা কোন বেনামী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর গোপন বা অবৈধ কার্যকলাপের আচ্ছাদন হিসেবে কর্মরত আপাত ব্যক্তির নেপথ্যে প্রকৃত সুবিধাভোগী এমন একজন থাকেন যিনি এ প্রক্রিয়ায় আর্থিক ব্যবস্থা থেকে (Financial System) বিত্তসঞ্চয়ের অধিকারী হন, যা তার পক্ষে সরাসরি সম্পৃক্ততার মাধ্যমে করা সম্ভব হতো না।

অমনিবাস হিসাব হচ্ছে এমন এক ধরণের হিসাব যার মাধ্যমে একটি প্রাতিষ্ঠানিক সত্ত্বা বহুসংখ্যক ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক সত্ত্বার পক্ষে মধ্যস্থতাকারী/প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক 'ক' নামে সত্ত্বাধিকারী একটি ব্যাংক তার গ্রাহক/বিনিয়োগকারীদের সিকিউরিটিজ লেনদেন করার জন্য নিজ নামে 'খ' নামের সত্ত্বাধিকারী অপর একটি সিকিউরিটিজ মধ্যস্থাকারী/ব্রোকারেজ হাউজ এ হিসাব খুললো। এক্ষেত্রে ML/TF এর সংশয় (Vulnerability) এটাই যে, সিকিউরিটিজ মধ্যস্থাকারী/ব্রোকারেজ হাউজ শুধুমাত্র 'ক' নামের সত্ত্বাধিকারী ব্যাংক সম্পর্কে জানে কিন্তু অমনিবাস হিসাবের অন্তর্ভুক্ত গ্রাহক/বিনিয়োগকারীদের সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা থাকে না। একইভাবে যদি কোন CMI নিজ নামে একটি ব্যাংক হিসাব (Pooled Account) খুলে, তবে তার সকল গ্রাহক/বিনিয়োগকারীর ক্রমপুঞ্জিভূত তহবিল ব্যাংক CMI এর হিসাব হিসেবে চিহ্নিত করে।

২.২.৪ শেল কোম্পানিসমূহ

'শেল কোম্পানি' বলতে Non-Publicly Traded Corporation অথবা Limited Liability Company কে বোঝানো হয়, যার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই এবং যেটা কোন স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক মূল্য বহন করে না। এইসব কোম্পানি সাধারণত এমনভাবে সাজানো হয় যাতে এগুলোর মালিকানা এবং লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সহজে গোপন রাখা যায়। এ কারণে শেল কোম্পানিসমূহের লেনদেন ML/TF এর সংশয়াপন্ন (Vulnerable) হিসেবে বিবেচিত হয়।

Publicly Traded শেল কোম্পানিসমূহ অবৈধ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা গেলেও এগুলোর তুলনায় ব্যক্তি মালিকানাধীন শেল কোম্পানিসমূহের মালিকানার সত্ত্ব গোপন রাখা সহজ বিধায় ব্যক্তি মালিকানাধীন শেল কোম্পানিসমূহের লেনদেনসমূহ বেশী ML/TF এর সংশয়াপন্ন (Vulnerable) হয়ে থাকে। দেশীয় বা আন্তর্জাতিক শেল কোম্পানির CDD/KYC সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানে সুনির্দিষ্ট সম্পদের প্রকৃত সুবিধাভোগীদের পরিচয় কৌশলে গোপন রাখা যায় বলে এরূপ শেল কোম্পানির নামে সিকিউরিটিজ হিসাব খোলা হয়। বিশেষ করে পৃথক আইনগত এখতিয়ার সম্পন্ন একটি বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ/বিরোধপূর্ণ এলাকায় অবস্থানরত ব্যক্তি বা অন্য কোন সত্ত্বা কৌশলে নিজেদের পরিচয় গোপন করে বিভিন্ন অবস্থানে ও আইনগত এখতিয়ারে বহু সংখ্যক শেল কোম্পানি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবেশ/অংশগ্রহণ করতে পারে যা অন্য কোন উপায়ে সম্ভব হতো না।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

'শেল কোম্পানি' যেমন আর্থিক ব্যবস্থায় অবৈধ অর্থ প্রবেশের সুযোগ করে দেয় তেমনি বাজারকে প্রভাবিত করে বা প্রতারণামূলক সিকিউরিটিজ লেনদেনের মাধ্যমে অবৈধ অর্থ সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। উদাহরণ স্বরূপ শেল কোম্পানির নামে একটি ব্রোকারেজ হিসাব খুলে কম মূল্য ও তারল্যবিশিষ্ট এবং কম ভলিউমসম্পন্ন শেয়ারে বা প্লেসমেন্ট শেয়ারে অবৈধ অর্থ বিনিয়োগ করে প্রতারণামূলক কার্যক্রমে (নিজের সুবিধার্থে বাজারকে কৃত্রিমভাবে উঠানো বা নামানো) জড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া সন্ত্রাসী সংগঠন থেকে কোন ধরণের সেবা প্রদান ছাড়াই অর্থ গ্রহণের জন্যও শেল কোম্পানি গঠন করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে বৈধ হিসেবে প্রতীয়মান এরূপ অর্থ ডিপোজিটরি বা ব্রোকারেজ হিসাবে জমা দিয়ে সিকিউরিটি জাতীয় পণ্য ক্রয়ে ব্যবহার করা হয়, যেগুলো সহজে স্থানান্তরযোগ্য এবং ফেরতযোগ্য।

২.২.৫ মার্জিন ট্রেডিং

সিকিউরিটিজ শিল্পের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এটা যেমন অবৈধ অর্থের অপরাধমূলক উৎস গোপন করার জন্য ব্যবহার করা যায়, তেমনি ভবিষ্যত মুনাফা অর্জনের জন্যও ব্যবহার করা যায়। মার্জিন হিসাব এমন এক ধরণের হিসাব, যার মাধ্যমে একজন বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগকৃত অর্থ/জমাকৃত সিকিউরিটিজ উক্ত হিসাবে তার মার্জিন হিসেবে বিবেচিত হয় এবং উক্ত মার্জিনের বিপরীতে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনক্রমে ঋণ সুবিধা বা 'লিভারেজ' সুবিধা গ্রহণ করতে পারে যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারী সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রমে আরও বেশী ভলিউম এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে তার মুনাফা বহুগুণে বৃদ্ধি করতে পারে। এক্ষেত্রে ক্রয়কৃত সিকিউরিটিজসমূহ গৃহীত ঋণের জামানত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লেনদেন এর সময়কাল ও ঋণ সুবিধা বা 'লিভারেজ' সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে একজন লন্ডারিংকারী আরও বেশী ভলিউম এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে তার মুনাফা বহুগুণে বৃদ্ধি করতে পারে।

২.২.৬ ট্রান্সফার প্রাইসিং

বাজারে অধিক মূলধনবিশিষ্ট স্টকসমূহে উচ্চ মাত্রার স্বচ্ছতাসহ বাজারে এগুলোর গভীরতা অনেক বেশী থাকে, অর্থাৎ বাজারের স্বাভাবিক গতি ও দিক পরিবর্তনের সাথে সংগতিপূর্ণ একটা নির্ধারিত মূল্যস্তরে উঠা-নামার মাধ্যমে এগুলোর লেনদেন সম্পন্ন হয়। পক্ষান্তরে, মূল্য এবং তারল্য কম থাকায় স্বল্প মূলধন বিশিষ্ট স্টকসমূহের গভীরতা অনেক কম থাকে অর্থাৎ নৈমিত্তিক লেনদেন এ এগুলো তেমন একটা অংশগ্রহণ করে না। আবার বাজারের গতিপ্রকৃতির সাথে সংগতি ব্যতিরেকে এগুলোর মূল্য চরম পর্যায়ে অস্থির হয়ে উঠে এবং লাফিয়ে লাফিয়ে সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন বিন্দুতে উঠা-নামা করে। লন্ডারিংকারীগণ ব্লক মার্কেটে কম তারল্যবিশিষ্ট স্টকসমূহ পারস্পরিক যোগসাজশের মাধ্যমে একটা কৃত্রিমমূল্যে লেনদেনের মেকানিজম ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে। এধরণের লেনদেন এ সম্পৃক্ত একপক্ষ কম তারল্যবিশিষ্ট নির্দিষ্ট স্টকসমূহ প্রথমে কৃত্রিমভাবে নির্ধারিত অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ক্রয় করে এবং সময়ের ব্যবধানে সেগুলো আবার প্রকৃত বিক্রেতা অথবা তার সহযোগীর নিকট উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে। পরবর্তীতে বাজারের সুবিধা গ্রহণ করে বাজারকে কৃত্রিমভাবে উঠিয়ে সেগুলো অনভিজ্ঞ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রয় করে দেয় এবং প্রাপ্ত মুনাফা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়।

২.২.৭ চেকসমূহ

সিকিউরিটিজ মধ্যস্থতাকারী/ব্রোকারেজ হাউজ এর সিকিউরিটিজ হিসাবে প্রদত্ত চেক নগদায়নের মাধ্যমে তহবিল যোগান দেওয়া হয়। আমানতি হিসাব থেকে তহবিল উত্তোলন ছাড়া পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট্ তৈরীতেও চেক ব্যবহার করা হয়। মানিলন্ডারিংকারীগণ প্রাথমিক তহবিল ঘোষণার দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রয়াসে নগদ টাকায় পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট্ কিনে নিয়ে সেগুলো সিকিউরিটিজ হিসাবে জমা প্রদানের মাধ্যমে তহবিল যোগান দেয়। এভাবে চেক এর পর চেক জমা দিয়ে সিকিউরিটিজ হিসাবের তহবিলকে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে তারা সিকিউরিটিজ ক্রয় করে, পরে বাজার বাড়িয়ে সেগুলো অনভিজ্ঞ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের কাছে হস্তান্তর বা অন্য কোন আর্থিক পণ্যে রূপান্তর করে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

আমানতি হিসাব থেকে আগত চেক ML/TF এর সংশয় (Vulnerability) বহন করে। কেননা, এগুলো প্রভাবক হিসেবে সিকিউরিটিজ মধ্যস্থতাকারী/ব্রোকারেজ হাউজ এর CDD/KYC সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, ML/TF ঝুঁকি বহনকারী প্রতিষ্ঠানের নামাঙ্কিত চেক সিকিউরিটিজ হিসাবে জমা প্রদান করা হল, এখন যদি সিকিউরিটিজ মধ্যস্থতাকারী/ব্রোকারেজ হাউজ সর্বতোভাবে CDD/KYC সংশ্লিষ্ট তথ্যানুসন্ধান না করে অথবা এতদসংক্রান্ত ঝুঁকিকে হালকাভাবে গ্রহণ করে এই ভেবে যে, যেহেতু, গ্রাহকের হিসাবে জমাকৃত তহবিল অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নামে ইস্যুকৃত চেক এর মাধ্যমে জমা হচ্ছে, যারা AML/CFT বিধান মেনে চলে এবং সেখানে CDD/KYC সংশ্লিষ্ট যাচিত তথ্য পূরণ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা প্রদান সাপেক্ষেই সংশ্লিষ্ট গ্রাহক আমানতি হিসাব খুলেছেন, সেহেতু সংশ্লিষ্ট গ্রাহক কোনরূপ ML/TF ঝুঁকি বহন করে না, তবে উক্ত সিকিউরিটিজ মধ্যস্থতাকারী/ব্রোকারেজ হাউজ দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে নিশ্চিতভাবে ML/TF ঝুঁকি বহন করছে এবং অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এমনকি যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নামে অংকিত চেক জমা প্রদান করা হচ্ছে, সেটা যদি গ্রাহকের CDD/KYC সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিকতা সর্বতোভাবে সম্পন্ন করেও থাকে, তবুও সিকিউরিটিজ মধ্যস্থতাকারী/ব্রোকারেজ হাউজ এর নিজস্ব পর্যবেক্ষণে/জানামতে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক এর ML/TF ঝুঁকির বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকতে পারে এবং নিজেদের এখতিয়ারের তারা এরূপ ML/TF ঝুঁকির বিপরীতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

সিকিউরিটিজ ব্যবসার আরেক ধরণের সংশয় (Vulnerability) হল, অপরাধীরা অবৈধভাবে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার ভয়ে দেশীয় সিকিউরিটিজ বাজারের পরিবর্তে বিদেশের সিকিউরিটিজ বাজারে বিনিয়োগের পথ বেছে নেয়। ওয়েব নির্ভর পদ্ধতি বা Electronic Fund Transfer System এর মাধ্যমে নিমেষে বিশ্বের যে কোন দেশে তহবিল স্থানান্তরের সহজ প্রক্রিয়া এই পথকে আরও সুগম করেছে। এর মাধ্যমে এক সুইচে ভৌগোলিক অবস্থান ও আইনগত শাসনের সীমা পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খোলা হিসাবের বিপরীতে সিকিউরিটিজ লেনদেন সংঘটিত হয়। লন্ডারিং এর এই অভিনব কৌশলের সুবিধা হচ্ছে দেশীয় প্রশাসনের পক্ষে অপরাধীর বিদেশে সংরক্ষিত সম্পত্তির খোঁজ পাওয়া বা বাজেয়াপ্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণেই বর্তমানে অবৈধভাবে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ আইনের কার্যকারিতা অনেকখানি কমে গেছে এবং অপরাধীদের লন্ডারিং কৌশলও পরিবর্তন হয়েছে।

২.২.৮ কম দামী এবং প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর শেয়ারসমূহ

কম দামী শেয়ার বলতে তালিকাভুক্ত অথবা তালিকাভুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে এমন যে সব কোম্পানির মালিকানায় বিনিয়োগকারীরা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে অংশীদারিত্ব করতে আগ্রহী হয়, সে সব শেয়ারকে বোঝায়। এ ধরণের শেয়ারের ইস্যুয়ার কোম্পানির সাধারণত আইনগত ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং আয় প্রবাহও রয়েছে। তবে বাজারে লেনদেনকৃত কম দামী কিছু কিছু শেয়ার রয়েছে যেগুলো প্রকৃতই শেল কোম্পানি এবং এগুলো তাদের উদ্যোক্তার অনুকূলে ফেরতের (Reverse Merger) অপেক্ষায় রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ কোম্পানির শেয়ারসমূহ কাগুজে শেয়াররূপে কোন সিকিউরিটিজ মধ্যস্থতাকারী কোম্পানির কাছে গচ্ছিত থাকে। এ ধরণের শেয়ারসমূহ স্টক এক্সচেঞ্জ এর অনলাইন ট্রেডিং এর পরিবর্তে 'ওভার দ্য কাউন্টার মার্কেট' বা বুলেটিন বোর্ড এর মাধ্যমে লেনদেন হয়ে থাকে। সাধারণত এ ধরণের স্টকসমূহ খুব কম ভলিউম এ লেনদেন হয়ে থাকে এবং মূল উদ্যোক্তাদের হতে খুব কম সংখ্যক শেয়ার থাকে। এ ধরণের সিকিউরিটিজসমূহের ML/TF সংশয় (Vulnerability) দুই ধরণের হয়ে থাকে ঃ

প্রথমত ম্যানিপুলেশন, ইনসাইডার ট্রেডিং এবং প্রতারণামূলক কার্যক্রমের দ্বারা বাজারকে কৃত্রিমভাবে উঠানো বা নামানোর মাধ্যমে অবৈধ অর্থ সম্পদ প্রাপ্তির প্রয়াসে এধরণের সিকিউরিটিজ ব্যবহার করা হয়। অপরাধীরা এজন্য বাজারে লেনদেনকৃত শেয়ারসমূহ অথবা শেল কোম্পানির শেয়ারসমূহ ব্যবহার করতে পারে। এ ছাড়া কিছু সন্ত্রাসী সংগঠনও ম্যানিপুলেশন, ইনসাইডার ট্রেডিং এবং প্রতারণামূলক কার্যক্রমের দ্বারা বাজারকে কৃত্রিমভাবে উঠানো বা নামানোর জন্য তাদের সিকিউরিটিজ শিল্প-বহির্ভূত অবৈধ সম্পদকে ব্যবহার করে থাকে।

দ্বিতীয়ত অপেক্ষায় থাকা শেয়ারে বিনিয়োগের মাধ্যমে এধরণের সিকিউরিটিজ অর্জন করা যায়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির প্রাথমিক শেয়ার লেনদেন শুরু হলে মানিলন্ডারিংকারী তার অংশের শেয়ার বাজারে বিক্রি করে দেয় এবং এভাবে তার সিকিউরিটিজ ব্যবসার প্রাথমিক তহবিল আইনানুগ ব্যবসা হতে অর্জিত অর্থ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে। এ ছাড়া সন্ত্রাসী প্রতিষ্ঠান একটি প্রাইভেট কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করতে পারে, যা বৈধ ও অবৈধ অর্থের সংমিশ্রণ ঘটানোর জন্য ফ্রন্ট কোম্পানিরূপে ব্যবহৃত হয়। অতঃপর তারা উক্ত কোম্পানিটিকে প্রাথমিক গণপ্রস্তাবে সামিল করে যা আপাতদৃষ্টিতে আইনানুগ ব্যবসায়িক আয়ের উৎস হিসেবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। বিকল্প হিসেবে সন্ত্রাসী প্রতিষ্ঠানসমূহ বাজারে লেনদেন এ অংশগ্রহণকারী কোম্পানি কিনে নেয় এবং এটাকে অবৈধ অর্থ লন্ডারিং এর জন্য ব্যবহার করে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

২.২.৯ শর্ট সেলিং

মালিক না হয়েও কোন একটি নির্দিষ্ট সিকিউরিটিজ চড়া বাজারে বিক্রয় করে দিয়ে ধার করা সিকিউরিটিজ এর মাধ্যমে সেটেলমেন্ট সম্পন্ন করা এবং পরবর্তীতে সুবিধাজনক মূল্যে বাজার থেকে উক্ত সিকিউরিটিজ ক্রয় করে ধার শোধ করার প্রক্রিয়াকে শর্ট সেলিং বলে। তবে "Naked" শর্ট সেলিং এর ক্ষেত্রে বিক্রেতা স্বীকৃত সময়ের মধ্যে সেটেলমেন্ট সম্পন্ন করার অভিপ্রায়ে শেয়ার ধার করে না বা ধারের আয়োজনও করে না। এ ধরণের শর্ট সেলিং এর সাথে সম্পৃক্ত বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের কৌশল হচ্ছে বিনা ব্যয়ে মুনাফা প্রাপ্তি। সে ধরে নেয় যে সিকিউরিটিজ এর বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্যের (অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে) মধ্যে পার্থক্য থেকে মুনাফা অর্জিত হবে যা ঋণ গ্রহীতার 'রিটার্ণ' হিসেবে সে ভোগ করবে।

শর্ট সেলিং (যেখানে অনুমোদিত নয়) হচ্ছে একটা Trading vehicle যা Insider Trading ও Market Manipulation এর সাথে সংযুক্ত হতে পারে যেগুলো ML/TF এর সংশয় (Vulnerability) বহন করে এবং Predicate Offences হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২.২.১০ ইনসাইডার ট্রেডিং

ইনসাইডার ট্রেডিং বলতে এমন একটা পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে কোম্পানির ইনসাইডার বা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত অথবা আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্কের কোন ব্যক্তি মুনাফা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির অভ্যন্তরীণ মূল্য সংবেদনশীল কোন তথ্য বাজারে প্রকাশের পূর্বে আগাম জানা থাকার সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে। ইনসাইডার ট্রেডিং সিকিউরিটিজ ব্যবসার মাধ্যমে অবৈধ অর্থ প্রাপ্তির একটা অনন্য পদ্ধতি। ইনসাইডার ট্রেডিং এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থ সিকিউরিটিজ শিল্পের মাধ্যমে অথবা আর্থিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত অন্য কোন পদ্ধতিতে লন্ডারিং করা হয়। লন্ডারিং এর সবচেয়ে সহজ প্রক্রিয়া হল ইনসাইডার ট্রেডিং এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থ ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করা। এধরণের দুর্নীতি STR (Suspicious Transaction Report) বা অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক কার্যক্রম হিসেবে রিপোর্ট করতে হবে।

২.২.১১ মার্কেট ম্যানুপুলেশন

একটা নির্দিষ্ট সিকিউরিটিজ এর মূল্য কৃত্রিমভাবে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে সাধারণ/ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলে বাজার থেকে অস্বাভাবিক মুনাফা তুলে নেওয়ার অসাধু প্রক্রিয়াকে "মার্কেট ম্যানুপুলেশন" বলা হয়। উল্লেখ্য, ম্যানুপুলেটরদের পরিকল্পনা/উদ্দেশ্য হল কোন একটা নির্দিষ্ট সিকিউরিটিজ এর মূল্য নিজের সুবিধামত হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য মূল্য-পার্থক্য সৃষ্টি করে বাজার থেকে অল্প সময়ে অস্বাভাবিক মুনাফা তুলে নেওয়া।

সর্বাধিক পরিব্যাপক (যার ব্যাপ্তি অনেক বেশি) "মার্কেট ম্যানুপুলেশন" হল এমন একটি পদ্ধতি, যাকে প্রচলিত ইংরেজী ভাষায় "Pump-and-Dump" কর্মসূচি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই স্কীম এর আওতায় একটা নির্দিষ্ট কোম্পানির স্টক সম্পর্কে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ও উপাত্ত এবং উৎসাহব্যঞ্জক নানা গুজব বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর সাথে সাথে ট্রেড ভলিউম ও মূল্য বৃদ্ধি করে উক্ত সিকিউরিটিজ এর আপাত অবস্থা প্রকৃত অবস্থার চেয়ে অনেক বেশী সম্ভাবনাময় হিসেবে দেখানো হয়। এভাবে উক্ত সিকিউরিটিজ এর মূল্য কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি ("Pumped") করা হয়; পরবর্তীতে বাজারদর উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করে সব শেয়ার বাজারে বিক্রি করে ("Dumped") অস্বাভাবিক মুনাফা তুলে নেওয়া। কখনো কখনো অন্তর্নিহিত সিকিউরিটিজটির মূল্য, তারল্য ও ট্রেড ভলিউম অনেক কম থাকে। আরেকটি অত্যন্ত প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে "সার্কুলার ট্রেডিং"। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রান্তে ও আইনগত শাসনের একতিয়ারে অবস্থানরত এবং সিকিউরিটিজ ব্যবসায় জড়িত অসৎ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংগঠন পারস্পরিক যোগসাজসের মাধ্যমে সিন্ডিকেট তৈরী করে মার্কেট ম্যানিপুলেশন এ সম্পৃক্ত হয়ে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সর্বসান্ত করে।

২.২.১২ সিকিউরিটিজ প্রতারণা

সিকিউরিটিজ প্রতারণা বলতে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রমে সংঘটিত প্রতারণামূলক কার্যক্রমকে বোঝানো হয়। এক্ষেত্রে Insider Trading ও Market Manipulation এর সাথে সংযুক্ত হয়ে সিকিউরিটিজ প্রতারণা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ও পরিমাণে ML/TF এর সংশয় (Vulnerability) বহন করে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

২.৩ কার্যকর AML/CFT অবকাঠামোর উপকারিতাসমূহ

বৃহৎ পরিসরে সবধরণের Predicate Offence সমূহ মানিলন্ডারিং এর আওতাভুক্ত করে একটা শক্তিশালী AML/CFT অবকাঠামো করা গেলে অপরাধ ও দুর্নীতির বিরূদ্ধে লড়াই করা সম্ভব হবে। একটা কার্যকর AML/CFT শাসন ব্যবস্থা/সরকার ব্যবস্থা পুঁজিবাজার সংক্রান্ত দুর্নীতি ও অপরাধ (যেমন ঃ ইনসাইডার ট্রেডিং, মার্কেট ম্যানুপুলেশন, সিকিউরিটিজ প্রতারণা ইত্যাদি) প্রতিরোধক/নিরোধক হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ ব্যবস্থা অপরাধীদের অপরাধমূলক কর্মকান্ড সংঘটনে নিরুৎসাহিত করে।

এ ছাড়া একটা কার্যকর AML/CFT শাসন ব্যবস্থা/সরকার ব্যবস্থা প্রতারণামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করে। যথাযথ গ্রাহক পরিচিতি এবং Beneficial Ownership সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা উচ্চ ঝুঁকি নীতি এবং অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক কার্যক্রম (Suspicious Transaction) এর জন্য সুনির্দিষ্ট Due Diligence প্রদান করে। এধরণের দূরদর্শিতা প্রযুক্ত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিরাপদ ও শক্তিশালী পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা জনগনের মনে আস্থা সৃষ্টি করে এবং পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকে উৎপাদনশীল খাতে পরিচালিত করে, যা ভোক্তার চাহিদা পূরণে এবং সামষ্টিক অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

তৃতীয় অধ্যায়

আইনের প্রয়োজনীয়তা

৩.১ আইনের প্রয়োজনীয়তাসমূহ

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণকারী CMI (Capital Market Intermediaries) প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিবেদন প্রদানকারী সংস্থা (Reporting Agency) হিসেবে গণ্য হবে এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ এর সংশোধনীসহ) এবং বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কর্তৃক জারীকৃত বিভিন্ন সার্কুলার অথবা নির্দেশনাসমূহ তাদের পরিপালনীয় কমপ্লায়েন্স (দায়-দায়িত্ব) এর ভিত্তি হিসেবে গণ্য হবে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন,২০১২ এর ২৫(১) নং ধারা অনুযায়ী মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে CMI-সমূহের দায়-দায়িত্ব নিম্নরূপ ঃ

"(ক) উহার গ্রাহকের হিসাব পরিচালনাকালে গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করা;

খ) কোন গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হইলে বন্ধ হইবার তারিখ হইতে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত উক্ত হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন সংরক্ষিত তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক, সময় সময়, সরবরাহ করা;

ঘ) ধারা ২ (য) এ সংজ্ঞায়িত কোন সন্দেহজনক লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইলে স্ব-উদ্যোগে অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংকে 'সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট' করা।"

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ এর সংশোধনীসহ) এর ১৬ নং ধারা অনুযায়ী সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের বিপরীতে CMI-সমূহের দায়-দায়িত্ব নিম্নরূপ-

"(১) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে এই আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত জড়িত অর্থ লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা যথাযথ সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সহিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং কোন সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত হইলে স্বপ্রণোদিত হইয়া কোন প্রকার বিলম্ব ব্যতিরেকে বাংলাদেশ ব্যাংককে রিপোর্ট করিবে।

(২) প্রত্যেক রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার পরিচালনা পরিষদ (Board of Directors) বা পরিচালনা পরিষদের অনুপস্থিতিতে প্রধান নির্বাহী, বা অন্য যে নামে ডাকা হউক না কেন, উহার কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশনা অনুমোদন ও জারী করিবে, এবং ধারা ১৫ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা, যাহা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের জন্য প্রযোজ্য, প্রতিপালন করা হইতেছে কিনা উহা নিশ্চিত করিবে।"

৩.২ বাংলাদেশ ব্যাংকের আবেক্ষণিক/তত্ত্বাবধান ক্ষমতা

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩ নং ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ এর সংশোধনীসহ) এর ১৫ নং ধারার শর্তানুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে গণ্য হবে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

√ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর অধীন ক্ষমতাসমূহ :

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে এবং এরূপ অন্যান্য কর্মকান্ডকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩নং ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ নিম্নে বর্ণিত হল :

"(ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত নগদ লেনদেন ও সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত যে কোন তথ্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সংগ্রহ এবং উহার ডাটা সংরক্ষণ করা এবং ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উক্ত তথ্যাদি প্রদান করা;

(খ) কোন লেনদেন মানিলন্ডারিং বা কোন সম্পৃক্ত অপরাধ এর সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া ধারণা করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে উক্তরূপ লেনদেন সম্পর্কিত যে কোন তথ্য বা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা;

(গ) কোন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে কোন অর্থ বা সম্পত্তি কোন হিসাবে জমা হইয়াছে মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য উক্ত হিসাবের লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করা; তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উৎঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করা যাইবে;

(ঘ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে সময় সময় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;

(ঙ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাচিত তথ্য বা প্রতিবেদন সঠিকভাবে প্রেরণ করিয়াছে কিনা কিংবা তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করিয়াছে কিনা তাহা তদারকি করা এবং প্রয়োজনে, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করা;

(চ) এই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনায় যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ সভা, সেমিনার, ইত্যাদির আয়োজন করা;

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা।"

√ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ এর সংশোধনীসহ) এর অধীন ক্ষমতাসমূহ ঃ

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ এর সংশোধনীসহ) এর ১৫ (১) নং ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ :

"(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করিতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহার নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকিবে যথা ঃ

(ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদন তলব করা;

(খ) উপ-দফা (ক) অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রদান করা বা ক্ষেত্রমত, বৈদেশিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরোধের প্রেক্ষিতে উক্ত সংস্থাকে প্রদান করা বা উক্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে তথ্য বিনিময় করা;

(গ) সকল পরিসংখ্যান ও রেকর্ড সংকলন ও সংরক্ষণ করা;

(ঘ) সকল সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত রিপোর্টের ডাটা বেজ সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

(ঙ) সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করা;

(চ) কোন লেনদেন সন্ত্রাসীকার্যের সহিত সম্পৃক্ত মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে উক্ত লেনদেনের হিসাব অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ জারী করা এবং এইরূপে উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উদঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করা;

(ছ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কার্যাবলী পরিবীক্ষণ ও তদারক করা;

(জ) সন্ত্রাসীকার্যে অর্থ যোগান প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে নির্দেশ প্রদান করা;

(ঝ) সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নের সহিত জড়িত সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তের উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহ পরিদর্শন করা; এবং

(ঞ) সন্ত্রাসীকার্যে অর্থ যোগানের সহিত জড়িত সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক, সন্ত্রাসীকার্যে অর্থ যোগানের সহিত জড়িত সন্দেহজনক কোন লেনদেনের বিষয় কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বা ইহার গ্রাহককে সনাক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে, উহা যথাযথ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করিবে এবং অনুসন্ধান ও তদন্তকার্যে উক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৩) অন্য দেশে সংঘটিত বিচারাধীন অপরাধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক বা দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি, জাতিসংঘের কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের আওতায় কোন ব্যক্তি বা সত্তার হিসাব জব্দ করার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর আওতায় জব্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট চুক্তি, কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের আলোকে সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৫) উপ-ধারা (১) হইতে (৩) এ বর্ণিত দায়িত্ব সম্পাদনের স্বার্থে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে তদ্‌কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করিবে, বা ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিত হইয়া তথ্যাদি সরবরাহ করিবে।

(৬) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইউনিট চাহিদা অনুযায়ী বা ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিতভাবে সন্ত্রাসীকার্য বা সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন সম্পৃক্ত তথ্যাদি অন্য দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে সরবরাহ করিতে পারিবে।

(৭) সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নের বিষয়ে তদন্তের স্বার্থে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক কোন ব্যাংকের দলিল বা কোন নথিতে নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রবেশাধিকার থাকিবে, যথাঃ-

(ক) উপযুক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনালের আদেশক্রমে; অথবা

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

৩.৩ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শাস্তিসমূহ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫(২) নং ধারা অনুযায়ী কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা ২০১২ এর ২৫(২) নং ধারার (১) নং উপ-ধারার বিধান লংঘন করলে বাংলাদেশ ব্যাংক-

"(ক) উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৫(পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে; এবং

(খ) দফা (ক) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অতিরিক্ত উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অনুমতি বা লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করিবে।"

উপর্যুক্ত শর্তাবলী ছাড়াও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩ নং ধারায় আরও কিছু শাস্তির উল্লেখ রয়েছে যা নিম্নরূপ:

"(৩) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন কোন যাচিত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০(দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১(এক) অর্থ বৎসরে ৩(তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৪) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন যাচিত বিষয়ে কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ২০(বিশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১(এক) অর্থ বৎসরে ৩(তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৫) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এই আইনের আওতায় জারীকৃত কোন নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০(দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতিটি অপরিপালনীয় বিষয়ের জন্য জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১(এক) অর্থ বৎসরে ৩(তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৬) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩ নং ধারার উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত কোন অবরুদ্ধ বা স্থগিত আদেশ পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অন্যূন উক্ত ব্যাংক হিসাবে স্থিতির সমপরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবে যাহা নির্দেশনা জারীর তারিখ হিসাবে স্থিতির কোন হিসাব দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

(৭) এই আইনের ধারা ২৩ ও ২৫ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা প্রদানে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সত্ত্বা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিজ নামে যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে তাহা আদায়ে প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক আদালতে আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

(৮) ২৩ নং ধারার উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) ও (৬) অনুযায়ী কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে জরিমানা করা হইলে এই জন্য দায়ী উক্ত সংস্থার মালিক, পরিচালক, কর্মকর্তা-কর্মচারী বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধেও বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যূন ১০(দশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।"

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

৩.৪ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ এর সংশোধনীসহ) এর আওতায় শাস্তিসমূহ

সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধিত) আইন, ২০১২ এর ১৬ নং ধারার উপ-ধারা (৩) এর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

"কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা ধারা ১৫ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন নির্দেশনা পালন করিতে ব্যর্থ হইলে বা জ্ঞাতসারে কোন ভুল তথ্য সরবরাহ অথবা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিলে, উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনধিক দশ লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ঐ সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরূদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করিবে।"

সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধিত) আইন, ২০১২ এর ১৬ নং ধারার উপ-ধারা (৪) এর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

> "উপ–ধারা (৩) মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে বা পরিশোধ না করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিজ নামে যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং উক্ত জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে উহা আদায়ে, প্রয়োজনে, বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।"

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

চতুর্থ অধ্যায়

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর AML/CFT নীতিমালা এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো

এই অধ্যায়ে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন-২০০৯ (২০১২ এর সংশোধনী সহ) এ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী মানিলন্ডারিং/সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন এর ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিতকরণ ও নিরসনকল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব নির্ধারণে বিভিন্ন নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

৪.১ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার

মানিলন্ডারিং কার্যক্রম ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ নিরসনকল্পে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়নে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিচালক পরিষদ সম্পৃক্ত ও সক্রিয় থাকবেন, যাতে করে অপরাধীরা অবৈধ কার্যক্রম হতে নিজেদেরকে বিরত রাখে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রতিষ্ঠানের সুনাম, মুনাফা, বিপণন ও গ্রাহক সেবা সম্পর্কে অবশ্যই সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবেন।

৪.১.১ পরিচালক পর্ষদ

পরিচালক পর্ষদ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন। এছাড়া, পরিচালক পর্ষদ প্রতিষ্ঠানের AML/CFT Compliance Unit এর কর্মপরিধি ও কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল (Strategy) ও কর্মসূচী (Program) নির্ধারণ করবেন। সর্বোপরি, পরিচালক পর্ষদ মানিলন্ডারিং/সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সর্বশেষ অবস্থান/অগ্রগতি সম্বলিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন ষান্মাসিক ভিত্তিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে অবহিত হবেন।

৪.১.২ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়-দায়িত্বঃ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে নিশ্চিত হবেন যে, প্রতিষ্ঠানের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কর্মসূচী বিদ্যমান এবং তা সুচারুভাবে পরিপালন করা হচ্ছে।

৪.২ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

৪.২.১ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এক/দুই স্তর নীচের পদে আসীন একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নেতৃত্বে 'AML/CFT Compliance Unit' শীর্ষক পরিপালন ইউনিট গঠন করতে হবে এবং এই ইউনিট এর প্রধান সরাসরি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর রিপোর্ট করবেন। প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ভবিষ্যতে নতুন শাখা স্থাপিত হলে শাখা প্রধানগণ এই ইউনিট এর সদস্য হবেন।

৪.২.২ ভবিষ্যতে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর নতুন শাখা স্থাপিত হলে শাখা পর্যায়ে শাখা ব্যবস্থাপক কে 'AML/CFT Compliance Unit' পরিপালন কর্মকর্তা হিসেবে মনোনয়ন দেয়া যেতে পারে, যিনি অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন এবং 'AML/CFT Compliance Unit' এর একজন সদস্য হিসেবে ইউনিট প্রধান/ডিসিইও (প্রশাসন) আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর বরাবর রিপোর্ট পেশ করবেন।

৪.২.৩ গঠিত 'AML/CFT Compliance Unit' এবং মনোনীত কর্মকর্তাগণকে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রাহকের পরিচিতি (Know Your Client), তথ্য সংরক্ষণ (Record Keeping), লেনদেন মনিটরিং ও রিপোর্টকরণ (Transaction Monitoring & Reporting), অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ (Internal Control) নীতি (Policies) ও পদ্ধতিসমূহের (Procedures) যথাযথ পরীক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

৪.২.৪ প্রণীত মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কার্যকারিতা নিরূপণের লক্ষ্যে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ বছরান্তে Independent Audit-র ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৫ বাংলাদেশ ব্যাংক এর বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কর্তৃক প্রণীত গাইড লাইন্সের নির্দেশনা অনুযায়ী আলোচ্য পরিপালন ইউনিট গঠনের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক এর বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) বরাবর দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান	মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	চেয়ারম্যান

৪.২.৬ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ উদ্দেশ্য/প্রতিশ্রুতি/বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী আইন ও বিধি-বিধান মোতাবেক মানিলন্ডারিং/সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধের বিষয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য একটি দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। নীতিমালাসমূহ লিখিত হতে হবে এবং স্ব স্ব পরিচালক পর্ষদের অনুমোদন লাভ করতে হবে এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পক্ষ থেকে বাৎসরিক ভিত্তিতে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী একটি সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে, যেন তারা সতর্কভাবে সেগুলো পরিপালন করে। পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত কর্মপদ্ধতি/কৌশলসমূহ লিখিতভাবে কৌশলপত্র জারির তিন (০৩) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এর বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) বরাবর দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পক্ষান্তরে, কোম্পানির প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজকর্মে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে পরিচিত হওয়া তার স্বাভাবিক দায়-দায়িত্বের অংশ হিসেবে পরিগনিত হবে। এ আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত না থাকা ও বিধি-বিধান পরিপালন না করার জন্য তাদেরকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ এ বর্ণিত শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া যাবে না। পর্ষদে অনুমোদিত নির্দেশনামূলক নীতিমালাসহ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন যাতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ

- একটি বিবৃতি যাতে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর উপর প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধানসমুহ পরিপালন ও প্রাতিষ্ঠানিক নৈতিকতার মান বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা আরোপিত হবে ;
- একটি বিবৃতি যাতে বিধিবদ্ধ আইন ও প্রবিধানসমূহ মেনে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালিত হবে;
- একটি বিবৃতি যাতে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজকর্মে মানিলন্ডারিং/সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনের দায়িত্বারোপ করা হবে। প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হওয়ার তাগিদও থাকতে হবে। আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত না থাকা বা অজ্ঞতা প্রকাশ কোন ভাবেই আইন ও বিধি-বিধান পরিপালন না করার অজুহাত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না;
- একটি বিবৃতি যাতে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিপালনীয় দায়-দায়িত্বের উপর জবাবদিহিতা আরোপিত হবে।

৪.৩ মানিলন্ডারিং/সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন ইউনিটের কার্যাবলী

* 'AML/CFT Compliance Unit' কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের ML/TF ঝুঁকিসমূহ যথা পণ্য ঝুকি (Product Risk), সেবা ঝুঁকি (Service Risk), গ্রাহক ঝুঁকি (Customer Risk), রাষ্ট্র ঝুঁকি (Country Risk) চিহ্নিত করা এবং তা প্রতিরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
* ঝুঁকিভিত্তিক অ্যাপ্রোচ এর আলোকে AML/CFT নীতিসমূহ পর্যালোচনা/পুনর্বিবেচনা করা;
* AML/CFT আইন ও বিধি-বিধানসহ আইনগত, ব্যবসায়িক এবং পরিচালনগত যে কোন পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধনীসমূহ প্রয়োজন মোতাবেক এবং বছরে অন্তত: একবার হালনাগাদকরণ;
* AML/CFT নীতিমালা ও পদ্ধতিসমূহ এমনভাবে বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা যেন অপরাধীরা তাদের অপরাধমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর ব্যবসায়িক কর্মকান্ড ব্যবহার করা হতে বিরত থাকে;
* ML/TF ঝুঁকি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন এবং সেগুলোর ব্যবহারিক কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা;
* প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
* সন্দেহজনক/অস্বাভাবিক লেনদেন চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এ ব্যাপারে BFIU কে সরাসরি অবহিতকরণ নিশ্চিত করা;
* মানিলন্ডারিং/সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সর্বশেষ অবস্থান সম্বলিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন ষান্মাসিক ভিত্তিতে স্মারক আকারে স্ব স্ব পরিচালক পর্ষদ সমীপে উপস্থাপন করা (অ্যানেক্সার-৩ এ প্রদত্ত নমুনা ফরম্যাট দ্রষ্টব্য)।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

৪.৪ AML/CFT Compliance Unit প্রধানের কার্যাবলী ঃ

* BFIU এর বিজ্ঞপ্তি/নির্দেশনাসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে কার্যালয়ে বিলি/প্রচার করা;
* আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কর্তৃক অনুমোদিত AML/CFT Compliance নীতিমালাসমূহ পর্যালোচনা, মূল্যায়ন, সমন্বয়সাধন এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরদার করা;
* সন্দেহজনক লেনদেন/অস্বাভাবিক কার্যক্রমসমূহ সনাক্তকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এর BFIU এর নির্দেশনা অনুযায়ী "Know your Client (KYC)" নীতি চালু করা;
* মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিক্রয় প্রতিনিধিদের উথাপিত সকল বিষয়ের সদুত্তর নিশ্চিত করা;
* গ্রাহকের সন্দেহজনক লেনদেন/অস্বাভাবিক কার্যক্রম সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের BFIU-কে অবহিত করা;
* বিক্রয় প্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
* যথাসময়ে সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন বা Suspicious Transaction Report (STR)/অস্বাভাবিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন বা Suspicious Activity Report (SAR) প্রদান করা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এর BFIU-কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাবলী পরিপালন নিশ্চিত করা;
* প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক দল, BFIU এর পরিদর্শক দল এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা/অব্যাহত রাখা;
* লিগ্যাসি হিসাবসমূহের (Legacy Account) সঠিক সংখ্যা নিরূপণ, অনুমোদিত সময় সীমার মধ্যে (৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখের মধ্যে) নির্ধারিত লিগ্যাসি হিসাবসমূহের তথ্যাবলী হালনাগাদ করার জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা BFIU বরাবর প্রেরণ;
* কর্ম-পরিকল্পনার সার্বিক অগ্রগতির তদারক করা এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এর অবস্থান সম্পর্কে BFIU কে সঠিকভাবে অবহিত করা (অ্যানেক্সার-৪ এ প্রদত্ত নমুনা ফরম্যাট-২ দ্রষ্টব্য)।

৪.৫ বিক্রয় প্রতিনিধি (Selling Agent) এর কার্যাবলী ঃ

* বিক্রয় প্রতিনিধিকে নিশ্চিত করতে হবে যে, তাঁর মনোনীত শাখা অফিস/ইউনিট AML/CFT সম্পর্কিত বিষয়ে সম্যক অবগত রয়েছে এবং এতদ্সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান, BFIU এর বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশনাসমূহ সেখানকার সর্বস্তরে সর্বোতভাবে অনুসৃত হচ্ছে;
* শাখা/ইউনিট এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের AML/CFT সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, হালনাগাদ অগ্রগতির সংবাদ ও বিজ্ঞপ্তি সমূহ এবং সর্বোপরি নিরূপিত কৌশলসমূহ সম্পর্কে সকলকে অবগত করা;
* শাখা/ইউনিট এ সন্দেহজনক লেনদেনসমূহ (Suspicious Transaction) সনাক্তকরণ এবং প্রতিবেদনে উল্লেখ করার কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ নিশ্চিত করা;
* শাখা/ইউনিট এর মাসিক সভায় AML/CFT সম্পর্কিত বিষয়াবলী গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য সূচি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসম্বলিত কার্যবিবরণী যথোচিতভাবে সংরক্ষণ করা;
* নতুন ইউনিট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে "Know your Client (KYC)" নীতি ও সনাক্তকরণ পদ্ধতিসমূহ সর্বোতভাবে অনুসৃত হওয়া নিশ্চিত করা;
* গ্রাহক সম্পর্কিত সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও উপাত্তসমূহ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;
* নির্ধারিত সময়ে AML/CFT সম্পর্কিত বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল নিশ্চিত করা;

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

* পরবর্তী প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার জন্য আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর AML/CFT Compliance Unit এর প্রধান বরাবর সন্দেহজনক/অস্বাভাবিক লেনদেন সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিল করা;
* প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক দল, BFIU এর পরিদর্শক দল এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী ও যথাযথ সহযোগিতা অব্যাহত রাখা;
* গ্রাহক সম্পর্কে যে কোন উৎস হতে প্রাপ্ত নেতিবাচক তথ্য সন্দেহজনক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা;
* লিগ্যাসি হিসাবসমূহ (Legacy Account) হালনাগাদকরণ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা;
* বাংলাদেশ ব্যাংকে সময়মত প্রতিবেদন দাখিল করার লক্ষ্যে AML/CFT কমপ্লায়েন্স ইউনিট প্রধান সমীপে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করা।

৪.৬ ইউনিট সার্টিফিকেট বিক্রয় কার্যের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার কার্যাবলী ঃ

* বিক্রয়ের পূর্বে সম্ভাব্য ইউনিট গ্রাহকের ডিউ ডিলিজেন্স (Due Diligence) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা;
* বিক্রয়ের সময় বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে প্রকৃত ইউনিট গ্রাহক সনাক্তকরণ, হিসাবের সম্ভাব্য লেনদেন সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ/গ্রহণ;
* প্রয়োজনীয় নিয়মাচার ও দলিলাদির যথাযথ সম্পাদন নিশ্চিত করা;
* নতুন ইউনিট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে "Know your Client (KYC)" সম্পর্কিত নীতি অনুসরণ করা এবং বর্তমান/চলমান হিসাবসমূহের বিপরীতে সংরক্ষিত তথ্য ও উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা করা;
* ইউনিট গ্রাহক দ্বারা উপস্থাপিত তথ্যাদি যাচাইপূর্বক নিশ্চিত করা এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর গ্রাহক সম্পর্কিত তথ্যাবলী পর্যালোচনা করা;
* ইউনিট গ্রাহকের হিসাবে বড় অংকের জমার উৎস সম্পর্কে দালিলিক প্রমাণ/তথ্যাদি গ্রহণ;
* ইউনিট গ্রাহকের হিসাবে সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কে AML/CFT Unit প্রধান কে অবহিত করা;
* লেনদেন মনিটরিং এর পূর্বে সকল ধরণের নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি-বিধান পরিপালন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া;
* গ্রাহকের Transaction Profile বা অনুমিত মাত্রা হালনাগাদ রাখা/সংরক্ষণ করা।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

পঞ্চম অধ্যায়

Know Your Client (KYC) নীতি ও পদ্ধতিসমূহ

গ্রাহকের পরিচিতি সম্পর্কে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ হচ্ছে Know Your Client (KYC) এবং উক্ত তথ্যের ব্যবহার হচ্ছে সকল ধরণের AML/CFT প্রচেষ্টার ভিত্তি এবং পুরো পদ্ধতিটির যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর রক্ষাকবচ। যদি কোন গ্রাহক মিথ্যা পরিচয়ে কোন হিসাব খুলে অথবা অন্য কারো হিসাব খোলার সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে বুঝতে হবে যে, তার উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানকে ঠকানো অথবা তাকে যেন কোনভাবে সনাক্ত করা না যায় অথবা প্রতিষ্ঠানকে লন্ডারিং কাজে ব্যবহারের সাথে তার সম্পৃক্ততার যেন কোনপ্রকার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া না যায়। মিথ্যা নাম, ঠিকানা বা জন্মতারিখ ব্যবহার করা মানেই বুঝতে হবে যে, অপরাধী এরূপ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে যেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তদন্তের স্বার্থে গ্রাহকের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য তাকে সনাক্ত করতে না পারে।

CMI (Capital Market Intermediaries) হিসেবে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ সম্পদ ব্যবস্থাপক এর কাজ করে, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (MLPA, 2012) এর ধারা নং ২৫(১)(ক) অনুযায়ী এরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহকে রিপোর্ট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকের হিসাব পরিচালনাকালে গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোম্পানির সম্ভাব্য ইউনিট গ্রাহকের পরিচিতি সম্পর্কে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রাপ্তির পূর্বে গ্রাহকের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করা কোনভাবেই সমীচীন হবে না।

ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পূর্বেই ইউনিট গ্রাহকের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে যেন ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট ইউনিট গ্রাহক হিসাবে স্বাভাবিক কার্যক্রমের আওতায় ত্রৈমাসিক কি আকারের কতগুলো লেনদেন সম্পন্ন হতে পারে সে ব্যাপারে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ত্রৈমাসিক লেনদেন পূর্ব নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেও (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/উপ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) এর অনুমোদনক্রমে লেনদেন সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে অর্থেও উৎস সর্ম্পকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে। সুবিধা অনুযায়ী এ জাতীয় তথ্য ও উপাত্তসমূহ যথাযথভাবে হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একটি লেনদেন সন্দেহজনক কি-না, তা মূল্যায়ন করতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে গ্রাহকের ব্যবসা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কে এ মর্মে সন্তুষ্টি স্থাপন করতে হবে যে তারা স্বাভাবিক এবং আইনগত অধিকারসম্পন্ন কোন ব্যক্তির সাথে লেনদেন সম্পন্ন করছে এবং হিসাব পরিচালনা বা ব্যবসায়িক লেনদেনে গ্রাহকের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত ব্যক্তির পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

সম্ভাব্য ইউনিট গ্রাহক যে ধরণের মিউচ্যুয়াল ফান্ড কিনতে আগ্রহী তার উপর ভিত্তি করে গ্রাহকের পরিচিতি সনাক্তকরণ পন্থা নির্ধারণ করতে হবে। বেআইনীভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব নয় অথবা জাল করা কঠিন অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ নয় এরূপ দলিলাদি/প্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে গ্রাহকের পরিচিতি সনাক্তকরণের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বা কৌশল। সম্ভাব্য ইউনিট গ্রাহকের পক্ষে একটি মাত্র চিহ্নিতকরণ দলিল উপস্থাপিত হলেই সেটা গ্রাহকের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করে না। তাই সনাক্তকরণ হতে হবে একটি চলমান ও ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া। মূলকথা হলো প্রতিষ্ঠান তার মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট গ্রাহকের বাস্তব পরিচয় সম্পর্কে জানতে হবে এবং ইউনিট গ্রাহক কর্তৃক উপস্থাপিত দলিলাদি/প্রমাণাদির সঠিকতাও যাচাই করতে হবে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ধারা নং ২৫ (১)(খ) অনুযায়ী ইউনিট ধারকের হিসাবসমূহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অথবা সংশ্লিষ্ট ইউনিট গ্রাহকের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্কে ইতি টানার পরও ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছর সময়কাল পর্যন্ত এসব হিসাবের গ্রাহক পরিচিতিসহ লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.১ গ্রাহক অনুমোদন নীতি (Client Acceptance Policy)

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর গড় ঝুঁকির চেয়ে উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন গ্রাহকদের ধরণ সম্পর্কে বর্ণনাসহ একটি সুনির্দিষ্ট গ্রাহক অনুমোদন নীতি প্রণয়ন করতে হবে। গ্রাহক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ঝুঁকিজনিত বিভিন্ন উপাদান যেমন ঃ গ্রাহকের অতীত ইতিহাস, গ্রাহকের অবস্থানগত মর্যাদা অর্থাৎ সাধারণ না-কি উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি (যেমন PEP), গ্রাহকের ব্যবসায়িক কার্যক্রম, গ্রাহক উচ্চ মাত্রার ঝুঁকিসম্পন্ন দেশের কি-না অথবা অন্যান্য ঝুঁকি নির্দেশকসমূহকে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। এ ছাড়া আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কে শেল কোম্পানি বা জাতিসংঘ মঞ্জুরী কমিটি কর্তৃক চিহ্নিত বা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বার সাথে কোন প্রকার গ্রাহক সম্পর্ক স্থাপন হতে বিরত থাকার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

৫.২ গ্রাহক চিহ্নিতকরণ

৫.২.১ ইউনিট গ্রাহকের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি সনাক্তকরণ ও সংরক্ষণ হচ্ছে KYC'র গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই নির্দেশনার আলোকে একজন গ্রাহক হলো:

- কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বা অথবা তার অনুমোদিত প্রতিনিধি, যিনি আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর পরিচালিত মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করেছে;
- পেশাদার মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন লেনদেনের সুবিধাভোগী আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কোন আর্থিক সেবা গ্রহণকারী;
- আর্থিক সেবা/আর্থিক লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বা যিনি আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর সুনাম হারানোর ঝুঁকি বা অন্যান্য ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।

৫.২.২ মিথ্যা/প্রতারণমূলক বা নামপরিচয়হীন ইউনিট গ্রাহকের হিসাব খোলা যাবে না। স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের প্রাক্কালে গ্রাহকের পরিচিতি সনাক্ত করা হয়। ইউনিট গ্রাহকের পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্যাদির হালনাগাদকরণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণতা নিশ্চিতকরণে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কে নিয়মিতভাবে সংরক্ষিত তথ্যাদি পুনঃনিরীক্ষণ বা পর্যালোচনা করতে হবে। এই কাজগুলো করার উপযুক্ত সময় হলো যখন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লেনদেন সংঘটিত হয় অথবা যখন একজন গ্রাহকের অবস্থানগত মার্যাদা পরিবর্তন হয় বা অন্যান্য হিসাব খোলার প্রক্রিয়ায় বস্তুগত কোন পরিবর্তন আনা হয়। যা হোক, কোন শাখা/ইউনিট যদি কোন সময় বুঝতে পারে যে, ইউনিট গ্রাহকের হিসাবে গ্রাহকের পরিচিতি সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষিত নেই, তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫.২.৩ যখনই একটি ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন বিবেচনা করা হয়, তখনই স্বীকৃত সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে এবং পাশাপাশি যথাযথ মানদন্ডের বিচারে প্রাপ্ত তথ্যাদি যাচাই করতে হবে।

৫.২.৪ সনাক্তকরণ ও তথ্যাদি যাচাইকরণ সফলভাবে সম্পন্ন হলে ব্যবসায়িক লেনদেন শুরু করা যেতে পারে। তবে, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫ নং ধারা অনুযায়ী সনাক্তকৃত ও যাচাইকৃত তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে এবং সংরক্ষিত তথ্যাদি হালনাগাদ করার জন্য সময় সময় পুনঃনিরীক্ষণ বা পর্যালোচনা করতে হবে।

৫.২.৫ পরিচিতি সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া বলতে সাধারণভাবে বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সমাহারকে বোঝানো হয় যেগুলোর দ্বারা স্বাভাবিক বা আইনগত এখতিয়ার সম্পন্ন ব্যক্তি বা সত্ত্বাকে কে সনাক্ত করা যায়। এই দিক নির্দেশনার আলোকে ইউনিট গ্রাহক সনাক্তকরণে তিনটি উপাদানকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

• বাহ্যিক পরিচিতি-	নাম, জন্ম তারিখ, পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রী এর নাম, ঠিকানা ইত্যাদি;
• বাহ্যিক পরিচিতির পক্ষে উপস্থাপিত দলিলাদি-	কর সনাক্তকরণ নম্বর (TIN, জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর, চাকুরীতে নিয়োগকারীর পরিচয় পত্র, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি);
• গৃহীত কর্মসূচি	গ্রাহকের সাথে স্থাপিত সম্পর্ক।

৫.২.৬ CMI প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর নিয়মনীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। এছাড়াও আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ ব্যক্তি অথবা কর্পোরেট গ্রাহক পর্যায়ে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকায় উল্লিখিত গ্রাহক সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। সঙ্গত যে কোন তথ্য বা উপাত্তের অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে এটিকে অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক Suspicion এর সূত্রপাত এবং রিপোর্টযোগ্য হিসেবে বিবেচনায় আনতে হবে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

৫.২.৭ Non Resident Investors Taka Account (NITA) বা কাস্টডিয়ান হিসাবের মাধ্যমে তৃতীয় পক্ষের অনুকূলে ইউনিট এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়ারীর পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.২.৮ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কে অবশ্যই ইউনিট গ্রাহকের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকির আলোকে ইউনিট গ্রাহকের পেশা, টাকার উৎস এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্যাদির বিশদ বিবরণ সন্তোষজনক পর্যায়ে সংগ্রহ করতে হবে।

৫.৩ একক গ্রাহক

৫.৩.১ পরিচিতি নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনে একক গ্রাহকের নামে ইউনিট ক্রয়ের প্রাক্কালে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে এবং সেগুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করতে হবে:

√ নাম;
√ স্বামী/স্ত্রী এর নাম;
√ পিতা ও মাতার নাম;
√ জন্মতারিখ;
√ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা;
√ পেশার বর্ণনা;
√ আয়/টাকার উৎস।

৫.৩.২ ঠিকানা সনাক্তকরণে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

√ সাম্প্রতিক সময়ে পরিশোধকৃত ইউটিলিটি বিল অথবা কর নির্ধারনী অথবা ব্যাংক হিসাব বিবরণীতে প্রদত্ত ঠিকানার বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা (নকল/জালিয়াতি রোধে উপস্থাপিত দলিলের মূল কপি সতর্কতার সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষা করতে হবে);
√ জাতীয় পরিচয় পত্রের ডাটাবেজ এ সংরক্ষিত তথ্যের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে (যদি সম্ভব হয়);
√ টেলিফোন নির্দেশিকার সত্যতা যাচাই;
√ বাসস্থান/অফিস এ সরেজমিন পরিদর্শন;
√ ধন্যবাদজ্ঞাপক চিঠি মেইল করা ইত্যাদি।

তথ্যাদি এমনভাবে প্রাপ্ত হতে হবে যে, আবেদনে উল্লিখিত ঠিকানায় ঐ নামে ঠিকই একজন বাস করেন এবং বাস্তবিকভাবে আবেদনকারী গ্রাহকই সেই ব্যক্তি।

৫.৩.৩ নামের সমর্থনে জন্ম তারিখ একটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নিতকারক হিসেবে বিবেচিত যা আইন প্রয়োগে সহায়তা করে। জন্ম তারিখ সনাক্তকরণে কোন বাধ্যবাধকতা নেই, তথাপি এটি বাড়তি নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে।

৫.৩.৪ পরিচিতিমূলক দলিলাদি মূল বা প্রত্যয়নকৃত যা-ই হোক না কেন, পূর্ব স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং সে সাথে আবেদনকারীর ছবিও সংযুক্ত থাকতে হবে, উদাহরণ স্বরূপ;

√ বৈধ পাসপোর্ট
√ বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স
√ জাতীয় পরিচয় পত্র;
√ পেশাগত পরিচয় পত্র;
√ বাংলাদেশী চাকুরীদাতা কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং আবেদনকারীর ছবি ও স্বাক্ষর সংবলিত পরিচয় পত্র; অথবা
√ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থা যেমন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড কমিশনার ইত্যাদি বা আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর নিকট গ্রহণযোগ্য কোন সম্মানিত ব্যক্তি।
√ ছবি সংবলিত পরিচিতিমূলক অন্যান্য দলিলাদি, যা আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ নিকট গ্রহণযোগ্য।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

৫.৩.৫ ছবি বা স্বাক্ষরবিহীন বা সহজলভ্য সনাক্তকরণ দলিলাদি সাধারনত সনাক্তকরণের জন্য যথেষ্ট নয়। যেমন: জন্ম নিবন্ধন সনদ, ক্রেডিট কার্ড, নন-বাংলাদেশী ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি। ছবি ও স্বাক্ষর সংবলিত দলিলের ছায়ালিপি অবশ্যই স্পষ্ট ও পাঠযোগ্য হতে হবে।

৫.৩.৬ বাস্তবে/স্বশরীরে উপস্থিত হননি বা হতে পারবেন না আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কর্তৃক এমন গ্রাহকের নিকট কোম্পানি পরিচালিত ফান্ডের ইউনিট বিক্রয় কোনক্রমেই উচিত হবে না। কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে মুখোমুখি দর্শন ব্যতীত কেবলমাত্র ছবি দিয়ে গ্রাহক সনাক্তকরণ কোনভাবেই যথার্থ নয়। এ ছাড়া গ্রাহকের ব্যক্তিগত পরিচিতি এবং ঠিকানার সত্যতা বিচারে যথেষ্ট দালিলিক বা ইলেক্ট্রনিক প্রমাণাদি থাকতে হবে। ছদ্মবেশিতা/জালিয়াতি রোধে অন্ততপক্ষে আর একটু যাচাই করা যেতে পারে।

৫.৩.৭ যৌথ হিসাবের ক্ষেত্রে ইউনিটধারকের সংক্ষিপ্ত নাম বা পারিবারিক পদবি এবং/অথবা ঠিকানার ক্ষেত্রে যদি ভিন্নতা দেখা যায়, সেক্ষেত্রে সকল ইউনিটধারকের পুরো নাম ও ঠিকানা অত্র নির্দেশিকায় বর্ণিত নিয়মানুযায়ী যাচাই করতে হবে যেখানে শুধু নামের প্রথম অংশই যথেষ্ট নয়।

৫.৩.৮ ব্যবসায়িক লেনদেন শুরুর পর গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও পেশা বা অন্য যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্বন্ধে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে এবং KYC প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিবর্তিত তথ্য যাচাইয়ান্তে রেকর্ডে লিপিবদ্ধ/সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.৩.৯ প্রামাণ্য দলিলাদি/কপিসমূহ ডকুমেন্ট ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে। আবেদনকারী সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি ট্যাগ ফাইলে এবং কাগজপত্রাদি আবেদনকারীর নামে নির্দিষ্ট ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.৩.১০ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পরিচিত সম্মানিত কোন গ্রাহক অথবা প্রতিষ্ঠানের কোন স্টাফ ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত কোন গ্রাহককে Introducer হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সনাক্তকরণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে পারে কিন্তু গ্রাহকের ঠিকানা সনাক্তকরণে সেটা অত্র নির্দেশিকায় বর্ণিত প্রক্রিয়ার বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হবে না। গ্রাহকের নথিতে পরিচয় প্রদানকারী/পরিচিতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৫.৪ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সত্ত্বাসমূহ

৫.৪.১ সম্ভাব্য সাংগঠনিক ও কাঠামোগত জটিলতার কারণে কর্পোরেট সত্ত্বাসমূহ এবং ট্রাস্টসমূহ মানিলন্ডারিং এর সবচেয়ে সম্ভাব্য বাহক হিসেবে কাজ করে বিশেষ করে যখন আইনসঙ্গত কোন ট্রেডিং কোম্পানি এর সাথে জড়িত থাকে। আবেদনকারীর আইনগত অস্তিত্ব যাচাইয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং একই সাথে যদি কোন ব্যক্তি আবেদনকারীর পক্ষে ব্যবসায়িক কার্য সম্পাদন করতে চায় তবে তার যথাযথ অনুমোদন অছে কি-না সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর গ্রাহক কোম্পানির ব্যবসা এবং সম্পদের উপর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকারীকে সনাক্ত করতে হবে বিশেষ করে কোম্পানির ভাল-মন্দ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী শেয়ারহোল্ডার বা অন্যান্যদের উপরও বিশেষ নজর রাখতে হবে।

৫.৪.২ ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বেই আবেদনকারী কোম্পানির নামে কোন কোম্পানি অছে কি নেই অথবা না থাকার পর্যায়ে চলে গেছে কিংবা বিলুপ্ত হয়েছে বা বিলুপ্ত হওয়ার পথে অথবা ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেছে-এসব বিষয়ে কোম্পানি সার্চ বা অন্য কোন বানিজ্যিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে।

৫.৪.৩ যে সমস্ত কোম্পানি বহির্বিশ্বে নিবন্ধিত অথবা যে সমস্ত কোম্পানির বাংলাদেশের সাথে প্রত্যক্ষ কোন ব্যবসায়িক সংযোগ নেই, সে সকল কোম্পানির সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৫.৪.৪ আবেদনকারী কোন স্বীকৃত স্টক এক্সচেঞ্জ এর তালিকাভুক্ত কোম্পানি অথবা উহার সাবসিডিয়ারি হয়ে থাকলে বাণিজ্যিক সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন নেই/হবে না।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

৫.৪.৫ **কোম্পানিসমূহ হতে গ্রহণযোগ্য দলিলাদি নিম্নরূপঃ**

- সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এর প্রত্যয়ন কপি, অফিসের নিবন্ধিত ঠিকানা এবং ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনার স্থান;
- মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন অথবা গ্রাহকের বিধিমালার প্রত্যয়ন কপি;
- হিসাব খোলা এবং হিসাব পরিচালনাকারীদের/চেক এ স্বাক্ষর প্রদানকারীদের ক্ষমতা অর্পন সংক্রান্তে বোর্ড সিদ্ধান্তের কপি;
- প্রার্থীর ব্যবসার ধরন, ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের কারণ, প্রত্যাশিত লেনদেন এর আকার ও সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা, টাকার উৎস সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বশেষ আর্থিক বিবরণীর একটি কপি;
- মূল সুবিধাভোগীদের (Principal Beneficial Owners) এর পরিচিতি সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক প্রমাণাদি সংগ্রহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে মূল সুবিধাভোগী বলতে কোম্পানির ২০ শতাংশ বা এর বেশী শেয়ার ধারণকারী অথবা কোম্পানির সম্পদের উপর মূল নিয়ন্ত্রণকারী (ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ) এবং (যার বা যাদের) নির্দেশনায় অনুমোদিত প্রতিনিধি/স্বাক্ষরপ্রদানকারী হিসাবটি পরিচালনা করে বা করতে পারে এবং যে (ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ) কোম্পানির নিয়মিত কর্মকর্তা, কর্মচারী অথবা কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ নন, তাঁদেরকে বোঝায়।
- অনুমোদিত প্রতিনিধি/স্বাক্ষরকারীর পরিচিতি সনাক্তকরণের পক্ষে সন্তোষজনক প্রমাণাদি এবং কোম্পানির সাথে তার সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে। তিনি কোম্পানির নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারী না হয়ে থাকলে কোম্পানি ও তার মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে। অনুমোদিত প্রতিনিধি/স্বাক্ষরকারী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রমাণাদি যাচাই করতে হবে;
- পরিচালকবৃন্দের তালিকা/রেজিষ্টার এর কপি;
- কোম্পানি সচিব/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হিসাব পরিচালনাকারীর দুই কপি সাম্প্রতিক তোলা ছবি;
- হিসাব পরিচালনাকারীর বর্তমান ও পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি।

৫.৪.৬ আবেদনকারী যদি নিজ নাম ভিন্ন অন্য কোন নামে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করে তবে আবেদনকারীর এইরূপ দ্বিতীয়/ভিন্ন নাম ব্যবহারের অর্থপূর্ণ কারণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত হতে হবে।

৫.৪.৭ নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গকে (স্বাভাবিক বা আইনগত অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ) অবশ্যই অত্র নির্দেশিকায় নির্দেশিত উপায়ে সনাক্ত করতে হবেঃ

- হিসাব/লেনদেন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালকবৃন্দ।
- হিসাব/লেনদেন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সকল অনুমোদিত স্বাক্ষর প্রদানকারী।
- হিসাব/লেনদেন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সকল পাওয়ার অব এটর্নী ধারণকারী।
- কোম্পানির সকল সুবিধাভোগী (Beneficial Owners)।
- একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারমালিকগণ।

৫.৪.৮ অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী পরিবর্তন হয়ে থাকলে বিদ্যমান সকল স্বাক্ষর প্রদানকারীর পরিচিতি যথাযথভাবে যাচাই নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া, কোম্পানির পরিচালক/শেয়ারহোল্ডার অথবা কোম্পানির ব্যবসার ধরন/কার্যক্রমে কোন প্রকার পরিবর্তন এসেছে কি-না, নির্দিষ্ট বিরতি পর পর তা পর্যবেক্ষণ করা সমীচীন হবে। মানিলন্ডারিং এর ক্ষেত্রে এরূপ পরিবর্তন অনুমোদিত স্বাক্ষর প্রদানকারী পরিবর্তনের চেয়েও বেশি গুরুত্ব বহন করে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

৫.৫ **অংশীদারি এবং একত্রীভূত নয় এমন ব্যবসাসমূহ**

৫.৫.১ অংশীদারি/যৌথ কারবার এবং কর্পোরেট রূপে গঠিত নয় এমন ব্যবসার ক্ষেত্রে অংশীদার/পরিচালকগণের পরিচয় আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর অজানা থাকলে সকল অংশীদার অথবা সমপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের পরিচিতি ব্যক্তি-ইউনিট গ্রাহকের মতই সনাক্ত ও যাচাই করতে হবে। এ ছাড়া, আনুষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব চুক্তি বিদ্যমান থাকলে ইউনিট ক্রয় এবং হিসাব পরিচালনার ক্ষমতা অর্পনের বিষয়ে অংশীদার অথবা সমপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের লিখিত অনুমোদন গ্রহণ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.৫.২ যৌথ ব্যবসা/অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা সম্বলিত তথ্য-প্রমাণ এবং সর্বশেষ হিসাব বিবরণী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত প্রতিবেদন) ও প্রতিবেদন এর একটি কপি সংগ্রহ করতে হবে।

৫.৫.৩ যৌথ ব্যবসার আইনসংগত উদ্দেশ্য নিশ্চিতকরণে অংশীদারিত্ব বা ব্যবসায়িক প্রকৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকতে হবে।

৫.৬ **হিসাব পরিচালনায় পাওয়ার অব এটর্নী/নমিনী/অনুমোদিত প্রতিনিধি নির্বাচন**

সম্পদের বিহিত করার জন্য পাওয়ার অব এটর্নীর মাধ্যমে এক ধরণের ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলা হয় এবং সেক্ষেত্রে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কে KYC প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে এবং একই সাথে পাওয়ার অব এটর্নী ধারক/গ্রহীতা, পাওয়ার অব এটর্নী মঞ্জুরকারী/দাতা, নমিনী ও তৃতীয় পক্ষকে চিহ্নিত করতে হবে। পাওয়ার অব এটর্নীর মাধ্যমে সংগঠিত সকল প্রকার লেনদেনের তথ্যাদি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.৭ **৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখের পূর্বে ক্রয়কৃত ইউনিট গ্রাহকের ক্ষেত্রে করণীয়**

৫.৭.১ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে প্রতিবেদন প্রদানকারী সংস্থা (Reporting Agencies) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুতরাং, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখের পূর্বে স্থাপিত ব্যবসায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে AML/CFT সংক্রান্ত আইন এবং KYC সহ বিভিন্ন আবশ্যকীয় করণীয়সমূহ প্রয়োগ করা হয়নি বলে অনুমিত হয়। কাজেই, যৌক্তিক ধারণা হ'ল, উক্ত তারিখের পূর্বে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ যে সকল ইউনিট গ্রাহকের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করেছে তাদের পরিচিত সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে অত্র নির্দেশিকার অনুরূপ যথেষ্ট/সন্তোষজনক দালিলায়িক প্রমাণাদি সংরক্ষণ করা হয়নি।

৫.৭.২ এ ধরণের পরিস্থিতিতে, বিদ্যমান ব্যবসায়িক সম্পর্কের বিপরীতে হালনাগাদ দালিলিক প্রমাণাদির অপ্রতুলতা আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ পরিচালন ঝুঁকি (Operational Risk) এবং অন্যান্য ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে। কাজেই ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখের পূর্বে ব্যবসায়িক সম্পর্ক শুরু করেছে এমন গ্রাহকদের (যাদের পরিচালিত হিসাবকে অত্র নির্দেশিকায় "লিগ্যাসি হিসাব" হিসেবে অভিহিত করা হবে) পরিচিতি সনাক্তকরণের সহায়ক দালিলিক প্রমাণাদির ক্ষেত্রে বর্তমান KYC প্রক্রিয়ার কোনরূপ অপর্যাপ্ততা রয়েছে কি-না তা আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ অবশ্যই পর্যালোচনা/যাচাই/পুনর্বিবেচনা করতে হবে। এই পর্যালোচনা/যাচাই/পুনর্বিবেচনা অবশ্যই ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখের পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে।

৫.৭.৩ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কে অবশ্যই উপরে বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিগ্যাসি হিসাবসমূহের (Legacy Accounts) পর্যালোচনা/যাচাই/পুনর্বিবেচনার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কে প্রথমে তাদের দ্বারা পরিচালিত লিগ্যাসি হিসাব (Legacy Accounts) সমূহের সংখ্যা নিরূপণ করতে হবে। তারপর উল্লিখিত সময়ের মধ্যে লিগ্যাসি হিসাব (Legacy Accounts) সমূহের KYC প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ অবশ্যই উক্ত কর্ম পরিকল্পনা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা ইস্যু হওয়ার তারিখ হতে তিন মাসের মধ্যে BFIU (Bangladesh Financial Intelligence Unit) এর কাছে জমা দিতে হবে এবং সেই সাথে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা প্রতিবেদন অবহিত করতে হবে (অ্যানেক্সার-৪ অনুযায়ী)।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

৫.৭.৪ লিগ্যাসি হিসাব (Legacy Accounts) সমূহের পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই গ্রাহকের পরিচিতি সনাক্তকরণে সহায়ক অথবা বিদ্যমান ব্যবসায়িক সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী তাদের নিকট সংরক্ষিত দালিলিক প্রমাণাদিতে কোনরূপ অপর্যাপ্ততা রয়েছে কি-না সে বিষয়টি নিরূপণ করতে হবে।

৫.৭.৫ এছাড়াও আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ নিশ্চিত করতে হবে যে, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০ এর পর থেকে এ পর্যন্ত (এই গাইডলাইনস্ এর ইস্যুর তারিখ পর্যন্ত) যে সমস্ত হিসাব খোলা হয়েছে সেগুলো বর্তমানে অনুসৃত **KYC/CDD** বিধিবিধান মেনেই করা হয়েছে। যদি **KYC/CDD** বিধিবিধান যথাযথভাবে পরিপালন ব্যতিরেকে এরূপ কোন হিসাব খোলা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা ইস্যু হওয়ার তারিখ হতে ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে তা বিধিসম্মত/নিয়মিত করতে হবে।

৫.৭.৬ ব্যবসায়িক সম্পর্কের ধরন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কিছু বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে, যেমনঃ কতদিন যাবৎ এই সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কতবার গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করেছে এবং কি আকারের কতবার লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে ইত্যাদি। এর মাধ্যমে বিদ্যমান KYC দলিলায়ন প্রক্রিয়া হালনাগাদকরণ অথবা পরিবর্তন করতে হবে কি-না তা নিরূপণ করা সহজ হবে।

৫.৭.৭ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কোন কারণে হারিয়ে যাওয়া কোন দলিল দস্তাবেজ সন্ধান করলে যত দ্রুত সম্ভব সেগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে এবং তথ্যাদি না পাওয়া পর্যন্ত অথবা প্রাথমিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করা পর্যন্ত সন্ধান কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে হবে। যৌক্তিক সময়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া দলিল দস্তাবেজ ফেরত পাওয়া না গেলে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কে উক্ত গ্রাহকের সাথে স্থাপিত ব্যবসায়িক সম্পর্কে ইতি টানার বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে।

৫.৮ সুবিধাভোগী মালিক (Beneficiary Owner)-দের পরিচিতি সনাক্তকরণ এবং যাচাইকরণ

৫.৮.১ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর অন্যতম দায়িত্ব হ'ল গ্রাহকের অন্তরালে সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের পরিচিতি সনাক্ত ও যাচাই করা। সুবিধাভোগী (যদি থাকে) সনাক্তকরণে যথোপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণের দায়িত্বও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের। প্রতিটি ক্ষেত্রে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ অবশ্যই গৃহীত পদক্ষেপের যথার্থতা বিচার করতে হবে।

৫.৮.২ এছাড়াও আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ গ্রাহকের পক্ষ থেকে সুবিধাভোগী ব্যক্তির পরিচিতি সম্পর্কে একটি অঙ্গীকারনামা বা ঘোষণা জমা নেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। গ্রাহক যদি বিশ্বস্ততা ও আইনগত বাধ্যবাধকতা বা দায়িত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে বা অন্য কোন বিশেষ কারণে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ নিকট প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচিতি সম্পর্কে সব কিছু খোলাখুলিভাবে প্রকাশ না করে বা বিশেষ কিছু অবহিত করা থেকে বিরত থাকে, যাদের বিদ্যমান থাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট অজানা নয়, সেক্ষেত্রে ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ ছাড় দিয়ে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ সরল বা Simplified CDD পদ্ধতি প্রয়োগ বিবেচনায় আনতে পারে।

৫.৮.৩ এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা সত্ত্বার তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত বা সহজলভ্য, সেগুলোর সুবিধাভোগী নির্ণয়ের চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তালিকাভূক্ত কোম্পানিসমূহের শেয়ার মালিকানা দ্রুত হাতবদল হতে পারে, তবে এক্ষেত্রে কোম্পানিসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার মালিকদের তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কেননা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের মালিকানা এবং গঠন কাঠামো সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা/কর্তৃপক্ষ বরাবর এবং নির্দেশিত গণমাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

৫.৯ তথ্যাদি ও দলিলাদির নির্ভরযোগ্যতা

৫.৯.১ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কর্তৃক ইউনিট গ্রাহক বা তৃতীয় কোন পক্ষ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি অথবা দলিলাদির নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকরণে যৌক্তিক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সেগুলো হালনাগাদ করতে হবে।

৫.৯.২ গ্রাহকবৃন্দ যদি মূল দলিলাদি প্রদানে সক্ষম না হয়, তবে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ যেমন-আইনজীবী ও হিসাবরক্ষক অথবা সিএমআই কর্তৃক গ্রহণযোগ্য যেকোন সম্মানিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত দলিলাদি বিবেচনায় নিতে পারে।

৫.১০ পরোক্ষ যাচাইকরণ

৫.১০.১ অনেক ক্ষেত্রে সামনাসামনি/বাস্তব যোগাযোগ স্থাপন ব্যতিরেকেই ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপিত হয় অথবা আর্থিক লেনদেন বা সেবা প্রদান করা হয়। বিশেষত গ্রাহকের তরফ থেকে ইন্টারনেট, ডাক অথবা টেলিফোনে যোগাযোগ স্থাপন বা নির্দেশনা গ্রহণ করে গ্রাহকের সাথে কোনরূপ ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন অথবা ব্যবসায়িক লেনদেন পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহের বিষয়ে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.১০.২ পরোক্ষ যোগাযোগে (সামনাসামনি/বাস্তব যোগাযোগ স্থাপন ব্যতিরেকেই) ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ নিম্নে বর্ণিত এক বা একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে:

- ইউনিট গ্রাহকের আবাসিক অথবা ব্যবসায়িক নম্বরে যোগাযোগ করে স্বতন্ত্রভাবে গ্রাহকের পরিচিতি সনাক্ত করা যেতে পারে;
- ইউনিট গ্রাহকের সাথে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন যথোপযুক্ত পদ্ধতিতে গ্রাহকের ঠিকানা নিশ্চিত করা যেতে পারে;
- ইউনিট গ্রাহকের সম্মতিতে গ্রাহকের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট এ টেলিফোন এর মাধ্যমে যোগাযোগপূর্বক করে চাকুরীতে গ্রাহকের অবস্থান সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিশ্চিত করা যেতে পারে;
- ইউনিট গ্রাহকের সাম্প্রতিক ব্যাংক হিসাব বিবরণী সংগ্রহের মাধ্যমে গ্রাহকের মাসিক বেতন/আয় সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিশ্চিত করা যেতে পারে;
- আইনজীবী অথবা নোটারী পাবলিক দ্বারা প্রত্যায়িত কপি সংগ্রহের মাধ্যমে গ্রাহকের পরিচিতি সনাক্তকরণের সমর্থনে উপস্থাপিত দলিলাদি চিহ্নিত করা যেতে পারে;
- ইউনিট গ্রাহকের হিসাবে প্রাথমিক জমা গ্রহণের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত (নিজ নামে খোলা) ব্যাংক হিসাবের চেক গ্রহণ করা যেতে পারে;
- পরোক্ষ গ্রাহক (Non-Face-to-Face Client) সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে CMI কর্তৃক নির্ভরযোগ্য অন্য কোন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫.১১ গ্রাহকের পরিচিতি সনাক্তকরণের সরল প্রক্রিয়া/ বা Simplified Client Due Diligence

৫.১১.১ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ যে সমস্ত ক্ষেত্রে এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় বা সন্তুষ্ট হওয়ার মত যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ থাকে যে, মানিলন্ডারিং অথবা সন্ত্রাসী অর্থায়নের ঝুঁকি তুলনামূলক কম, কেবলমাত্র তখনই সরল বা Simplified Client Due Diligence পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে ।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

৫.১১.২ গ্রাহকের পরিচিতি সনাক্তকরণে হ্রাসকৃত/ছাড়কৃত সরল পদ্ধতি/পদক্ষেপ বা Simplified Client Due Diligence প্রয়োগের পূর্বে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কে অবশ্যই কেস-টু-কেস ভিত্তিতে মানিলন্ডারিং অথবা সন্ত্রাসী অর্থায়ন এর ঝুঁকিসমূহ মূল্যায়ন করতে হবে। অতঃপর মুল্যায়নকৃত ঝুঁকির সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে গ্রাহকের পরিচিতি সনাক্তকরণে ক্ষেত্রবিশেষে এ ধরণের ছাড় দেওয়া যাবে। কখন আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ হ্রাসকৃত/ছাড়কৃত গ্রাহক Due Diligence (সিডিডি) পদক্ষেপ গ্রহণ করবে নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ প্রদান করা হ'ল:

- যখন CMI গ্রাহক সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি জনসমক্ষে প্রকাশিত তথ্য হতে সহজেই পেয়ে যায়;
- যখন CMI এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবসা করতে সম্মত হয়, যাদের সাথে ইতোপূর্বে ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকার কারণে তাদের সুদৃঢ় AML/CFT নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে CMI এর আগে থেকেই ভাল একটি ধারণা থাকে;
- যেখানে ইউনিট গ্রাহক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার উপর FATF কর্তৃক স্বীকৃত AML/CFT করণীয়সমূহ পরিপালনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে অথবা একটি তালিকাভুক্ত কোম্পানি যার উপর নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

৫.১১.৩ উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ হতে এটা পরিষ্কার যে, কোন পরিস্থিতিতে গ্রাহকের পরিচিতি সনাক্তকরণের সরল প্রক্রিয়া/ বা Simplified Client Due Diligence অনুসরণ গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ, গ্রাহক যদি এমন এক দেশের বা শাসন ব্যবস্থার এক্তিয়ারভুক্ত হন যেখানে AML/CFT ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত অথবা যেখানে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়নের ঝুঁকি বিদ্যমান বলে সিএমআই মনে করে।

৫.১২ PEPs সনাক্তকরণ এবং এদের সাথে ব্যবসা পরিচালনা

৫.১২.১ FATF এর মতে PEPs এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ:
PEPs হলো সেই ব্যক্তিবর্গ যারা অন্য একটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত, যেমনঃ রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান, উর্ধ্বতন রাজনীতিবিদ, উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা, বিচারক বা সেনাকর্তৃপক্ষ, রাষ্ট্রায়ত্ব কর্পোরেশনের উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ PEPs এর আওতায় পড়েন। মধ্যম বা নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ PEPs এর সংজ্ঞার মধ্যে পড়েন না, তবে PEPs-দের পারিবারিক সদস্য এবং/অথবা ঘনিষ্টজনেরা PEP'র আওতাভুক্ত। এছাড়া PEP শুধুমাত্র একজন গ্রাহক নয়, কোন একজন PEP'র হিসাবের সুবিধাভোগীও হতে পারেন।

৫.১২.২ *PEPs* এর হিসাবসমূহকে উচ্চ মাত্রার ঝুঁকিবাহী হিসাব হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে এবং *PEPs* এর যে কোন হিসাব খোলা বা পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনায় এনে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ অবশ্যই নিম্নবর্ণিত বর্ধিত ডিউ ডিলিজেন্স বা Enhanced Due Diligence (EDD) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে:

- গ্রাহক বা সুবিধাভোগী Politically Exposed Person কি-না তা নিরূপণে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ পর্যাপ্ত ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে এ ধরণের ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করা (অথবা বিদ্যমান গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়া) যেতে পারে;
- সম্পদ ও টাকার উৎস নির্ধারণে যৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- বর্ধিত ও চলমান ভিত্তিতে ব্যবসায়িক সম্পর্ক পর্যালোচনা, তদারকি ও পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

৫.১৩ অন্যান্য উচ্চমাত্রার ঝুঁকিসমূহ এবং বর্ধিত ডিউ ডিলিজেন্স বা Enhanced Due Diligence (EDD) পদ্ধতি

৫.১৩.১ PEPs ব্যতীত ভিন্ন শ্রেণির কিছু গ্রাহক আছে যাদের জন্য আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়নের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। এরূপ গ্রাহকের ক্ষেত্রে বর্ধিত ডিউ ডিলিজেন্স প্রয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়নে ঝুঁকির স্বরূপ মূল্যায়নের জন্য আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কে ইউনিট গ্রাহকের ধরন, গ্রাহক কর্তৃক ক্রয়কৃত পণ্য/সেবার ধরন, গ্রাহকের ব্যবসা পরিচালনার ভৌগোলিক অবস্থান এবং উচ্চ মাত্রার ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্ধিত ডিউ ডিলিজেন্স পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.১৩.২ এছাড়াও ভিন দেশি ব্যক্তিবর্গের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে যেখানে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে FATF স্বীকৃত পর্যাপ্ত AML/CFT ব্যবস্থা নেই। এরূপ ক্ষেত্রেও বর্ধিত ডিউ ডিলিজেন্স পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.১৪ জাতিসংঘের এবং স্থানীয় সিদ্ধান্তসমূহ পরিপালন করা

৫.১৪.১ ইউনিট সার্টিফিকেট ক্রয়ের প্রাক্কলে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ অবশ্যই বিশেষভাবে যাচাই-বাছাই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যার মাধ্যমে গ্রাহকের (ব্যক্তি/সত্ত্বা) নাম জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত রেজুলিউশন নং ১২৬৭ ও পরবর্তী ধাপসমূহে প্রদত্ত রেজুলিউশন নং যথাক্রমে ১৩৭৩, ১৫৪০, ১৭১৮, ১৭৩৭ এ তালিকাভূক্ত কিনা। এছাড়াও আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কে স্থানীয় পর্যায়ে যেমন বাংলাদেশ সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক-এর বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত তালিকাও বিবেচনায় আনতে হবে।

৫.১৪.২ যদি আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যক্তি/সত্ত্বার নাম গ্রাহক হিসেবে সনাক্ত করতে পারে তবে তার সাথে সাদরে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন না করে বিষয়টি সাথে সাথেই বাংলাদেশ সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক-এর BFIU (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট)-কে অবহিত করতে হবে। এছাড়াও, যদি উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যক্তি/সত্ত্বার নাম গ্রাহক হিসেবে পাওয়া গেলে কালবিলম্ব না করে এবং কোন প্রকার বিজ্ঞপ্তি প্রদান ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট হিসাব/হিসাবসমূহ অবরুদ্ধ (Freeze) করে ফেলতে হবে এবং বিষয়টি সাথে সাথেই BFIU (বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট)-কে অবহিত করতে হবে।

৫.১৫ যথাযথ গ্রাহক পরিচিতি সনাক্তকরণ বা CDD নিরূপণে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব

৫.১৫.১ যদি আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ যথাযথ গ্রাহক পরিচিতি সনাক্তকরণ বা CDD নিরূপণে মধ্যস্থতাকারী কোন প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে চায় তবে উক্ত মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান FATF কর্তৃক স্বীকৃত মানদন্ড অনুযায়ী নির্ধারিত AML/CFT ব্যবস্থাসমূহ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে যথাযথভাবে পরিপালন করছে, আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এরূপ সন্তুষ্টি বা আস্থা অর্জন করতে হবে।

৫.১৫.২ মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন অনুযায়ী আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ সন্তুষ্ট করতে পেরেছে কিনা, তা নিরূপণে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ অন্যান্যের মধ্যে পরবর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে পারে:

- মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান যে প্রান্তে বা আইনগত শাসনের আওতায় তার কার্যক্রম পরিচালনা করে, সেখানকার AML/CFT ব্যবস্থাসমূহ পরিপালন ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্তে প্রণীত কোন প্রতিবেদন বা বস্তুগত বিষয় যদি জনসমক্ষে প্রকাশিত থাকে, তবে তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সূত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারে (যেমন: FATF ও এর সহযোগী সত্ত্বা/প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রণীত পারস্পরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ অথবা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্ব ব্যাংক এর তত্ত্বাবধানে সূচিত 'দি ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রাম' এর আওতায় প্রণীত মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ);

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

- মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানটির পরিপালনকৃত AML/CFT বিধি-বিধানসমূহের গুনগত মান সম্পর্কে প্রণীত কোন প্রতিবেদন বা বস্তুগত বিষয় যদি জনসমক্ষে প্রকাশিত থাকে তবে তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সূত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারে;
- মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান যে আইনগত শাসনের আওতায় তার কার্যক্রম পরিচালনা করে, সেখানকার AML/CFT দায়-দায়িত্বের মাত্রা বা পরিসীমা সম্পর্কে পেশাদার পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে;
- মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান যে আইনগত শাসনের আওতায় তার কার্যক্রম পরিচালনা করে, সেখানকার সাথে বাংলাদেশের AML/CFT বিধি-বিধানের তুলনামূলক অবস্থান বা পার্থক্য পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫.১৫.৩ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ ইউনিট গ্রাহক পরিচিতি সনাক্তকরণ বা CDD নিরূপণে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের উপর যতটুকু নির্ভর করবে, ততটুকু তথ্য-প্রমাণাদি মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.১৫.৪ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ যদি ইউনিট গ্রাহক পরিচিতি সনাক্তকরণ বা CDD নিরূপণে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই উপরে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের শর্ত যথাযথভাবে পূরণ হয়েছে কি-না, যাচাই করতে হবে। ইউনিট গ্রাহক পরিচিতি সনাক্তকরণ বা CDD নিরূপণে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করাটা আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর জন্য নিরাপদ কি-না তা সতর্কতার সাথে যাচাই করতে হবে।

৫.১৬ পুনর্বিবেচনা এবং আধুনিকায়নকরণ

একটি নির্দিষ্ট সময় পর আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ গ্রাহকের ব্যাপারে সংরক্ষিত সব ধরণের তথ্যাদি পুনর্বিবেচনা বা পর্যালোচনা করতে হবে। যদি গ্রাহকের ব্যবসা, পেশা, ঠিকানা, পদবী অথবা যেকোন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয় তবে তা হালনাগাদ করতে হবে এবং সংরক্ষণ করতে হবে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

ষষ্ঠ অধ্যায়

লেনদেন পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ এর সংশোধনীসহ) অনুযায়ী আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন (STR) প্রস্তুতকরণ, যা AML/CFT ঝুঁকিসমূহ প্রতিরোধের একটি উত্তম হাতিয়ার। গ্রাহকের সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিত করার জন্য আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সতর্ক থাকতে হবে। আবার গ্রাহকের অস্বাভাবিক বা জটিল লেনদেনের ধরন বা প্রকৃতি চিহ্নিত করার যথাযথ ব্যবস্থাও আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ নিকট থাকতে হবে। এমনকি, গ্রাহকের সন্দেহজনক লেনদেনই নয় বরং গ্রাহকের সন্দেহজনক যে কোন কার্যক্রম এবং অস্বাভাবিক আচরণও বিবেচনায় নিতে হবে। গ্রাহকের অস্বাভাবিক কোন আচরণ বা কার্যক্রম চিহ্নিত করতে পারলে অবশ্যই STR প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬.১ সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন বা সন্দেহজনক কার্যক্রম প্রতিবেদন বলতে কি বোঝায় ঃ

৬.১.১ সাধারণত STR/SAR রিপোর্ট একটি নির্দিষ্ট ছকে বর্ণিত লেনদেন/কার্যক্রম প্রতিবেদন যাতে যুক্তিসংগতভাবে ধরে নেয়া হয় যে, সংশ্লিষ্ট তহবিল অপরাধলব্ধ আয়, মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যের সাথে সম্পৃক্ত কিংবা অন্তবর্তী সুবিধাভোগীর লেনদেন (Insider Trading) বা বাজারের অপকৌশল (Market Manipulation) হতে অর্জিত অথবা লেনদেনগুলো কোন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়নি। এই সমস্ত অস্বাভাবিক কার্যক্রম বা লেনদেন সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে হবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ MLPA, ২০১২ এবং ATA, ২০০৯ (২০১২ এর সংশোধনীসহ) অনুযায়ী বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) বরাবর প্রতিবেদন পেশ করবে।

৬.১.২ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ২(য) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী

"সন্দেহজনক লেনদেন অর্থ এইরূপ লেনদেন-

(১) যাহা স্বাভাবিক লেনদেনের ধরন হইতে ভিন্ন;

(২) যেই লেনদেন সম্পর্কে এইরূপ ধারণা হয় যে,

(ক) ইহা কোন অপরাধ হতে অর্জিত সম্পদ।

(খ) ইহা কোন সন্ত্রাসী কার্যে, কোন সন্ত্রাসী সংগঠনকে বা কোন সন্ত্রাসীকে অর্থায়ন।

(৩) যাহা এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারিকৃত নির্দেশনায় বর্ণিত অন্য কোন লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা।"

৬.১.৩ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এ ২ এর ১৬ নং (২০১২ এর সংশোধনীসহ) অনুযায়ী "সন্দেহজনক লেনদেন অর্থ এইরূপ লেনদেনঃ

(১) যাহা স্বাভাবিক লেনদেনের ধরন হতে ভিন্ন;

(২) যেই লেনদেন সম্পর্কে এইরূপ ধারণা হয় যে,

(ক) ইহা কোন অপরাধ হতে অর্জিত সম্পদ।

(খ) ইহা কোন সন্ত্রাসীকার্যে, কোন সন্ত্রাসী সংগঠনকে বা কোন সন্ত্রাসীকে অর্থায়ন।

(৩) যাহা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারিকৃত নির্দেশনায় বর্ণিত অন্য কোন লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা।"

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

৬.২ STR/SAR এর আলোকে অবশ্য পরিপালনীয় ঃ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫ (১) (ঘ) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে, একই অধ্যাদেশের ধারা ২ (য) এ সংজ্ঞায়িত কোন সন্দেহজনক লেন-দেন বা লেন-দেনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হলে অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) বরাবর সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত STR/SAR রিপোর্ট দাখিল করা। উপর্যুক্ত আইনের বর্ণিত ধারার মাধ্যমে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের উপর STR/SAR প্রতিবেদন দাখিলের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

৬.৩ STR/SAR এর গুরুত্ব ঃ

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় STR/SAR, আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর নিরাপত্তা ও সুদৃঢ়তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। STR/SAR দাখিলের সময় আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে ঃ

১. বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী এটা অবশ্য পালনীয়;

২. এটা প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে সহায়ক হবে;

৩. এটা প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসীসহ অন্যান্য অপরাধীকে সহায়তার ভিত্তিহীন অভিযোগ থেকে রক্ষা করতে সহায়ক হবে।

৪. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অর্থনৈতিক অপরাধ তদন্তে সহায়ক হবে।

৬.৪ কিভাবে সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করা যায়

৬.৪.১ সম্পন্নকৃত বা সম্পন্ন হওয়ার চেষ্টায় রত যে কোন লেনদেন, এর সাথে সম্পৃক্ত টাকার অংক যেমনই হোক না কেন, তাতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন কিংবা ইনসাইডার ট্রেডিং অথবা মার্কেট ম্যানুপুলেশন-জনিত অপরাধে জড়িত থাকার যৌক্তিক সম্ভাবনা রয়েই যায়। STR প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য লেনদেনের নির্দিষ্ট কোন আর্থিক পরিমাপ বা মানদন্ড নেই। সন্দেহজনক লেনদেন অনেকগুলো উপাদানের সংমিশ্রনে সংগঠিত হতে পারে, যা স্বতন্ত্রভাবে অতোটা গুরুত্বপূর্ণ না-ও হতে পারে। তবে, সামষ্টিকভাবে তারা এমন সন্দেহের উদ্রেক করে, যাতে বিশ্বাস করার যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ থাকে যে, লেনদেনটি কোন কমিশন অর্জন বা প্রাপ্তির প্রচেষ্টায় সংগঠিত মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন, ইনসাইডার ট্রেডিং অথবা মার্কেট ম্যানুপুলেশন-জনিত অপরাধ। সাধারণভাবে বলা যায়, যখনই কোন লেন-দেন (বা লেনদেনের সমষ্টি) এক প্রকার অস্বস্তি, দুর্বোধ্যতা বা অবিশ্বাস তৈরী করে, তখনই উক্ত লেনদেন মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন এর সাথে জড়িত থাকে বা থাকার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

৬.৪.২ লেনদেনের সূত্রপাত যেখানে অর্থাৎ, যেখান থেকে লেনদেন সংগঠিত হচ্ছে বা লেনদেনের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে সেই জায়গাটাই সন্দেহ বা সংশয় মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। এটি ব্যবসা ও গ্রাহকের ধরণের উপর নির্ভর করে। আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ সাধারণ ব্যবসায়িক নিয়মাচারের আলোকে এবং ইউনিট গ্রাহক সম্পর্কে বাস্তব ধারণার ভিত্তিতে লেনদেনের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও মানদন্ড নির্ধারণ করতে হবে। বাস্তবিকপক্ষে, মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়ন কিংবা ইনসাইডার ট্রেডিং অথবা মার্কেট ম্যানুপুলেশন-জনিত অপরাধের সংশয় বা অস্তিত্ব নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ বা উপাদান হিসেবে সেই সমস্ত লেনদেনসমূহ বিবেচনা করা যায়, যেগুলো সংশ্লিষ্ট শিল্পের সাধারণ নিয়মাচার হতে ভিন্ন প্রকৃতির বা অসঙ্গতিপূর্ণ। গ্রাহকের ব্যবসা, অর্থনৈতিক ইতিহাস, অতীত অভিজ্ঞতা, আচরণ ইত্যাদি সংশয়াপন্ন উপাদান বা অনুসঙ্গসমূহের যৌক্তিক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করতে হবে। এটা মনে রাখতে হবে যে, মানুষকে নয়, আচরণকে সন্দেহ করতে হবে। আরো মনে রাখতে হবে যে, কোন একটি স্বতন্ত্র বিষয় নয় বরং একাধিক বিষয় একসঙ্গে বিবেচনায় আনতে হবে। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় একটা উপসংহারে আসতে হবে যে, লেনদেনটি মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়ন কিংবা ইনসাইডার ট্রেডিং অথবা মার্কেট ম্যানুপুলেশন-জনিত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত কি-না।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

৬.৪.৩ লেনদেনের ধরন কার্যক্রম, আকার বা জটিলতা ইত্যাদি বিচারে অথবা গ্রাহকের ঘোষিত তথ্যের সাথে সংঘটিত লেনদেনে উল্লেখযোগ্য অমিল পরিলক্ষিত হলে এরূপ লেনদেন সন্দেহজনক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এর সাথে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দূরদর্শিতাও যোগ করতে হবে। যদি কোন কর্মকর্তা অস্বাভাবিকতা বা সংশয়ের উত্তর খুঁজে না পান তবে তা রিপোর্টে উল্লেখ এবং/ অথবা সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল, সন্দেহের উদ্রেক শুধুমাত্র লেনদেনের সময়ই নয়, KYC ফর্ম পূরণ বা লেনদেন প্রচেষ্টার সময়েও হতে পারে।

৬.৪.৪ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ জাতিসংঘ এবং দেশীয় অনুমোদিত/স্বীকৃত তালিকা অনুসরণ করতে হবে। যদি আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর ইউনিট ক্রয়, লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টার সময় এমন কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বাকে সনাক্ত করতে পারে, যারা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ রেজুলিউশন ১২৬৭ ও পরবর্তী ১৩৭৩, ১৫৪০, ১৭১৮, ১৭৩৯নং সিদ্ধান্তসমূহের অধীনে তালিকাভুক্ত, তবে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ অবশ্যই তাৎক্ষনিক লেনদেনটি অবরূদ্ধ করে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কে যত দ্রুত সম্ভব অবহিত করতে হবে।

৬.৫ লেনদেন পর্যক্ষেণ পদ্ধতি

৬.৫.১ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ গ্রাহকের সাথে স্থাপিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে গ্রাহকের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য কার্যকর পদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকতে হবে। ব্যবসার ধরনের উপর পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি নির্ভর করে। এ ধরনের পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে লেনদেনে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন বা লেনদেনের ধরণে কোনরূপ অসংগতি বা যে কোন ধরনের প্রতারণামূলক কর্মকান্ড, ইনসাইডার ট্রেডিং অথবা মার্কেট ম্যানুপুলেশন-জনিত অপরাধ সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকা। অসংগতি বা অস্বাভাবিকতার পরিমাপক হচ্ছে হিসাব খোলাকালে ঘোষিত উদ্দেশ্যের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির বা ব্যতিক্রমী লেনদেন। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণে রাখা যেতে পারে ঃ

* লেনদেনের ধরন;
* লেনদেনের সংখ্যা/পরিমাণ;
* লেনদেনের প্যাটার্ণ;
* অস্বাভাবিক বড় আকারের লেন-দেন;
* ভৌগোলিক উৎপত্তিস্থল/গন্তব্যস্থল;
* হিসাব সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপ;
* মার্কেট ম্যানুপুলেশন-জনিত সম্ভাব্য লেনদেন;
* ইনসাইডার ট্রেডিং-জনিত সম্ভাব্য লেনদেন;
* যে কোন ধরণের জালিয়াতি বা প্রতারণামূলক কর্মকান্ড।

৬.৫.২ এটি স্বীকৃত যে, সবচেয়ে কার্যকর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি হচ্ছে কম্পিউটারাইজড্ ও ম্যানুয়াল পদ্ধতির সংমিশ্রণ। আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ একটি প্রাতিষ্ঠানিক কমপ্লায়েন্স সংস্কৃতি (Corporate Compliance Culture) এবং যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে যারা গ্রাহকের দৈনন্দিন কারবার বা লেনদেনে সম্পৃক্ত থেকে একটি কার্যকর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে।

৬.৫.৩। আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এই নির্দেশিকার ৬.৯ অনুচ্ছেদ এর নির্দেশনাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে STR/SAR রিপোর্ট তৈরী করতে পারে।

৬.৬ সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম প্রতিবেদন প্রক্রিয়া

৬.৬.১ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কর্তৃত্বাধীনে রচিত একটি নিজস্ব লিখিত ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যকলাপ সনাক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে রিপোর্টিং চেইন এবং করণীয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর সম্যক জ্ঞান থাকে। এরূপ প্রক্রিয়াসমূহ 'AML/CFT Compliance Unit' কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধি-বিধানের প্রেক্ষিতে হালনাগাদ করতে হবে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

৬.৬.২ সব ধরণের সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যকলাপ 'AML/CFT Compliance Unit' প্রধানের কাছে পৌঁছাতে হবে এবং কোন একটি দৃষ্টিগোচরকৃত তথ্য প্রকাশ প্রচলিত বিধি-বিধানের আওতায় আইনানুগ কি-না তা নির্ধারণের ক্ষমতা তাঁর থাকবে। এ ধরণের প্রতিবেদন কে 'অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন' নামে অভিহিত করা যায়। 'অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন' প্রণয়নের জন্য শাখা কার্যালয়গুলোকে অত্র নির্দেশিকার অ্যানেক্সার-২ এ প্রদর্শিত ফরম্যাট ব্যবহার করতে হবে। যাহোক, শাখা প্রধান/ইউনিট প্রধানগণ সন্দেহজনক প্রতিবেদনে যথাযথ প্রমাণ দাখিল সাপেক্ষে সন্দেহজনক প্রতিবেদন সম্পর্কে এই মর্মে মতামত প্রদান করতে পারবেন যে কেন তাদের মনে হয় যে কোন একটি দৃষ্টিগোচরকৃত তথ্য সন্দেহজনক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা সমর্থনযোগ্য নয়।

৬.৬.৩ সকল প্রকার সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন অত্র নির্দেশিকার অ্যানেক্সার-১ এ প্রদর্শিত ফরম্যাট অনুযায়ী বা সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদন পাঠানোর ঠিকানা নিম্নরূপ:

মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (১১তম তলা)
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

৬.৬.৪ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ সন্দেহজনক সকল লেনদেন বা কার্যাবলীর অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন বা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) এ প্রেরিত STR/SAR প্রতিবেদন এর রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

৬.৬.৫ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ সংক্ষিপ্ত STR প্রতিবেদনসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রতিটি ষান্মাসিক ভিত্তিতে ষান্মাসিক শেষ হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অত্র নির্দেশিকার অ্যানেক্সার-৫ এ প্রদর্শিত ফরম্যাট অনুযায়ী বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বরাবর প্রেরণ করতে হবে। যদি সংশ্লিষ্ট ষান্মাসিকে সন্দেহজনক কোন লেনদেন না থাকে, সেক্ষেত্রে STR/SAR প্রতিবেদনে "NIL" লিখে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৬.৬.৬ সংশ্লিষ্ট সকলের বোঝার সুবিধার্থে STR/SAR সনাক্তকরণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রক্রিয়ার একটি ফ্লো-চার্ট নিম্নে উপস্থাপিত হলো ঃ

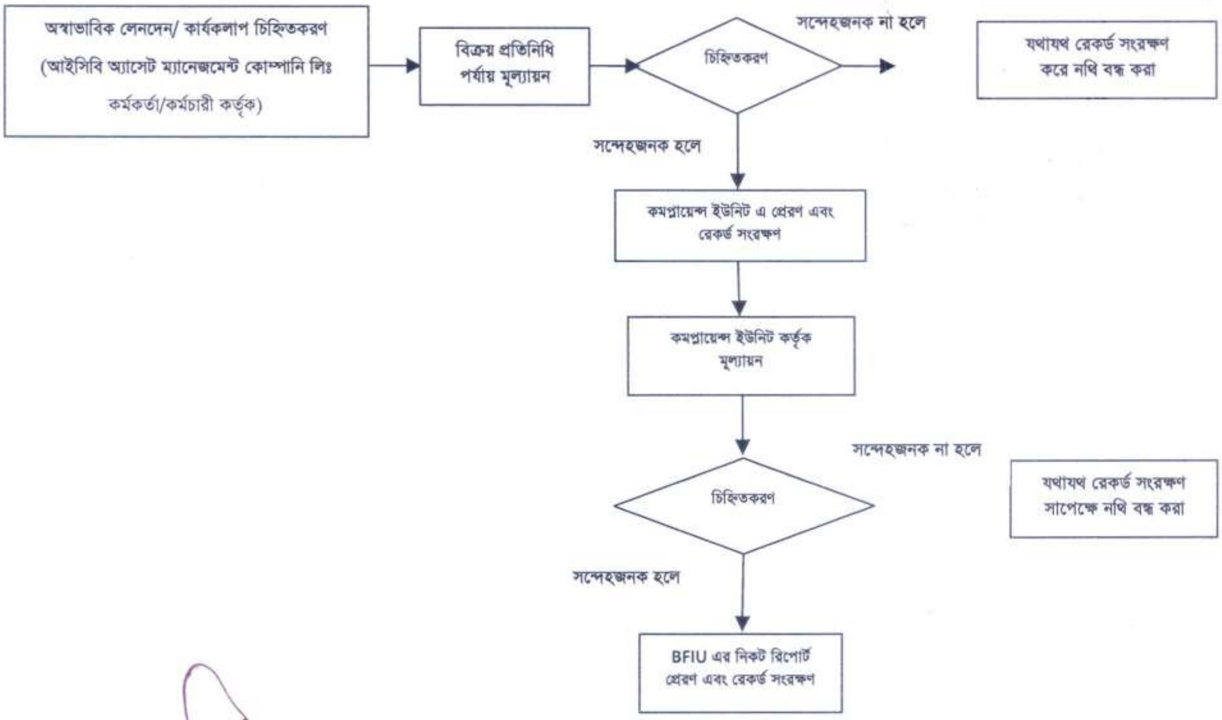

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

৬.৭ প্রতিবেদন প্রণয়নে "নিরাপদ নোঙর" প্রক্রিয়া অনুসরণ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ আইনের বা বিধির অধীনে গ্রাহকের সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যকলাপ সম্পর্কিত প্রতিবেদন সরল বিশ্বাসে যথাযথ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ BFIU বরাবর দাখিল করার ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকলে, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পর্ষদ বা কর্মরত কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী বা প্রশাসনিক বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাবে না। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ আইনের (২৮) নং ধারা রিপোর্টিং কাজের জন্য এরূপ "নিরাপদ নোঙর" এর বিধান করেছে। পক্ষান্তরে, আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ যদি রিপোর্ট প্রদানে ব্যর্থ হয় তবে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর (২৩) নং ধারা অনুযায়ী দন্ডিত হবে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩(৩) নং হতে পরবর্তী ধারাসমূহ নিম্নরূপ:

"(৩) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন কোন যাচিত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসেবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৪) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন যাচিত বিষয়ে কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৫) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এই আইনের আওতায় জারীকৃত কোন নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসেবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতিটি অপরিপালনীয় বিষয়ের জন্য জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৬) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত কোন অবরুদ্ধ বা স্থগিত আদেশ পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অন্যূন উক্ত ব্যাংক হিসাবে স্থিতির সমপরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবে যাহা নির্দেশনা জারীর তারিখ হিসাবে স্থিতির দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

(৭) এই আইনের ধারা ২৩ ও ২৫ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা প্রদানে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সত্ত্বা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিজ নামে যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে তাহা আদায়ে প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক আদালতে আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

(৮) উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) ও (৬) অনুযায়ী কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে জরিমানা করা হইলে এই জন্য দায়ী উক্ত সংস্থার মালিক, পরিচালক, কর্মকর্তা-কর্মচারী বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধেও বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যূন ১০ (দশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।"

মোঃ আলাউদ্দিন খান প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার চেয়ারম্যান

৬.৮ তথ্য প্রকাশের "হুঁশিয়ারিমূলক" ধারা

STR/SAR প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত কোন তথ্য ফাঁস অথবা বাইরে প্রকাশের ব্যাপারে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর (৬) নং ধারায় কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর (৬) নং ধারা নিম্নরূপঃ

"(১) কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে তদন্ত সম্পর্কিত কোন তথ্য বা প্রাসংগিক অন্য কোন তথ্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করিবেন না।

(২) এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা এজেন্ট কর্তৃক চাকুরীরত বা নিয়োগরত থাকা অবস্থায় কিংবা চাকুরী বা নিয়োগজনিত চুক্তি অবসায়নের পর তৎকর্তৃক সংগৃহীত, প্রাপ্ত, আহরিত, জ্ঞাত কোন তথ্য এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার বা প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।"

৬.৯ সন্দেহজনক নির্দেশকসমূহ

নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ সন্দেহজনক লেনদেন সম্পাদন বা সম্পাদনের প্রচেষ্টার সাধারণ বা প্রচলিত কিছু নির্দেশক দেখানো হলো ঃ

* গ্রাহক কর্তৃক মিথ্যা বা অবাস্তব তথ্য দেয়;
* গ্রাহক যদি কোন সেবার বিনিময়ে টাকা, উপহার বা অস্বাভাবিক আনুকূল্য প্রদান করতে চায়, যা আপাত দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক মনে হয়;
* গ্রাহক যদি মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়ন কিংবা ইনসাইডার ট্রেডিং অথবা মার্কেট ম্যানুপুলেশন-জনিত অপরাধের সাথে জড়িত সন্দেহে তদন্তনাধীন থাকে;
* বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে (গণমাধ্যম বা অন্য কোন উন্মুক্ত সূত্র) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যদি জানা যায় যে, গ্রাহক অবৈধ বা বেআইনি লেনদেন/কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত;
* জাতিসংঘ বা দেশের অনুমোদিত/স্বীকৃত (অপরাধীর) তালিকায় যদি গ্রাহকের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকে;
* জানামতে কোন নতুন বা সম্ভাব্য গ্রাহকের যদি প্রশ্নবিদ্ধ আইনগত অবস্থানের দুর্নাম থেকে থাকে অথবা বা গ্রাহকের যদি অপরাধমূলক কর্মকান্ড সংঘটনের একটি অতীত ইতিহাস থেকে থাকে;
* যদি লেনদেনের নেপথ্যে সন্দেহজনক কোন শেল সত্ত্বা (Shell Entity) রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় (অর্থাৎ এমন একটি কর্পোরেশন যার নিজস্ব কোন সম্পদ বা পরিচালন কার্যক্রম নেই এবং যেটি বাস্তবে অস্তিত্বহীন সত্ত্বা);
* গ্রাহক যদি লেনদেন/CDD কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি/দলিলাদি সম্পন্ন করার পরিবর্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের উদ্দেশ্যমূলকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে;
* গ্রাহক যদি এমন সব প্রশ্ন উত্থাপন করে যা দেখে রিপোর্টিং এড়ানোর প্রচেষ্টা বলে প্রতীয়মান হয়;
* গ্রাহক যদি সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং সম্পর্কে ব্যতিক্রমী বা ভিন্নমতধর্মী জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন;
* গ্রাহক যদি অতি উৎসাহী হয়ে তহবিলকে "পরিষ্কার" বা "লন্ডারিংকৃত" নয় বলে দেখানোর প্রয়াসে তাড়াহুড়ো একটা ভাব দেখায়;
* গ্রাহক যদি অন্যদের সাথে মিলে গ্রাহক সনাক্তকরণ, লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য প্রমাণ (Record) সংরক্ষণ বা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তকরণ এড়ানোর চেষ্টা করেন;
* গ্রাহক যদি সন্দেহজনক বা অস্পষ্ট তথ্য পরিবেশন/দাখিল করে;
* গ্রাহক যদি মিথ্যা, জাল, বিকৃত বা অযথার্থ পরিচয় প্রদান করে বা সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করে;
* গ্রাহক যদি নিজের পরিচয় সনাক্তকরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি/দলিলাদি দাখিলে অস্বীকৃতি জানায়;
* গ্রাহক যদি শুধুমাত্র নিজের পরিচয় সনাক্তকরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি/দলিলাদি দাখিল করে;

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

* গ্রাহক যদি নিজের পরিচয় সনাক্তকরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি/দলিলাদির পরিবর্তে অন্যান্য কাগজপত্রাদি/দলিলাদি জমা দিয়ে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে;
* গ্রাহকের ব্যক্তিগত পরিচিতিমূলক তথ্যাবলীতে টেলিফোন নম্বরের মত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অভাব থাকলে;
* কর্পোরেট দলিলাদি উপস্থাপনে গ্রাহকের অযথা কালক্ষেপণ বা অনীহা দেখা গেলে;
* পরিচয় সনাক্তকরণের পক্ষে উপস্থাপিত সকল দলিলাদি বিদেশী বা যেগুলো যাচাই অনুপযোগী;
* উপস্থাপিত সনাক্তকরণ দলিলাদি নতুন বা নতুন ইস্যুকৃত;
* গ্রাহক কর্তৃক একেক সময় একেক রকম সনাক্তকরণ দলিলাদি উপস্থাপন;
* সনাক্তকরণ দলিলাদি চাওয়াতে গ্রাহক কর্তৃক লেনদেনের পরিবর্তন সাধন করা হলে;
* প্রত্যেকবার লেনদেনের পর গ্রাহক কর্তৃক ভিন্ন ধরণের সনাক্তকরণ দলিলাদি উপস্থাপন;
* নিষ্ক্রিয় থাকা হিসাবে হঠাৎ করে বড় ধরণের বিনিয়োগ পরিলক্ষিত হলে, যা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নৈমিত্তিক বিনিয়োগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বা গ্রাহক এর ঘোষিত আর্থিক সামর্থ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়;
* তৃতীয় পক্ষের সাথে কোন লেনদেনের ক্ষেত্রে লেনদেনের সুবিধাভোগী বা বিপরীত পক্ষের পরিচয় গোপন করা হলে;
* গ্রাহক নগদ টাকায় বিনিয়োগের প্রচেষ্টা চালালে;
* গ্রাহক যদি অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িত থাকার কথা ঘোষণা দেয়া বা স্বীকারোক্তি প্রদান করে;
* গ্রাহক যদি তার আবাসিক ঠিকানায় যোগাযোগ রক্ষা করতে অপারগতা প্রকাশ করে;
* গ্রাহক কর্তৃক আপাত কোন কারণ ছাড়াই একই এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে হিসাব সংরক্ষণ করা হলে;
* গ্রাহক কর্তৃক উপুর্যপরি একই ঠিকানা একাধিক নামে ব্যবহার করা হলে;
* গ্রাহক যদি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং নীতিমালাসমূহ নিয়ে অস্বাভাবিক কৌতুহল প্রদর্শন করে;
* গ্রাহক কর্তৃক লেনদেন সম্পর্কিত বিভ্রান্তিকর বিবরণ প্রদান বা লেনদেনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করা হলে;
* যদি পরিলক্ষিত হয় যে, গ্রাহক প্রথাবিরোধী হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিকভাবে বড় লেনদেনের তথ্য সংরক্ষণ করছে অথবা হিসাবভুক্ত করছে না;
* গ্রাহক কর্তৃক লেনদেনের স্বপক্ষে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা বা যুক্তি প্রদান;
* গ্রাহক গোপনীয়তাপ্রিয় হলে এবং স্বশরীরে কারো সামনে হাজির হতে অপারগতা প্রদর্শন করলে;
* গ্রাহক যদি স্নায়ুবিক চাপে ভুগে এবং লেনদেনের তথ্য সংরক্ষণে অনীহা প্রকাশ করে;
* গ্রাহক সন্দেহজনক লেনদেনে জড়িত, তবে তাকে দেখে মানিলন্ডারিং কার্যকলাপের ব্যাপারে অজ্ঞ মনে হলে;
* ইউনিট ক্রয়ের অব্যবহিত পরে গ্রাহকের আবাসিক ও ব্যবসায়িক ফোন নম্বরে ফোন করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন পাওয়া গেলে অথবা ঐ নম্বরে গ্রাহকের নামে কাউকে পাওয়া না গেলে;
* সাধারণ প্রচেষ্টায় নতুন অথবা সম্ভাব্য গ্রাহকের অতীত ইতিহাস যাচাই করা কঠিন হলে;
* গ্রাহক তৃতীয় কোন পক্ষের হয়ে কাজ করছে বলে অনুমিত হচ্ছে, কিন্তু আপনার নিকট তা প্রকাশ করছে না বা ধরা দিচ্ছে না;
* গ্রাহক তাড়াহুড়া করে কোন লেনদেন সম্পন্ন করতে প্ররোচিত করলে;
* গ্রাহক কর্তৃক উপস্থাপিত লেনদেনে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হলে;
* লেনদেনটি কোন অর্থ বহন না করলে অথবা গ্রাহকের স্বাভাবিক বা প্রত্যাশিত কার্যকলাপের সাথে সংগতিপূর্ণ না হলে;
* গ্রাহক সাম্প্রতিক সময়ে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, এরূপ পরিলক্ষিত হলে;
* গ্রাহক কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সাথে ঘনিষ্ট সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরীর চেষ্টা করলে;
* গ্রাহক কল্পিত নাম বা খেতাব এবং সমজাতীয় বা কাছাকাছি বিভিন্ন ঠিকানা ব্যবহার করলে;

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

* গ্রাহক প্রতিটি লেনদেনে নিজ নামের বানান পরিবর্তন করলে;
* গ্রাহক যখন সড়ক ঠিকানার পরিবর্তে পোষ্ট অফিস বক্স বা বিতরণের সর্বজনীন ঠিকানা বা চিঠি ফেলার বাক্স ব্যবহার করে, আর এটা যদি হয় উক্ত এলাকায় ঠিকানা সনাক্তকরণের প্রথাবিরোধী;
* গ্রাহক কর্তৃক বড় অংকের নগদে পরিশোধ করে;
* গ্রাহকের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন হিসাবে ইউনিট সার্টিফিকেট স্থানান্তর করা হলে;
* একই ইউনিট সার্টিফিকেট ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কতিপয় সংখ্যক গ্রাহক কর্তৃক কাছাকাছি সময়ে হিসাব খুললে;
* গ্রাহক যদি কোন প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী হয়ে বেনামী কোন পক্ষের হয়ে স্বল্প মূল্যের অধিক সংখ্যক ইউনিট ক্রয় করেন;
* পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নয় এমন গ্রাহকবৃন্দ যদি একযোগে তাদের ফান্ড একই ইউনিট সার্টিফিকেট ক্রয়ের উদ্দেশ্যে জমা দেয়;
* লেনদেনে এমন এক ব্যক্তি বা সত্ত্বা জড়িত, যিনি ইতোপূর্বে অনিয়মিত বা অসংগত লেনদেনের দায়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক তালিকাভুক্ত বা জরিমানার দন্ডে দন্ডিত হয়েছিলেন;
* বড় আকারের লেনদেন যা ইউনিটের দাম অপচেষ্টার মাধ্যমে প্রভাবান্বিত (Manipulate) করতে পারে।
* গ্রাহকের মৌলিক উপাদান/তথ্যসমূহ বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত;
* গ্রাহক যদি তৃতীয় পক্ষের নামে ইনস্ট্রুমেন্ট ক্রয়/বিনিয়োগের চেষ্টা করে;
* গ্রাহকের নামে পরিশোধযোগ্য বা অনুমোদনকৃত তৃতীয় পক্ষের চেক এর মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা হলে;
* প্রতিষ্ঠানের স্বীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী বা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আত্মীয়স্বজন কর্তৃক যদি কোন লেনদেন সংঘটিত হয়, যার সুবিধাভোগী পক্ষ অপরিচিত;
* গ্রাহক যদি ভিন্ন নামে (অর্থাৎ নমিনী হিসাবে) Third-Party ইউনিট ক্রয় করে;
* গ্রাহক যদি এমন চেকের মাধ্যমে লেনদেন পরিশোধ করে, যার পরিশোধকারী তৃতীয় পক্ষ;
* গ্রাহক ব্যতীত যদি অন্য কোন ব্যক্তি নামে অস্বাভাবিক বড় আকারের ইউনিট সার্টিফিকেটে বিনিয়োগ থাকে;
* গ্রাহক যদি অফশোর ব্যাংক শাখায় কাস্টডিয়ান বা ব্রোকারেজ হিসাব পরিচালনা করে এবং উক্ত ব্যবসায়িক সম্পর্কের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন কারণ ব্যাখ্যা না করে;
* প্রস্তাবিত লেনদেন এর অর্থ যদি আন্তর্জাতিক ওয়েব নির্ভর বা তার বার্তা পরিশোধ পদ্ধতির মাধ্যমে নির্দিষ্টভাবে এমন কোন দেশ থেকে যোগান দেয়া বা পরিশোধ করা হয়, যে দেশে যথাযথ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ প্রক্রিয়া বিদ্যমান নেই।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

সপ্তম অধ্যায়

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর অন্যান্য আবশ্যকতাসমূহ

৭.১ প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা

৭.১.১ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩ (১) (চ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে এই আইনের সুষ্ঠ প্রয়োগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনায় যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ সভা, সেমিনার, ইত্যাদির আয়োজন করা। আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ অবশ্যই এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শতভাগ জনবলকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৭.১.২ AML/CFT নীতমালা বাস্তবায়নে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর ইউনিট বিক্রয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের "Know Your Client" পদ্ধতি সম্পর্কে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র গ্রাহকের প্রকৃত পরিচয় সনাক্তকরণের পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করলেই চলবে না, এক্ষেত্রে গ্রাহকের সাথে যেহেতু একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয় রয়েছে, সেহেতু গ্রাহকের ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের ধরন বা পদ্ধতি জানা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত করতে হবে, কেননা এর ফলে গ্রাহকের হিসাবের সন্দেহজনক/অস্বাভাবিক লেনদেনসমূহ চিহ্নিত করা সহজ হবে। গ্রাহকের লেনদেনের ধরন বা পরিস্থিতির যে কোন পরিবর্তন সম্পর্কে দায়িত্বরত কর্মকর্তাগণকে পর্যাপ্ত জ্ঞানে ও প্রশিক্ষণে সজ্জিত/প্রস্তুত থাকতে হবে যাতে অপরাধমূলক কার্যক্রম সনাক্ত করা যায়।

৭.১.৩ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মানিলন্ডারিং/সন্ত্রাসবাদ অর্থায়ন প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.১.৪ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ ইউনিট গ্রাহক হিসাবে লেনদেন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত নবাগত/নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পদ বা অবস্থানের জ্যেষ্ঠতা নির্বিশেষে মানিলন্ডারিং কার্যক্রমের অতীত প্রেক্ষাপট সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধি সৃষ্টি এবং সন্দেহজনক লেনদেনসমূহ প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করে 'AML/CFT Compliance Unit' প্রধান বরাবর পেশ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালনায় কোন বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হলে তা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের বোঝাতে হবে। তাদের এই বলে সতর্ক করতে হবে যে, যথাযথ প্রতিবেদন দাখিল করা তাদের অন্যতম আইনানুগ ও সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব।

৭.১.৫ 'AML/CFT ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ হতে হবে যুগোপযোগী। সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কর্মসূচি বার বার পর্যালোচনা ও পুনরাবৃত্তি করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর (অন্তত বছরে একবার) নবায়নী প্রশিক্ষণ বা Refresher Training-এর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকে।

৭.২ নিয়োগ প্রক্রিয়া

যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ জনবল নিয়োগের স্বার্থে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ কঠোর নিয়োগ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে। এক্ষেত্রে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ অবশ্যই সম্ভাব্য নিয়োগপ্রাপ্তদের অতীত অভিজ্ঞতা, সুনাম, দুর্নাম ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যানুসন্ধান ও যাচাই করতে হবে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

৭.৩ তথ্য সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ন্যূনতম পাঁচ (০৫) বছর পর্যন্ত গ্রাহক হিসাবের যাবতীয় লেখ্যপ্রমাণ অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে এবং সংরক্ষিত লেখ্যপ্রমাণে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে:

- ইউনিট ক্রয় সম্পর্কিত লেখ্যপ্রমাণ (Records);
- ইউনিট গ্রাহকের পরিচিতি সনাক্তকরণ দলিলাদি;
- হিসাবসমূহ/লেনদেনসমূহ;
- নমুনা স্বাক্ষর বহনকারী কার্ড, ইউনিট সার্টিফিকেট ক্রয়ের আবেদন ;
- সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যক্রমের কিছু লেখ্যপ্রমাণ (Records);
- গ্রাহকের হিসাব বিবরণী;
- STR প্রতিবেদনের লেখ্যপ্রমাণ (Records);
- সনাক্তকরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলীর লেখ্যপ্রমাণ (Records);
- সনাক্তকরণ দলিলাদি;
- গ্রাহক হিসাব হালনাগাদকরণ সম্পর্কিত তথ্যাদি;
- বৈদেশিক PEP চিহ্নিতকরণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত লেখ্যপ্রমাণ (Records)।

৭.৩.১ STR এবং তদন্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংরক্ষণ

BFIU, বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিকট দাখিলকৃত STR অথবা গ্রাহক বা গ্রাহকের লেনদেন সংক্রান্ত কোন বিষয়াদি তদন্তাধীন থাকলে BFIU এর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন তথ্য বিনষ্ট করা বা মুছে ফেলা যাবে না। বরং তদন্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, এমনকি পাঁচ (০৫) বছরের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও গ্রাহক হিসাবের সকল প্রকার তথ্যাদি সংরক্ষণের দায়িত্ব রিপোর্টিং এজেন্সি হিসেবে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ উপর বর্তাবে। তদন্তের বিষয়াদি যথাযথভাবে সংরক্ষণের নিমিত্তে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এরূপ তথ্যাবলী একটি রেজিস্টার খাতায় লিপিবদ্ধ করে অথবা তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত সকল প্রকার তদন্তের তথ্য ও মন্তব্য সম্বলিত লেখ্য প্রমাণসমূহ অথবা BFIU, বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিকট দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ সারণীবদ্ধ বা ছকবদ্ধ আকারে সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ আলাদাভাবে রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে যাতে তদন্ত সম্পর্কিত নিম্নোক্ত বিষয়াদি লিপিবদ্ধ থাকে ঃ

ক) তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ ও STR/SAR এর যোগসূত্রসমূহ;

খ) তদন্তের ধরন ও তারিখ;

গ) তদন্ত পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের বিবরণ, তদন্তকৃত বিষয়াবলী ও সূত্রসমূহ; এবং

ঘ) জড়িত হিসাবসমূহের বিস্তারিত বিবরণ।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

৭.৪ আত্ম-মূল্যায়ন এবং স্বতন্ত্র যাচাইকরণ প্রক্রিয়া

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ 'AML/CFT Compliance Unit'-কে সময়ে সময়ে অথবা বছরে ন্যূনতম ০২ (দুই) বার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/পরিচালনা পর্ষদকে এই মর্মে অবহিত করতে হবে যে, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াসমূহ ও সংবিধিবদ্ধ দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করা হচ্ছে। উক্ত প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত তিনটি (০৩) জিজ্ঞাসার সদুত্তর থাকতে হবে ঃ

- প্রতিষ্ঠানের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে কোন প্রক্রিয়া চালু রয়েছে কিনা ?
- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধক প্রক্রিয়াসমূহ দৃঢ়ভাবে পরিপালন করা হচ্ছে কি না ?
- অনুসৃত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ প্রক্রিয়াসমূহ অনুমোদিত বা স্বীকৃত সকল প্রকার নীতিমালা, নিয়ম-কানুন ও সংবিধিবদ্ধ দায়-দায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না ?

আত্ম-মূল্যায়নের নমুনা ফরম্যাট অত্র নির্দেশিকার অ্যানেক্সার-৩ এ প্রদর্শিত হয়েছে। আত্ম-মূল্যায়ন (অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন) প্রক্রিয়া ছাড়াও আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ AML/CFT ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং প্রতিরোধের জন্য অনুমোদিত/স্বীকৃত নীতিমালা ও প্রক্রিয়াসমূহের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য স্বতন্ত্র নিরীক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।

৭.৫ তদন্ত প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করা

MLPA, 2012-এর ০৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তদন্তকালীন সময়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান তদন্ত কার্যক্রমে বাধা প্রদান করলে বা সহযোগিতা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে বা যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে যাচিত কোন প্রতিবেদন প্রেরণে বা তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে এই আইনের অধীন অপরাধ বলে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি বর্ণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন। অতএব, এই আইনের অধীন, আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ তদন্তকারী সংস্থার যাচিত তথ্যাবলী উপস্থাপনসহ সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে।

৭.৬ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী স্কীম প্রণয়ন

৭.৬.১ বাংলাদেশ সরকার ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১লা জুলাই, ২০১১ হইতে ৩০শে জুন, ২০১২ পর্যন্ত সময়কালের জন্য পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ব্যতিত অন্য যে কোন শ্রেণির করদাতা বাংলাদেশের যে কোন স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহ ক্রয়ের ক্ষেত্রে বৈধভাবে উপার্জিত আয় বিনিয়োগ করে থাকলে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে প্রদেয় আয়করের হার হ্রাস করে ১০ (দশ) শতাংশ নির্ধারণ করেছেন ঃ

ক)	১৫ জুলাই, ২০১২ তারিখের মধ্যে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর ১০ শতাংশ হারে কর প্রদান সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের নিকট নির্ধারিত ফরম এ এরূপ বিনিয়োগের ঘোষণা প্রদান করতে হবে;
খ)	দফা (ক) এর অধীন ঘোষিত বিনিয়োগ ব্যাখ্যায়িত আয় বলে বিবেচিত হবে;
গ)	দফা (ক) এর অধীন ঘোষণাপত্রের সাথে ১০% হারে কর পরিশোধের সমর্থনে পে-অর্ডার এর কপি, বিনিয়োগের সমর্থনে পোর্টফোলিও স্টেটমেন্ট ও বেনিফিশিয়ারী ওনার্স (বিও) এ্যাকাউন্ট এর লেজারের কপি সংযোজন করতে হবে;
ঘ)	বিনিয়োগকৃত অর্থ আগামী ৩০ জুন ২০১৩ তারিখের মধ্যে উত্তোলন বা অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে না;
ঙ)	প্রচলিত আইন দ্বারা স্বীকৃত কোন প্রকার অপরাধমূলক কার্যকলাপ হতে সংগৃহীত অর্থ আলোচ্য কর সুবিধার আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে না;

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

চ)	৩০শে জুন, ২০১১ তারিখের মধ্যে কর ফাঁকি উদ্ঘাটিত হলে এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৯৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কার্যক্রম গৃহীত হলে এই প্রজ্ঞাপনের সুবিধা প্রযোজ্য হবে না; ও
ছ)	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইতোপূর্বে ০৬ জুলাই ২০১১ তারিখে জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি নং-এসআরও/২৩৭/আইন/আয়কর রহিত করা হলো।

৭.৬.২ বাংলাদেশ সরকার কর অব্যাহতির এরূপ ঘোষণার প্রাক্কালে FATF Best Practices এর কার্যপদ্ধতির সাথে সংহতি প্রকাশ করেছেন। FATF Best Practices এর ০৪ (চার) টি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধরণের কর অব্যাহতি অনুমোদনের জন্য যে কোন দেশকে উক্ত ০৪ (চার) টি নীতি অবশ্যই মেনে চলতে হবে। নীতি ০৪ (চার) টি নিম্নরূপ ঃ

নীতি-১:	যেকোন ধরণের স্বনির্ধারণী কর পরিপালন কর্মসূচি বা Voluntary Tax Compliance (VTC) Program বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি অন্তর্নিহিত থাকতে পারে। উক্ত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকিসমূহ নির্ধারণ ও তা হ্রাসের পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি কার্যকর AML/CFT ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
'নীতি-২:	FATF এর সুপারিশমালা অনুযায়ী স্ব-নির্ধারণী কর পরিপালন কর্মসূচি বা Voluntary Tax Compliance (VTC) Program বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে AML/CFT করণীয়সমূহের আংশিক বা সম্পূর্ণ রেহাই বা অব্যাহতি অনুমোদনযোগ্য নয়। অতএব স্বনির্ধারণী কর পরিপালন কর্মসূচি বা Voluntary Tax Compliance (VTC) Program বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় কর্তৃপক্ষকে এ মর্মে নিশ্চিত করতে হবে যে, AML/CFT করণীয়সমূহের আইনগত বা ব্যবহারিক পরিপালন হতে করদাতাগণ কোনভাবেই যেন আংশিক বা সম্পূর্ণ রেহাই বা অব্যাহতি পেয়ে না যায়। যদি করদাতাগণ কোনভাবে এরূপ অব্যাহতি পায় তবে তা FATF অনুমোদিত সুপারিশমালার পরিপন্থী হিসেবে গণ্য হবে।
নীতি-৩:	স্বনির্ধারণী কর পরিপালন কর্মসূচি বা Voluntary Tax Compliance (VTC) Program বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ML/TF নীতিমালার অপপ্রয়োগ চিহ্নিতকরণ, তদন্ত/যাচাইকরণ এবং অভিযোগ গঠন/আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সমন্বয়সাধন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদির আদান-প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
নীতি-৪:	ML/TF-জনিত তদন্তশেষে অভিযোগ গঠন এবং স্বনির্ধারণী কর পরিপালন কর্মসূচি জনিত অপপ্রয়োগ রোধে সম্পদ পুনরূদ্ধারজনিত তদন্ত পরিচালনা এবং মামলারূজুসহ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য বৃহত্তম পরিসরে নানাবিধ পারস্পরিক আইনানুগ সহযোগিতা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদির আদান-প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭.৬.৩ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এই মর্মে সচেতন থাকতে হবে যে, VTC Program বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যক্ষভাবে কোনক্রমেই যেন AML/CFT সম্পর্কিত করণীয়সমূহের সম্পূর্ণ বা আংশিক রেহাই বা অব্যাহতি প্রদান না করে । অর্থাৎ VTC Program অবশ্যই AML/CFT সম্পর্কিত নিম্নোক্ত করণীয়সমূহের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে:

(ক) VTC scheme এর আওতায় আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ গ্রাহকের প্রকৃত পরিচয় সনাক্ত (Conduct Due Diligence, CDD) করতে হবে যাতে সম্পদ অন্যত্র স্থানান্তরকরণ, বিদেশে ফেরত প্রেরণ বা সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমাকরণের সাথে সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক জড়িত ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায়।

(খ) VTC কর্মসূচির আওতায় যে সব হিসাব হতে সম্পদ অন্যত্র স্থানান্তর, বিদেশে ফেরত প্রেরণ বা সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা করা হয়েছে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ সে সব হিসাবের সুবিধাভোগী মালিককে সনাক্ত করতে হবে;

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান

(গ) আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ অন্যত্র স্থানান্তরকৃত, বিদেশে ফেরতকৃত বা সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমাকৃত সম্পদের প্রকৃত উৎসের সন্ধান প্রতিষ্ঠায় গ্রাহকের প্রকৃত পরিচয় সনাক্তকরণ (Conduct Due Diligence, CDD) প্রক্রিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ প্রেরক এবং প্রাপকের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারলে তারবার্তার মাধ্যমে স্থানান্তরকৃত (Wire Transfer) অর্থের এর মাধ্যমে লেনদেন অত্র নির্দেশিকার আওতায় অনুমোদনযোগ্য হবে না।

(ঙ) আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এই মর্মে নিশ্চিত করতে হবে যে, VTC Program এর আওতায় কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বার নাম বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) বরাবর প্রেরিত সন্দেহজনক/অস্বাভাবিক লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদন (Suspicious Transaction Report) হতে যেন বাদ না পড়ে।

মোঃ আলাউদ্দিন খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার
চেয়ারম্যান